NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ রাজ্যকে অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে সরকার: শুভেন্দু

ভস্মীভূত রামগড় বাজারের প্রায় ৫০টি দোকান, ক্ষতি কয়েক লক্ষ টাকার ৩

কলকাতা ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫ ২৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ১৮২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 13.12.2025, Vol.19, Issue No. 182, 8 Pages, Price 3.00

প্রয়াত শিবরাজ পাটিল

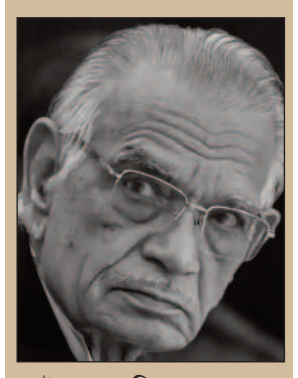

মুম্বই, ১২ ডিসেম্বর: প্রয়াত বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা শিবরাজ পাটিল। শুক্রবার সকালে মহারাষ্ট্রের লাতুরে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। বেশ কিছুদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন। তাঁর প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে রাজনৈতিক মহলে। শিবরাজ নিজে আজন্ম কংগ্রেস করলেও শেষদিকে তাঁর পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেন, তাঁকে সম্মান দেওয়া হচ্ছে না। এমনকী তাঁর পুত্রবধূ বিজেপিতেও যোগ দেন। তবে সার্বিকভাবে দলমত নির্বিশেষে গ্রহণযোগ্যতা ছিল তাঁর। তাঁর প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে রাজনৈতিক মহলে।

-বিস্তারিত দেশের পাতায়

ব্রিগেডে এবার মতুয়াদেরও লক্ষকণ্ঠে হরিনাম সংকীর্তন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজনৈতিক সমাবেশ মানে ব্রিগেড প্যারাড গ্রাউন্ড। বাংলা তো বটেই, বিশেষ করে শহরের রাজনীতিতে এই মাঠের অবদান কম নয়। সম্প্রতি ৫ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল ব্রিগেডে। এবার শুক্রবার সেই ব্রিগেডেই এক লক্ষ কণ্ঠে হরিনাম সংকীর্তন করার কথা ঘোষণা করেছেন তৃণমূল সাংসদ মমতাবালা ঠাকুরপন্থী অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের গোসাই পরিষদের সভাপতি নান্টু হালদার। এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি বলেন, 'আমরা একটা অরাজনৈতিক কর্মসূচি করতে চাই। লক্ষ কণ্ঠে হরিনাম সংকীর্তন হবে। জানুয়ারি মাসেই কোনও একটা দিন নির্ধারিত হবে।'

অবশ্য এই কর্মসূচিতে কোনও রকম রাজনৈতিক ছোঁয়া থাকবে না বলেই জানিয়েছেন তিনি। সভাপতির কথায়, 'সবাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে করছেন। কেউ গীতাপাঠের আয়োজন করছেন, কেউ কোরান পাঠের আয়োজন করছেন। কিন্তু মতুয়ারা একেবারেই অরাজনৈতিক।'

নান্টু হালদারের কথায়, ভোটার তালিকার নিবিড় পরিমার্জনকে মাথায় রেখেই এই হরিনাম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। হরিনাম শেষে নির্বাচন কমিশনের কাছে ভোটার তালিকায় মতুয়াদের নাম রাখার আর্জি জানানো হবে। পাশাপাশি, সিএএ-র ফর্ম ফিল-আপ করেও তাঁরা যে এখনও নাগরিকত্ব পাননি সেই নিয়েও প্রতিবাদ জানানো হবে।

মতুয়াদের 'সিএএ ক্ষোভের' জেরে অস্বস্তি বেড়েছে গেরুয়া শিবিরের। এদিন বিজেপি নেতা প্রিয়াংকু পাণ্ডে বলেন, 'সিএএ নিয়ে ওনারা ভুল বুঝেছেন বা কেউ ভুল বুঝিয়েছেন। সব হিন্দুই নাগরিকত্ব পাবেন। আর মতুয়াদের হরিনাম সংকীর্তনের আমন্ত্রণ পেলে আমরা সবাই যাব। কিন্তু গীতাপাঠে যখন মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল তিনি আসেননি।'

সব মিলিয়ে, গীতাপাঠের তরঙ্গ কাটতে না কাটতেই, ব্রিগেডের বাতাসে বইছে হরিনামের নতুন রাজনীতি।

রানাঘাটের জনসভায় ভোটের ভেরি মোদীর

বঙ্গে আসছেন বিশে, নজরে মতুয়ারা

নিজস্ব প্রতিবেদন আগামী ২০ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনসভা হতে চলেছে নদিয়ার রানাঘাটে। শীতকালীন অধিবেশন শেষ হলেই বিজেপি বাংলায় জোর কদমে ভোট প্রচার শুরু করছে। আর তার প্রথম ধাপ শুরু হবে মতুয়া অধ্যুষিত তাহেরপুর থেকে। মতুয়া ভোটব্যাঙ্ককে কেন্দ্র করেই রাজ্যে বিজেপির নির্বাচনী রণকৌশলের সূচনা করছে গেরুয়া শিবির।

বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের জন্য মোট দশটি জনসভা করার পরিকল্পনা রয়েছে মোদীর। এর মধ্যে আলিপুরদুয়ার, দমদম ও দুর্গাপুরে তিনটি সভা ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। বাকি সাতটি জনসভার মধ্যে প্রথমটি হবে রানাঘাটে। প্রস্তুতি তুঙ্গে, ইতিমধ্যেই তাহেরপুরে নির্ধারিত মাঠে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

তাহেরপুর অঞ্চল উদ্বাস্তু অধ্যুষিত হওয়ায়, প্রধানমন্ত্রী এই সভার মাধ্যমে নাগরিকত্ব এবং এনআরসি সংক্রান্ত বার্তা দিতে পারেন বলেই রাজনৈতিক মহলের ধারণা। পাশাপাশি মতুয়াদের মধ্যে এসআইআর তথা স্পেশ্যাল ইন্টেনসিভ রিভিশন প্রক্রিয়ায় নাম বাদ যাওয়ার আশঙ্কা প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মোদীর সফর নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক গুরুত্ব বহন করছে।

রাজ্যের বিজেপি সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, '২০ তারিখ তাহেরপুরে প্রধানমন্ত্রী আসছেন। জনসভার পাশাপাশি কিছু সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধনও হবে।' তিনি আরও বলেন, 'বিহারে গঙ্গা যখন উজিয়ে যায়, তখন বাংলাতেও আশার আলো দেখা যায়। এখানেও পরিবর্তনের বার্তা মিলবে।'

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, ঠাকুরনগরের পাশাপাশি নদিয়ার রানাঘাটও এখন মতুয়া সম্প্রদায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। ফলে এসআইআর নিয়ে মতুয়াদের মধ্যে তৈরি হওয়া উদ্বেগ নিরসনে রানাঘাটকে বেছে নিয়েছে বিজেপি। কিছুদিন আগেই এই ইস্যুতে বাংলার বাঙালি বিজেপি সাংসদদের সতর্ক করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নিজে। মতুয়া সম্প্রদায়ের মনে যেন কোনওরকম আশঙ্কা তৈরি না হয়, তা নিশ্চিত করতে সরাসরি বার্তা দিয়েছিলেন তিনি।

ফলে, ২০ ডিসেম্বর রানাঘাটের তাহেরপুরে মোদীর জনসভা শুধু একটি প্রচার সভা নয়, বরং মতুয়া-মন জয় এবং ভোটার তালিকার সংশোধন পর্বে তাঁদের আস্থা ফিরিয়ে আনার রাজনৈতিক কৌশলের প্রাথমিক ধাপ বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

তিন দফা প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিএলওদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে রাজ্যকে তিন দফা প্রস্তাব রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের। সম্প্রতি বিএলও নিরাপত্তা নিয়ে কমিশনকে পদক্ষেপ করতে বলেছিল সুপ্রিম কোর্ট। এই বিষয়ে কেন্দ্রের দায়বদ্ধতা রয়েছে বলেই পর্যবেক্ষণ শীর্ষ আদালতের। এবার সেই একই ইস্যুতে সরব হতে দেখা গেল রাজ্যপালকেও। এর পাশাপাশি বিএলওদের নিয়ে উদ্বেগও প্রকাশ করেন তিনি। এই প্রসঙ্গে শুক্রবার লোকভবন তরফে একটি বিবৃতি জারি করে বিএলওদের নিরাপত্তার খাতিরে রাজ্যকে তিন দফা প্রস্তাব দিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

এসএসসির ২০১৬-র ওয়েটিং লিস্টের প্রার্থীদের

নতুন ইন্টারভিউতে সুযোগ দেওয়ার নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০১৬ সালে ওয়েটিং লিস্টে নাম থাকা প্রার্থীদের ২০২৫ সালের স্কুল সার্ভিস কমিশনের নতুন পরীক্ষায় ইন্টারভিউতে অংশ নেওয়ার সুযোগ দিতে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বয়স পেরিয়ে যাওয়ার কারণে যাঁদের ইন্টারভিউতে ডাকা হয়নি, তাঁদের ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য এসএসসি-কে নির্দেশ দেন বিচারপতি। শুক্রবার বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হা নির্দেশ দেন, শুধুমাত্র মামলাকারী চাকরিপ্রার্থীদের ইন্টারভিউ নিতে হবে। পাশাপাশি বিচারপতি এ নির্দেশও দিয়েছেন ইন্টারভিউয়ের নম্বর মুখবন্ধ খামে আদালতে জমা দিতে হবে এসএসসি-কে। ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ার ভিডিয়োগ্রাফি করা হবে কি না সেই বিষয়ে হাইকোর্টকে নিজেদের সিদ্ধান্তের কথা জানাবে স্কুল সার্ভিস কমিশন।

আদালত সূত্রে খবর, নুপুর ঘোষাল-সহ একাধিক চাকরিপ্রার্থী তাঁদের বয়স পেরিয়ে যাওয়ার জন্য ইন্টারভিউতে বসতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। মামলাকারীদের বক্তব্য, ২০১৬ সালে দুর্নীতির কারণে তাঁরা বঞ্চিত হয়েছিলেন। ওয়েটিং লিস্টে তালিকাভুক্ত ছিলেন তাঁরা। সুপ্রিম কোর্ট ২৬ হাজার চাকরি বাতিল করে সমস্ত যোগ্য বা আনটেন্টেডদের পরীক্ষায় বসতে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। সেই মত নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর নথি যাচাইয়ের সময় বয়স বেশি বলে বাদ দেওয়া হয়। তারপরই তাঁরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হার নির্দেশ, মামলাকারীদের প্রত্যেকের ইন্টারভিউ নিতে হবে।

২০২৪ সালে প্রথমে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ শব্বার রাশিদি ডিভিশন বেঞ্চ দুর্নীতির কারণে ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরে চলতি বছরের ৩ এপ্রিল এসএসসি'র ২০১৬ সালের পুরো প্যানেল বাতিল ঘোষণা করে সুপ্রিম কোর্টও। চাকরি হারান প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী। একই সঙ্গে শীর্ষ আদালত নির্দেশ দেয়, ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে নতুন পরীক্ষা নিতে হবে । তারপরই নতুন রুল করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করে স্কুল সার্ভিস কমিশন।

রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধে ট্রাম্প তিতিবিরক্ত

ওয়াশিংটন, ১২ ডিসেম্বর: রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে তিতিবিরক্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি স্পষ্ট জানান, এ ধরনের সংঘাত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আর নেপথ্যে অন্য দেশই মদত জোগাচ্ছে বলেও অভিযোগ তোলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ট্রাম্প এ-ও জানিয়েছেন, রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে নিরাপত্তা চুক্তির অংশ হিসাবে ইউক্রেনকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আমেরিকা। তবে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি আমেরিকার প্রস্তাবিত শান্তিচুক্তিতে সই না-করায় রুষ্ট ট্রাম্প।

রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে সংঘাত থামাতে বার বার চেষ্টা করেছেন ট্রাম্প। দুই দেশের প্রধানদের সঙ্গে আলাদা আলাদা করে বৈঠকও করেছেন তিনি। অনেক বার ফোনে কথা বলেছেন। তবে তার পরেও এখনও যুদ্ধ অবসানের কোনও ফলপ্রসূ পদক্ষেপ দেখা যায়নি। সেই কারণের দুই দেশের উপরই যে তিনি রুষ্ট, তা স্পষ্ট জানালেন ট্রাম্প। অবিলম্বে এই যুদ্ধ বা শত্রুতা বন্ধ করার কথা আবারও বলেন ট্রাম্প। তাঁর কথায়, 'আমি এই হত্যালীলা বন্ধ দেখতে চাই। আমরা কঠোর পরিশ্রম করছি।' তার পরেই নিজের আশঙ্কার কথা প্রকাশ করেন ট্রাম্প। তিনি বলনে, 'এই ধরনের ঘটনা আমাদের তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আমরা কেউই তা দেখতে চাই না।' তিনি জানান, গত মাসেই এই সংঘাতে অন্তত ২৫ হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন, যাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই সেনা। ক্রমাগত এই রক্তপাতে হতাশা প্রকাশ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

কবে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধবিরতি সম্ভব হবে, তা নিয়ে কোনও ইতিবাচক আভাস মেলেনি। আর তাতে হতাশ ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট জানিয়েছেন, যুদ্ধবিরতিতে পৌঁছোনোর ব্যাপারে ধীর অগ্রগতিতে ক্ষুণ্ণ মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তিনি আর এমন কোনও বৈঠকে যোগ দিতে চান না, যা শুধুই বৈঠক হয়ে থেকে যাবে! ফলাফল শূন্য। লেভিটের কথায়, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এমন বৈঠকে হতাশ, যেগুলি থেকে কিছুই অর্জন হয় না ।'

সিইও দপ্তরের সামনে ফের বিএলও বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার সিইও দপ্তরের সামনে তৃণমূলপন্থী বিএলওদের বিক্ষোভে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক অন্দরে স্পষ্ট হয়ে উঠল এক চাপা অস্বস্তি। মাঠে দিনরাত ঘুরে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ করতে গিয়ে যে বাড়তি চাপ, অসুবিধা ও অনিশ্চয়তার মুখে পড়তে হচ্ছে, সেই ক্ষোভই শুক্রবার রাস্তায় গর্জে উঠল।

কলকাতার সিইও দপ্তরের সামনে সকাল থেকেই জড়ো হন শতাধিক বিএলও। হাতে প্ল্যাকার্ড, মুখে স্লোগান, তাদের অভিযোগ, চলতি এসআইআর প্রক্রিয়ায় যেভাবে সময়সীমা ও প্রযুক্তিগত বাধ্যবাধকতা চাপানো হয়েছে, তা মাঠপর্যায়ের বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খায় না। অ্যাপ, ত্রুটি, নেটওয়ার্ক সমস্যা, বিশাল এলাকা কভার করার বাধ্যবাধকতা, সব কিছুর ভার এসে পড়ছে একমাত্র বিএলওদের উপরেই। তাদের বক্তব্য, 'দায়িত্ব পালন করছি আমরা, তাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রেও মাঠের অভিজ্ঞতার গুরুত্ব দেওয়া উচিত।'

এই বিক্ষোভের বিশেষ দিক, আন্দোলনকারীরা বছরের পর বছর তৃণমূলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা মাঠকর্মী। ফলে তাদের ক্ষোভ কেবল কাজের চাপেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং ভোটার তালিকা সংশোধনের জটিল প্রক্রিয়াকে ঘিরে প্রশাসনিক সমন্বয়ের ঘাটতি নিয়েও প্রশ্ন তুলছে।

পর্যবেক্ষকদের মতে, যাদের উপর নির্ভর করে ভোটের খুঁটিনাটি কাজ এগোয়, সেই কর্মীদের অসন্তোষ প্রশাসনের কাছে একটি স্পষ্ট সতর্কসংকেত। তারা আর নীরবে দায়িত্ব পালন করে যেতে রাজি নন, স্বচ্ছতা, সমন্বয় ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনার দাবি তুলছেন প্রকাশ্যে।

দাবি ও ক্ষোভের কেন্দ্রবিন্দু তৃণমূলপন্থী বিএলওদের অভিযোগগুলির মূল সুর, অস্বাভাবিক ডেডলাইন, বারবার অ্যাপ ক্র্যাশ,

নেটওয়ার্ক জট, অতিরিক্ত দায়িত্ব, কিন্তু তার উপযুক্ত স্বীকৃতি নেই, সামান্য ভুলেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি।

অনেকেই বলেন, যেভাবে একের পর এক ব্লকে অসুস্থতা ও মৃত্যুর ঘটনা সামনে এসেছে, তাতে নিরাপত্তা ও মানবিক দিক থেকেও বিবেচনা জরুরি।

যদিও সিইও দপ্তর আলোচনার আশ্বাস দিয়েছে এবং জানিয়েছে যে নির্বাচন সংক্রান্ত কাজকে সম্মান ও গুরুত্ব দিয়েই সমস্ত প্রক্রিয়া চলছে।

আজ মেসি-ময় মহানগরে পাওনা বাদশাও

নিজস্ব প্রতিবেদন: আবার কলকাতায় আসছেন লিয়োনেল মেসি। বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবলার শুক্রবার গভীর রাতে পা রেখেছেন শহরে। প্রায় সাড়ে ১২ ঘণ্টা শহরে অবস্থান করবেন তিনি। এত অল্প সময়ে একাধিক কর্মসূচিতে যোগ দিতে হবে তাঁকে, ফলে বিশ্রামের বিশেষ সুযোগ নেই। মেসির উপস্থিতিতে শহরজুড়ে উত্তেজনা তুঙ্গে, আর সেই উন্মাদনার মধ্যেই নিরাপত্তায় কোনও ফাঁক রাখতে চাইছে না পুলিশ-প্রশাসন।

মেসির কলকাতায় আসা নতুন নয়। ২০১১ সালের ২ সেপ্টেম্বর যুবভারতীতে ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে ফিফা ফ্রেন্ডলিতে নেমেছিলেন তিনি। তখনই তিনি বিশ্বসেরা ফুটবলারদের সারিতে জায়গা পেয়েছিলেন। তবে বার দৃশ্যপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখন তিনি বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক, যাঁর হাতে এখনও বিশ্বকাপের ট্রফির গ্ল্যামার বজায়। কয়েক দিন আগে ইন্টার মায়ামিকে প্রথমবার এমএলস কাপ জিতিয়ে আরও একবার প্রমাণ করেছেন তাঁর আধিপত্য।

এই সফরে মেসির সময়সূচি অত্যন্ত ব্যস্ত। শনিবার সকাল ৯.৩০ থেকে ১০.৩০ পর্যন্ত থাকছে মিট-অ্যান্ড-গ্রিট পর্ব। এরপর সকাল ১০.৩০ থেকে ১১.১৫ পর্যন্ত ভার্চুয়ালি নিজের মূর্তি উন্মোচন করবেন এলম১০। সকাল ১১.১৫ মিনিটে হোটেল থেকে যুবভারতীর উদ্দেশে রওনা দেবেন মেসি। ১১.৩০ মিনিটে আসরে যোগ দেবেন অভিনেতা শাহরুখ খান। আর দুপুর গঙ্গোপাধ্যায়ও। দুপুর ১২টা থেকে ১২.৩০, এই সময়ের মধ্যে হবে সেলিব্রিটি ফ্রেন্ডলি ম্যাচ, সংবর্ধনা এবং সংক্ষিপ্ত বক্তব্য। সংক্ষিপ্ত এই আয়োজন শেষে মেসি ফিরে যাবেন বিমানবন্দরে। দুপুর ২টোর বিমান তাঁকে নিয়ে যাবে হায়দরাবাদে।

মেসিকে কেন্দ্র করে যুবভারতীতে এবং শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট মূল দায়িত্বে থাকলেও কলকাতা পুলিশ এবং রাজ্য পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট একসঙ্গে কাজ করবে। বিভিন্ন জেলা কমিশনারেট থেকে ইন্সপেক্টর, সাব-ইন্সপেক্টর এবং কনস্টেবল আনা হচ্ছে। থাকবে র‍্যাফ বাহিনীও। সব মিলিয়ে প্রায় ২০০০ পুলিশকর্মী যান চলাচল, ভিআইপি চলাচল, সব ক্ষেত্রেই বিশেষ নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। শুক্রবারই বিধাননগর পুলিশ গাড়ি রাখার জায়গা ও ট্র্যাফিক নিয়ম সম্পর্কে আলাদা নির্দেশ জারি করেছে।

মেসির এই সফর শুধু ফুটবলপ্রেমীদের জন্যই নয়, কলকাতার ইতিহাসের জন্যও এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। পেলে এবং মারাদোনার পর আর এক ফুটবল-সম্রাটের পুনরাগমন শহরকে নতুন করে প্রাণবন্ত করেছে। কয়েক ঘণ্টার সফর হলেও তাঁর উপস্থিতি শহরকে উৎসবের আবহে ভরিয়ে তুলতে যথেষ্ট। ফুটবলপ্রেমীরা অপেক্ষায় রয়েছেন, আবারও এক ঝলক দেখার আশায় সেই মানুষটিকে, যিনি কোটি মানুষের হৃদয়ে 'গোট' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

'মনরেগা'র নামবদল, বাড়ল দিন-রোজগার

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর: মনরেগা নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র। আবার বদলে গেল মনরেগা'র নাম। বাড়ল ন্যূনতম কাজের দিন, বাড়ল রোজগারও। শুক্রবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তে মনরেগার নাম বদলে রাখা হল 'পূজ্য বাপু গ্রামীণ রোজগার গ্যারান্টি'। পাশাপাশি, আগে যেখানে ন্যূনতম কাজের দিন ছিল ১০০। তা বাড়িয়ে এবার করা হল ১২৫। অর্থাৎ এবার থেকে বছরে এই যোজনার আওতায় কমপক্ষে ১২৫ দিনের কাজ দেওয়া হবে। যার দরুণ দেওয়া হবে ন্যূনতম ২৪০ টাকা প্রতিদিন।

উল্লেখ্য, মনরেগা নিয়ে অভিযোগের শেষ নেই। হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট প্রতিটি স্তরেই বাংলার সঙ্গে তৈরি হওয়া বিবাদ নিয়ে ব্যাকফুটে পড়েছে কেন্দ্র। বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়া থেকে পুনরায় ১০০ দিনের কাজ চালু করা, কেন্দ্রকে একাধিক নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। এই মর্মে সুপ্রিম কোর্টেও দ্বারস্থ হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু তাতেও কোনও লাভ হয়নি। উল্টে মনরেগা যেন দিন প্রতিদিন কেন্দ্রের জন্য পরিণত হয়েছে একটা দাগে। একাংশ মনে করছেন, সেই দাগ তুলতেই নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত।

সাম্প্রতিককালে প্রায় প্রতিটি প্রশাসনিক স্তরে দেখা গিয়েছে নাম বদলের নজির। ঔপনিবেশিকতাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে রাজভবন হয়েছে লোকভবন। রাজ্যপাল হয়েছেন লোকপাল। ঠিক তেমনই নয়াদিল্লির বুকে দশক ধরে পরিচিত প্রধানমন্ত্রী অফিস বা পিএমও-র নাম বদলে রাখা হয়েছে 'সেবা তীর্থ'।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী

গত 08/12/2025, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 12268 নং এফিডেভিট বলে আমি Sadna Jain and/or Sadhna Jain (old name), W/o. Sanjay Jain, R/o. Bandel Balikata, Bandel, Chinsurah, Hooghly-712123, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Sadna Jain and/or Sadhna Jain নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sadhana Jain (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Sadna Jain and/or Sadhna Jain & Sadhana Jain W/o. Sanjay Jain সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Rajat Jain.

নাম -পদবী

গত 06/12/2025, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 12153 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Ajijul Haque (old name), S/o. Nazrul Haque, R/o. Sudarsan, Ramnathpur, Polba, Hooghly-712148, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Sk Ajijul Haque নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Ajijul Haque (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Sk Ajijul Haque & Ajijul Haque & Ajijul Hak S/o. Nazrul Haque সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Ariful Haque.

নাম -পদবী

গত 08/12/2025, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 12257 নং এফিডেভিট বলে আমি Mohammad Rahis (old name), S/o. Rasid Mia, R/o. Mearber Masjid Gali, Chinsurah, Hooghly-712101, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Mohammad Rahis নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Md Rahis (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Mohammad Rahis & Md Rahis S/o. Rasid Mia সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। D.O.B. 19/07/1996.

নাম -পদবী

গত 21/11/2025, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 11400 নং এফিডেভিট বলে আমি Najmuzzaman S/o. Kamarujjaman, R/o. মধ্যপাড়া, দ্বারবাসীনি, পান্ডুয়া, হুগলী-712149, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার জন্ম সার্টিফিকেটে (Regn. 2509, Dt. 31/12/1998), আমার সঠিক নাম Najmuzzaman S/o. Kamarujjaman-এর পরিবর্তে Nazmujamman S/o. Kamruzaman লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Najmuzzaman S/o. Kamarujjaman ও Nazmujamman S/o. Kamruzaman উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত।

নাম -পদবী

গত 11/09/2025, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে 799 নং এফিডেভিট বলে Dilip Pal S/o. Panchu Gopal Pal ও Dilip Kr. Pal S/o. P. G. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 27/11/2025, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 11784 নং এফিডেভিট বলে Kondala Krishnamurty, K Krishna Rao ও Mr K Krishna Rao S/o. Kondala Appalanaidu সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 09/12/2025, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 16646 নং এফিডেভিট বলে Jaydeb Koley S/o. Prakash Koley ও Joydev Koley S/o. Lt. P. C. Koley সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 09/12/2025, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 16643 নং এফিডেভিট বলে Suman Banerjee S/o. Sailendra Nath Banerjee ও Suman Bandyopadhyay S/o. S. N. Bandyopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 09/12/2025, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 16647 নং এফিডেভিট বলে Panchu Gopal Roy S/o. Nandalal Roy ও Pachu Gopal Roy S/o. Nanda Dulal Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, **Taniaya Biswas** D/o Asim Biswas residing at vill- Bara Muragacha, P.O.: Bagula P.S.: Hanskhali, Dist- Nadia, Pin: 741502, do hereby declare that in my birth certificate my father name has been worngly recorded as **Asim Kumar Biswas** instead of **Asim Biswas. Asim Biswas** and **Asim Kumar Biswas** both are the same and one identical person through Affidavit Judicial Magistrate 1st class Ranaghat, Nadia on 27.11.25.

বিজ্ঞপ্তি

আমি রতন কুমার বিশ্বাস আমার বাড়ির জমির পর্চা তে আমার পিতার নাম তেঁতুল বিশ্বাস @ তেঁতুল মন্ডল আছে। ১০/১২/২৫ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টের এফিডেভিটে আমার পিতা তেঁতুল বিশ্বাস, তেঁতুল চন্দ্র বিশ্বাস@ তেঁতুল বিশ্বাস @ তেঁতুল মন্ডল ও তেঁতুল মন্ডল সকলে একই ব্যক্তি হইল। পিতার আসল নাম তেঁতুল বিশ্বাস, পিতা বর্তমানে মৃত।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনের অবগতির জন্য জানানো যায় যে, আমার মক্কেল চন্দন দাস, পিতা- ভুবন চন্দ্র দাস, সাং- শাঁকমারী, পোঃ- কানপুর, থানা- কেশিয়াড়ী, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর তাহার আসল খরিদা দলিল নং ১৪৪৫/২০১৩ বিক্রেতা সমীর কুমার পতি, মৌজা- শাঁকমারী, জে. এল নং- ১৮৪, দাগ নং- ১১৩ দাগে ৪৯ ডেসিমেল পরিমিত তাহা কেশিয়াড়ী বাজারে হারিয়ে যায় যাহার জন্য G.D.E No.- 30 date - 01.09.2024 করিয়াছে কিন্তু অদ্যাবধি তাহা প্রাপ্ত হয় নাই কেহ যদি তাহা কুড়িয়ে থাকেন তাহলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারীর এক মাসের মধ্যে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় ফেরৎ দেবেন।

নিবেদন সুবল চক্রবর্তী, এ্যাডভোকেট, জর্জকোর্ট পশ্চিম মেদিনীপুর, ১০.১২.২০২৫ 9434196151 (M)

নাম -পদবী

I, Indranil Majumdar, Indranil Majumder & Indranil Mazumdar R/o. 128 B, B. K. Maitra Road, Kutighat, Baranagar, North 24 Parganas, Kolkata-700036 all are the same & one identical person vide an affidavit no. 03/25, sworn before Notary Public, High Court, Calcutta on 11/12/2025.

নাম -পদবী

আমি Tusi Ruidas D/o. Sanyasi Ruidas গত ইং 21/11/2025 তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Aisha Sheikh নামে পরিচিত হইয়াছি। 21/11/2025 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শিয়ালদহ, কলকাতা কোর্টে 13115 নং এফিডেভিট বলে Aisha Sheikh ও Tusi Ruidas D/o. Sanyasi Ruidas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 09/12/2025, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 16664 নং এফিডেভিট বলে Anjan Kumar Saha S/o. Bibhuti Bhushan Saha ও Anjan Kr. Saha S/o. B. B. Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 09/12/2025, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 16652 নং এফিডেভিট বলে আমি Sarmila Pal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার স্বামী Manas Kumar Pal ও Mans Kr Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম -পদবী

গত 29/09/2023, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 10418 নং এফিডেভিট বলে Srikanta Ghosh ও Srikanta Kumar Ghosh S/o. Shib Charan Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 12/12/2025, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 12572 নং এফিডেভিট বলে Bholanath Bhattacharya S/o. Taraknath Bhattacharya ও Bholanath Bhattacharjee S/o. T. N. Bhattacharjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 09/12/2025, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 16642 নং এফিডেভিট বলে Sumit Roy S/o. Samar Kumar Roy ও Sumit Kr. Ray S/o. S. Kr. Ray সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 12/12/2025, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 12564 নং এফিডেভিট বলে আমি Mijanur Rahaman Sekh S/o. Lt. Sk. Rahamatulla ও Sekh Rahamatulla R/o. চেলুয়া, কলাছড়া, ধনিয়াখালী, হুগলী- 712405, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার জন্ম সার্টিফিকেটে (Regn. No. B-2016: 19-03064-000065, Dt. 27/12/2016), আমার সঠিক নাম Mijanur Rahaman Sekh-এর পরিবর্তে Sk Mijanur Rahaman লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Mijanur Rahaman Sekh & Sk Mijanur Rahaman উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত।

বিজ্ঞপ্তি

(অর্ডার V, নিয়ম ২০ সিপিসি)
কলকাতা হাইকোর্টে
দেওয়ানি আপিলের এখতিয়ার

Re: ২০০৬ সালের এফ.এ. নং ১৪৭
রত্না ভূনিয়া প্রমুখ
বিমলেন্দু ভূঁইয়ার স্থলাভিষিক্ত (মৃত্যুর পর থেকে) ... আপিলকারী
- বনাম -
মেসার্স অ্যাসলার ডিভাইন অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন (প্রা.) লিমিটেড এবং অন্যান্য ... উত্তরদাতারা
সঙ্গে
২০০৬ সালের এফ.এ. নং ১১১
রত্না ভূনিয়া প্রমুখ
বিমলেন্দু ভূঁইয়ার স্থলাভিষিক্ত (মৃত্যুর পর থেকে) ... আপিলকারীদের
- বনাম -
শ্রীনাথ গুপ্ত প্রমুখ ... উত্তরদাতারা

প্রতি
১. মেসার্স অ্যাসলার ডিভাইন অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন (প্রাইভেট) লিমিটেড, কোম্পানি আইনের অধীনে নিবন্ধিত একটি কোম্পানি। এর নিবন্ধিত অফিস বসুন্ধরা (গ্রাউন্ড ফ্লোর) পি-২৩৯, ব্লক "বি", লেক টাউন, থানা লেক টাউন, জেলা: ২৪ পরগনা (উত্তর) এবং বর্তমানে পি-৭১৪, ব্লক "এ", লেক টাউন, থানা লেক টাউন, জেলা: ২৪ পরগনা (উত্তর) ৭০০০৮৯, যার প্রতিনিধিত্ব করেন চেয়ারম্যান পি.এল. মুখার্জি।
২. শ্রীনাথ গুপ্ত, বি.পি. গুপ্তের ছেলে, ৩. শ্রীমতি উমা গুপ্ত, জে.কে. গুপ্তের স্ত্রী, নং ২ এবং ৩ উভয়ই ৬৭/১/বি, রাজা নব কৃষ্ণ স্ট্রিট, ১ম তল, কলকাতা -৭০০০০৫-এ থাকেন।
৩. শ্রীমতী উমা গুপ্ত, জে.কে. গুপ্তের স্ত্রী, ৬৭/১/বি, রাজা নব কৃষ্ণ স্ট্রিট, ১ম তল, কলকাতা- ৭০০০০৫।

যেহেতু, উপরে উল্লিখিত আপিলকারীদের স্বার্থে প্রস্তুতি নিয়েছেন ভূঁইয়া আপনার বিরুদ্ধে উপরে উল্লিখিত আপিলটি ইত্যাদি। এর ফলে, ১৯৯৭ সালের ২২ নং টাইটেল স্যুট এবং ১৯৮৫ সালের ২৪৪ নং টাইটেল স্যুট মামলায় যথাক্রমে ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) জেলার আলিপুরের দ্বিতীয় আদালতের সিনিয়র ডিভিশনের বিজ্ঞ সিভিল জজ কর্তৃক প্রদত্ত ৭ ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখের রায় এবং ডিক্রির বিরুদ্ধে দায়ের করা এবং ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের আদেশ অনুসারে মাননীয় বিচারপতি রাজশেখর মান্থা ও মাননীয় বিচারপতি ... ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের আদেশ অনুসারে উপরোক্ত আপিলের সাথে সম্পর্কিত সংবাদপত্রের মাধ্যমে ইংরেজিতে এবং স্থানীয় ভাষায় প্রচারিত একটি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে উপর আপিলের নোটিশ প্রদানের বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আপিলকারীদের নির্দেশিত হয়েছে।

অতএব, আপনাকে এই আদালতে অথবা আইনজীবীর মাধ্যমে ১৫ই জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে হাজির হওয়ার জন্য সমন পাঠানো হচ্ছে। আমার স্বাক্ষর ও আদালতের সীলমোহর প্রদত্ত।

১১ই ডিসেম্বর, ২০২৫

স্বাক্ষরঃ
নিবন্ধিত প্রশাসন
(লাওয়াজিমা ও অফিস ব্যবস্থপনা)
আপিল পক্ষ
হাইকোর্ট, কলকাতা।

বিজ্ঞপ্তি

আইনি নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, **পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৫৫ এর ধারা ৫০** এর অধীনে জমির পরিবর্তনের জন্য নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ/ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার কর্মকর্তা (BLRO) এর কাছে আবেদন করা হয়েছে মামলা নং MN/২০২৫/১৬৩০/১৪৪৫৭ এবং মামলা নং MN/২০২৫/১৬৩০/১৪৪৫৮।

দেবব্রত ঘোষের পুত্র শ্রী শুভব্রত ঘোষ এবং **দেবব্রত ঘোষের কন্যা শ্রীমতী বর্ণালী মুখার্জি, দেবব্রত ঘোষের** বৈধ উত্তরাধিকারী হিসেবে, নীচের তফসিলে বর্ণিত জমির পরিবর্তন দাবি করছেন। উক্ত জমিটি **পাওয়ার অফ এ্যাটর্নি হোল্ডার শ্রী প্রবীর লির** কাছ থেকে প্রাপ্ত, **POA নং ৩৮৫৬৪৭** এর অধীনে, যা **১৯৯১** সালের **১০.০১.১৯৯১** তারিখের **দলিল নং ২২** এর রেফারেন্সে সম্পাদিত হয়েছিল।

প্রস্তাবিত পরিবর্তনের বিষয়ে যে কোনও ব্যক্তির আপত্তি থাকলে, লিখিতভাবে বা ইমেলের মাধ্যমে BL&LRO, কলকাতা, **KMC ভবন, কক্ষ নং ৩২৮, ৫ S.N. ব্যানার্জি রোড কলকাতা- ৭০০০১৩, bllroatm@gmail.com** ঠিকানায়-এ আপত্তি জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে।

জমির সময়সূচী

- **মৌজা ঃ** কামদাহরী • **জে.এল. নং ঃ** ১২৩
- **খতিয়ান নং ঃ** ২৭৮ • **দাগ নং ঃ** ১৯১
- **প্লট এলাকা ঃ** ২ কাঠা ৩৫ বর্গফুট

লাবনী চৌধুরী সাহা
অ্যাডভোকেট

CHANGE OF NAME

I, **Sanjay Agarwal**, S/o Lt. Jhabarmal Agarwal residing at 66 G.T. Road, Liluah, Howrah – 711204 have changed my name and shall henceforth be known as SANJAY KUMAR AGARWAL as declared before the Notary Public vide Affidavit No. 219 dated 11.12.2025 before First Class Judicial Magistrate Court (District / State) at Howrah. That SANJAY AGARWAL and SANJAY KUMAR AGARWAL both are same and identical person.

NAME CHANGE

I,**Samita Bhattacherjee**, W/o Somenath Chatterjee, Residing- 20/1A/1, Padmapukur Road, P.O- Regent Estate, P.S. - Netaji Nagar, Kolkata- 700092. Hereby declared that **Samita Bhattacherjee, Samita Bhattacharjee, Samita Chatterjee, Samita Bhattacharya, Samita Bhattacharyya, Samita Chatterjee (Bhattacharyya)** is the same and one identical person vide an affidavit (68702) sworn before the First Class Judicial Magistrate Court at Alipore dated 11.11.2025. I shall henceforth be known as **Samita Bhattacherjee** for all future purposes.

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১৩ ই ডিসেম্বর । ২৬ শে অগ্রহায়ণ । শনি বার। নবমী তিথি । জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গল র এবং বিংশোত্তোরী ও রবি মহাদশা কাল। মৃতে ত্রীপাদ দোষ । বেলা ৯/৪৭ র পর একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : যাকে কথা দিয়েছিলেন কথা রাখতে না পাড়ার কারণে, আজ ভুল বোঝাবুঝি হবে। প্রেমিকের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইবে না প্রেমিকা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে, আজ মুখ বন্ধ রাখাই ভালো। আইন ব্যাবসায়ী এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা আজ গ্রাহকদের উপর, অত্যধিক বিশ্বাস রাখলে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হবেন।

বৃষ রাশি : প্রতিবেশী স্বজন পরিজন সহ আজ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। কোনো নতুন দ্রব্য কেনাকাটায় পরিবারে আনন্দ বিরোধী। হতাশা থেকে মুক্তি পাবে ছাত্র ছাত্রীরা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি। প্রবীণ নাগরিকেরা কোনো আর্থিক সুবিধা সুখবর আজ পেতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে আজ বিশেষ সুখবর মিলবে। হর হর মহাদেব।

মিথুন রাশি : যাকে বন্ধু ভেবে এতদিন বিশ্বাস করে এসেছিলেন তার কোনো কথায় মনে কষ্ট পাবেন না। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে এক শত্রু বন্ধুর মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সতর্ক থাকুন। শশুর বাড়িতে যা আলোচনা হলে তা আপনার গুপ্ত শত্রুর কাছে পৌঁছে গেছে। সতর্ক থাকুন। নিকট জনের দূর ব্যাবহারে মনো কষ্টের ইঙ্গিত।

কর্কট রাশি : আজ শুভ। তবে জন্ম কুণ্ডলীতে শনি কেতু বা চন্দ্র কেতু পিতৃ দোষ বা মাতৃ দোষে ভালো করে গঙ্গা পুজো দিই। শুভ সৌভাগ্য আসবে আজ দিন তা একপ্রকার শুভই কাটবে। ব্যাবসায়ীদের পক্ষে ভালো। বিদ্যার্থীদের পক্ষেও ভালো। হর হর মহাদেব। আজ শুভ।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। আজ নানা দিক থেকে বান্ধব প্রতিবেশীরা খোঁজ খবর নেবে। সম্মান বৃদ্ধির যোগ। উচ্ছ বিদায় যারা গবেষণা করছেন তাদের হারিয়ে যাওয়া কোনো মূলবান নথি প্রপ্তির সম্ভাবনা। আজ শ্বেত চন্দন তিলক কপালে ব্যবহার করুন।

কন্যা রাশি : যে কাজটা এতদিন বাধা পড়ছিলো আজ অনায়সে সেই কাজটা হয়ে পড়বে। লেখক, শিল্পী, কলাকুশলি আপনাদের জন্য দিনটা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারী বিশেষত কম্পিউটার বা মেকানিক্যাল বিষয় কাজ করেন তাদের জন্য নতুন কোনো চুক্তি হয়ে পড়বে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ শুভ সম্পর্ক তৈরী হবে। একে অন্যকে বোঝার চেষ্টা করবেন। মন্ত্র দুর্গা নাম।

তুলা রাশি : আজ দুপুরের দিকে ছোট্ট একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাম্পত্য জীবনে পরিবারে অশান্তি বাতাবরণ তৈরী হবে। কোনো ফোন কলে বেশিক্ষন কথা বলার কারণে অশান্তির ছায়া। যারা নতুন কর্মের চেষ্টা করছেন ছোট্ট ঘটনার ভুলে আজ হয়রানির শিকার হতে হবে। যে প্রতিবেশী দু দিন আগেও সুসম্পর্ক রেখেছিলো আজ তার ব্যাবহারে মনো কষ্ট পাবেন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ একটি সুখবর পাবেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। যে জিনিসটা কিনবো ভাবছিলেন আজ কেনাকাটা করতে পারেন। পুরাতন বান্ধব যিনি আপনার মনে কষ্ট দিয়েছেন আজ তার ফোন আনন্দ পাবেন। জয় শ্রীজগন্নাথ।

ধনু রাশি : নতুন ভাবে চাকরির আবেদন যারা করছেন আজ সুখবরে মন ভোরে উঠবে। প্রেমিক প্রেমিকা দুজনের সম্পর্কে মধুরতা। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে আজ সুখ বৃষ্টি হবে। জন্ম কুণ্ডলীতে বা লগ্ন ছকে যদি মঙ্গলের দশা না থেকে তবে দূর ভ্রমণের যোগ তৈরী হবে। ব্যাবসায়ী এবং সেলস পার্সনের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ দিন। মন্ত্র ভগবান শিব।

মকর রাশি : কোন ছলনাময়ী নারী র কারনে বিবাদ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সংবাদ। নতুন চাকরি প্রার্থী ভুল বোঝা বুঝি হলেও শুভ সংবাদ থাকবে। পরিবারে মামা, কাকা, জ্যাঠা এদের দ্বারা কোনো শুভ সংবাদ পাওয়া যাবে।

কুম্ভ রাশি : আজ সতর্ক। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে মোকাবিলা করার উপায়ে ভাবা উচিত। আজ দুই বন্ধুর মধ্যে একজন শত্রুর সামনে আসবেন। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়িতে মিস্তিরি লাগার কথা থাকলে দু দিন অপেক্ষা করুন। নয়তো ক্ষতির সম্ভাবনা। সেকেন্ডারির ছাত্র ছাত্রীরা সতর্ক থাকুন। বিদ্যায় মনোযোগ বাড়াতে হবে। মন্ত্র ঐং।

মীন রাশি : পরিবার স্বজন সহ বিবাহের কথা পাকা সম্ভবনা। পরিবারে যে পুজোটা রয়েছে তাতে অংশগ্রহণ করুন। হলুদ রঙের কাপড় পোশাক পড়ুন। জ্যোতিষ মতে বৃহস্পতি উচ্চকায় হবে। পরিবারে এবং দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি হবে। বান্ধব প্রতিবেশীদের থেকে সম্মান প্রাপ্তি।

শহীদ বিনয় কৃষ্ণ বসুর প্রয়াণ দিবস

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

কলকাতা বন্দরে নতুন কার্গো টার্মিনাল তৈরির জন্য দরপত্র আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দর কর্তৃপক্ষ রেলভিত্তিক পণ্য পরিবহণ পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। বন্দরের সাধারণ কার্গো ডিপো ইয়ার্ডে নতুন একটি কার্গো টার্মিনাল তৈরির জন্য ১৫ বছরের জন্য বেসরকারি অংশীদারদের কাছ থেকে প্রস্তাব চেয়ে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। নতুন টার্মিনালের মাধ্যমে রেল-মাধ্যমে পণ্য পরিবহণে বন্দরের অংশ বৃদ্ধির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বেসরকারি অপারেটরকে ২৪ ঘণ্টা চালু রাখার উপযোগী টার্মিনাল গড়ে তুলতে হবে। ১৩ কোটি টাকার বেশি মূল্যের প্রস্তাবিত এই প্রকল্প চালু হলে কলকাতা বন্দরের দক্ষতা বাড়বে।

পাশাপাশি দ্রুত রেলপথে পণ্য চলাচলের পথ প্রশস্ত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

রেললাইন ও সিগন্যাল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব থাকবে কলকাতা বন্দরের ওপর, তবে টার্মিনালের পরিচালনা, বিপণন ও সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব থাকবে বেসরকারি অপারেটরের ওপর। নির্দিষ্ট পারফরম্যান্স বেঞ্চমার্ক হিসেবে বছরে কমপক্ষে ১৫ লক্ষ টন রেল ট্রাফিক নিশ্চিত করতে হবে অপারেটরকে। নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছতে না পারলে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

বন্দর চেয়ারম্যান রথেন্দ্র রমণ জানিয়েছেন, ভারতের ন্যাশনাল লজিস্টিক্স রূপান্তরের জন্য বন্দর ও রেলের মধ্যে সমন্বয় অত্যন্ত জরুরি। তিনি জানান, পোর্ট রেল লিঙ্ক এক্সপ্রেস বর্তমানে হলদিয়া ও কলকাতার মধ্যে মাসে ৪৫টি রেক পরিচালনা করছে, প্রতিটি রেক প্রায় ৯০টি কনটেইনার বহন করে। পাশাপাশি, ২০২৬ সালের মার্চের মধ্যে বন্দরের ২৫ শতাংশ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশ বিদ্যুৎ চাহিদা সৌরশক্তি থেকে পূরণ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

বাসন্তী হাইওয়েতে পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু পুলিশ আধিকারিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাঙড়: ফের পথদুর্ঘটনা বাসন্তী হাইওয়েতে। এবার এই পথদুর্ঘটনাযর শিকার কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিকের। বাসন্তী হাইওয়ের মাধবপুর থানার বৈরামপুর এলাকার ঘটনা। ভাঙড় ডিভিশনের ডিসি অফিসে কর্মরত ছিলেন এএসআই শাহাবুদ্দিন বিশ্বাস। কাজ শেষে কলকাতার দিকে ফেরার পথে বাসন্তী হাইওয়ে দিয়ে যাওয়ার সময় ইট বোঝাই এক লরির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। সেই ঘটনায় লরির চাকার তলায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় ওই অফিসারের। ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভাঙড় ডিভিশনের ডিসি সৈকত ঘোষ সহ পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে আসেন। এরপর মৃতদেহ উদ্ধার করে নলমুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে যানজট সৃষ্টি হয় বাসন্তী হাইওয়েতে।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, ত্রিশবিঘা, মগরা,হুগলী নিবাসী **১)শ্রীমত্যা বৈশাখী দাস , ২) শ্রী অর্ণব কুমার দাস** , ১ এর স্বামী ও ২এর পিতা - মৃত জয়ন্ত কুমার দাস, **৩) শ্রী দীপঙ্কর দাস**, পিতা - মধুসূদন দাস, **৪) শ্রী শুভঙ্কর দাস, ৫) ভাস্কর দাস,** ৪ ও ৫ নং পিতা - মৃত কৃষ্ণচন্দ্র দাস মহাশয়া ও মহাশয়গণ (A.D.S.R. CHINSURAH) অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-৯৫৪১/২০২৩ নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে আমার মক্কেল **শ্রী হরিশঙ্কর পাল** , পিতা - শ্রী হরিনারায়ণ পাল , সাকিম - আদিসপ্তগ্রাম, মগরা, হুগলী, পিন - ৭১২১৪৮, মহাশয়কে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। **তপশীল** - জেলা - হুগলী, থানা - মগরা , মৌজা - ত্রিশবিঘা, জে. এল. নং - ৫০, হাল এল.আর. ৩৯, ১৮৬, ৫০৩, ৫০৪, ১০৯৩ ও ১২৯২, নং খতিয়ানভুক্ত , আর.এস. ও হাল এল.আর ২৩ নং দাগে পুকুর জমির পরিমান ২১.৩৬ শতক সম্পত্তি আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল তাহার প্রাপ্ত সম্পত্তিটি বিক্রয় করিবার ঘোষণা করিলে ৫৫/বি শিবপুর বাই লেন(স্বাধীন কলোনী) নিবাসী **আফতাব আলম,** পিতা - আকতার হোসেন মহাশয় আমার মক্কেলের প্রাপ্ত ২১.৩৬ শতক সম্পত্তি মধ্যে ৪ কাঠা ৫ ছটাক বা ৭.১১৫৬ শতক সম্পত্তি খরিদ করিতে ইচ্ছুক হন ও আমার মক্কেল (A.D.S.R. CHINSURAH) অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-০৯৩৬৬/২০২৫ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিলে বিক্রয় করেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **আফতাব আলম** তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন বা নাম খারিজ করিবার জন্য **বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে** আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),** জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

পঃ বঃ সরকারের ভূমি দপ্তরের মেমো নং-১০০০-১৫/২২/২০২৪-এর গত ইং- ২৭.০২.২০২৪ তারিখের আদেশ মূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি হইতেছে যে, আমরা ১) শ্রী অভিষেক সাহা, পিতা- শ্রী অসীম সাহা, ২) শ্রীমতি মিলি প্রামানিক, স্বামী- শ্রী বিশ্বনাথ প্রামানিক, ৩) শ্রীমত্যা সুমতিরানী পাল, স্বামী- মৃত অসিত কুমার পাল, ৪) শ্রী অর্ণব সরকার, পিতা- শ্রী গুনেন্দ্রপ্রসাদ সরকার, জেলা- নদীয়া, থানা-কোতয়ালীর অধীন ৯২নং কৃষ্ণনগর মৌজার আর.এস. ১২৩১৩ নং এল.আর. ৪৬৭,১৫৪৭ নং খতিয়ানভুক্ত আর.এস. ৩৪৪৮ নং এল.আর. ৫৬৮০ নং দাগে মোট ০.০৮০৬ একর বা ০৮.০৬ শতক সম্পত্তি (যাহা কৃষ্ণনগর পৌরসভার ১৪নং ওয়ার্ডের নেদিয়ারপাড়া রোডস্থিত ১৩৭ হোল্ডিংভুক্ত সম্পত্তি হইতেছে) গত ইংরাজী-২৮.০৮.২০১৭ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৬৪৩১/২০১৭ নং রেজিষ্টিকৃত একখানি আমমোক্তারনামা দলিল বলে মূল মালিক ১) শ্রী আদিত্য ব্যানার্জী, পিতা- মৃত অনুপম ব্যানার্জী, সাং- নেদিয়ারপাড়া, পোঃ - কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়া, পিন নং-৭৪১১০১, ২) শ্রী অনিমেষ ব্যানার্জী, পিতা- মৃত উমাপদ ব্যানার্জী, সাং- নেদিয়ারপাড়া, পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা কোতয়ালী, জেলা নদীয়া, পিন নং-৭৪১১০১ -এর দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়া আমরা অভিষেক সাহা, মিলি প্রামানিক, সুমতিরানী পাল, অর্ণব সরকার গত ইং-১০.০১.২০২৪ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-৩৩৪/২৪ নং একখানি বিক্রয় কোবালা দলিল বলে শ্রী শ্রীকান্ত নাথ, পিতা- মৃত সুধীর কুমার নাথ, সাং- চ্যাটার্জী বাড়ী লেন, পোঃ - কৃষ্ণনগর, থানা কোতয়ালী, জেলা নদীয়া, পিন নং-৭৪১১০১-কে জেলা নদীয়া, থানা- কোতয়ালীর অধীন ৯২নং কৃষ্ণনগর মৌজার আর.এস. ১২৩১৩নং এল.আর. ৪৬৭ নং খতিয়ানভুক্ত আর.এস. ৩৪৪৮ নং এল.আর. ৫৬৮০ নং দাগে ০.০১৩৪ একর বা ০১.৩৪ শতক এবং আর.এস. ১২৩১৩ নং এল.আর. ১৫৪৭ নং খতিয়ানভুক্ত আর.এস. ৩৪৪৮ নং এল.আর. ৫৬৮০ নং দাগে ০.০২৬৬ একর বা ০২.৬৬ শতক, আর.এস. ১২৩১৩ নং এল.আর. ৪৬৭ নং খতিয়ানভুক্ত আর.এস. ৩৪৪৮ নং এল.আর ৫৬৮০ নং দাগে ০.০০১৩ একর বা ০.১৩ শতক, একুনে মোট ০.০৪১৩ একর বা ০৪.১৩ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দখল প্রদান করি। একণে শ্রী শ্রীকান্ত নাথ স্থানীয় কৃষ্ণনগর -১ বি.এল.এণ্ড এল.আর.ও অফিসে নামপত্তন করিবে। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ হইতে ০৭ দিনের মধ্যে স্থানীয় বি.এল.এণ্ড এল.আর.ও অফিসে আপত্তি জানাইবেন অথবা আমার বরাবর লিখিত আবেদন করিবেন।

Prasenjit Das, Advocate,
Krishnanagar Judges' Court, Nadia

সেট পরীক্ষার্থীদের জন্য বাড়তি মেট্রো পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য যোগ্যতা পরীক্ষা দেওয়া পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে রবিবার, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ এ বাড়তি মেট্রো চালানোর ঘোষণা করল মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। সাধারণত রবিবার দেরিতে পরিষেবা শুরু হলেও, সেদিন সকাল ৭টা থেকেই ব্লু লাইন ও গ্রিন লাইনে যাত্রা করা যাবে। মেট্রোর বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সকাল ৭টা থেকে ৮টা পর্যন্ত দুই করিডরে ২০ মিনিট অন্তর এবং ৮টা থেকে ৯টা পর্যন্ত ১৫ মিনিট অন্তর ট্রেন চলবে। ব্লু লাইনে দক্ষিণেশ্বর থেকে প্রথম ট্রেন ছাড়বে সকাল ৭টা, আর শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে প্রথম ট্রেন ধরতে পারবেন ৭টা ৩ মিনিটে। গ্রিন লাইনে হাওড়া ময়দান ও সল্টলেক সেক্টর, ফাইভ থেকেও প্রথম সার্ভিস শুরু হবে সকাল ৭টায়। এরপরে সকাল ৯টা থেকে দুই লাইনে স্বাভাবিক রবিবারের সময়সূচি অনুযায়ী ট্রেন চলবে। বিশেষ পরিষেবার ফলে ব্লু লাইনে সেদিন মোট ১৪৪টি ট্রেন (৭২ আপ, ৭২ ডাউন) চালানো হবে; যা সাধারণ দিনের তুলনায় উল্লেখ যোগ্যভাবে বেশি। গ্রিন লাইনে থাকছে ১১৮টি পরিষেবা (৫৯ আপ, ৫৯ ডাউন), যেখানে সাধারণত ১০৪টি ট্রেন চলে। হলুদ লাইনে সেদিন পরিষেবা স্বাভাবিক থাকলেও, পার্পল লাইন ও অরেঞ্জ লাইনে কোনও মেট্রো চলবে না; এও জানানো হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে। পরীক্ষার দিনে ভোর থেকেই বাড়তি মেট্রো চালু হওয়ায় বহু পরীক্ষার্থীই বড় স্বস্তি পাবেন; এমনই আশা কর্তৃপক্ষের।

রাজ্যে এনুমারেশন পর্বে রেকর্ড ডিজিটাইজেশন, কলকাতায় সবচেয়ে পিছিয়ে উত্তর অংশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়ার মাঝে প্রকাশিত হল জেলাভিত্তিক সর্বশেষ এসআইআর স্ট্যাটাস রিপোর্ট। ১২ ডিসেম্বর দুপুর ১২টার এই আপডেট স্পষ্ট করছে; এবারের এনুমারেশন পর্বে ডিজিটাইজেশনের হার যেমন উজ্জ্বল, তেমনই কয়েকটি জেলায় 'অকালেক্টেবল' বা যাচাই-অযোগ্য ফর্মের সংখ্যা উদ্বেগ বাড়িয়েছে নির্বাচন কর্তৃপক্ষের। মোট ৭,৬৬,৩৭,৫২৯ ভোটারের মধ্যে ৯২.৪১ শতাংশ এনুমারেশন ফর্ম ডিজিটাইজ হয়েছে; যা এবারের সংশোধন প্রক্রিয়ার অন্যতম সাফল্য। সবচেয়ে চমকপ্রদ ফল এসেছে পূর্ব মেদিনীপুরে; ডিজিটাইজেশন হার ৯৬.৬৯ শতাংশ। কাছাকাছি রয়েছে কালিম্পং (৯২.১৬ শতাংশ), উত্তর দিনাজপুর (৯২.৬৫ শতাংশ), কোচবিহার (৯৫.৪৫ শতাংশ), দার্জিলিং (৯০.৫৪ শতাংশ), নদিয়া (৯৫.১ শতাংশ) সহ একাধিক জেলা।

কিন্তু ব্যতিক্রম দু'টি; কলকাতা উত্তর মাত্র ৭৪.০৭ শতাংশ ফর্ম ডিজিটাইজ, যা রাজ্যের সবচেয়ে কম। কলকাতা দক্ষিণ ৭৬.১৭ শতাংশ, দ্বিতীয় সর্বনিম্ন। নির্বাচন কমিশনের মতে, মহানগর এলাকার ঘন বাসস্থান, বারবার ঠিকানা বদল এবং অনুপস্থিত পরিবারের সংখ্যা বেশি হওয়ায় শহুরে ডিজিটাইজেশন গড় স্বাভাবিকের তুলনায় কম। রাজ্যজুড়ে মোট ৫৮,১৭,৮৫১ ফর্মকে 'অকালেক্টেবল' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে; হার ৭.৫৯ শতাংশ। সবচেয়ে গভীর সংকট দেখা দিয়েছে; কলকাতা উত্তর ৩,৯০,৫৫৭ (২৫.৯৩ শতাংশ) কলকাতা দক্ষিণ ২,১৬,২০৭ (২৩.৮৩ শতাংশ), হাওড়া ৪,৪৭,২৪০ (১০.৮০ শতাংশ), দক্ষিণ ২৪ পরগনা ৮,১৬,০৪৭ (৯.৪৯ শতাংশ)। অন্যদিকে নজির সৃষ্টি করেছে দক্ষিণ দিনাজপুর, যেখানে অকালেক্টেবল মাত্র ৬.০৮ শতাংশ, আর পূর্ব মেদিনীপুরে মাত্র ৩.৩১ শতাংশ। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ডিজিটাইজেশন ও অকালেক্টেবল মিলিয়ে মোট কাভারেজ ৯৯.৯৭ শতাংশ, যা পুরো রাজ্যে সর্বোচ্চ। এই জেলার প্রশাসনিক মাঠপর্যায়ের তৎপরতাকেই কৃতিত্ব দিচ্ছেন কমিশনের আধিকারিকরা।

রাজ্যের পঞ্চায়েতগুলির কাজের গুণমান উন্নতি করতে বিশেষ নজর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির কাজের গুণমান উন্নত করতে এবার বার্ষিক মূল্যায়নে অনুত্তীর্ণ পঞ্চায়েতগুলির দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে পঞ্চায়েত দপ্তর। সদ্য প্রকাশিত ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের মূল্যায়ন রিপোর্টে দেখা গেছে, রাজ্যের মোট ৫২৫টি পঞ্চায়েত বিভিন্ন কারণে অনুত্তীর্ণ হয়েছে। সাতটি বিভাগের ভিত্তিতে এই মূল্যায়ন হয়েছে, যার মধ্যে যে কোনও একটি বিভাগে খারাপ ফল করলেই সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতকে অনুত্তীর্ণ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

এখন থেকে এই অনুত্তীর্ণ পঞ্চায়েতগুলির জন্য আলাদা করে 'গাইড' নিয়োগ করবেন জেলার সংশ্লিষ্ট আধিকারিকেরা। প্রকল্প কো-অর্ডিনেটররা নজর দেবেন কোথায় কাজ আটকে আছে, বরাদ্দ খরচ হচ্ছে না কেন, এবং কীভাবে ভবিষ্যতে কার্যকারিতা বাড়ানো যায়। ইতিমধ্যেই জেলার প্রশাসনকে চিঠি দিয়ে এই নির্দেশ জানিয়েছে দপ্তর। এই পরিস্থিতিতে প্রতিটি অনুত্তীর্ণ পঞ্চায়েতে জেলা আধিকারিকদের অন্তত দু'টি বৈঠক করতে হবে। মাঠপর্যায়ে সমস্যা চিহ্নিত করে তার বিস্তারিত রিপোর্ট আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে দপ্তরে পাঠাতে হবে। শুধু ফেল করা পঞ্চায়েত নয়, ৭০-এর নিচে নম্বর পাওয়া আরও প্রায় ১০০টি পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রেও 'গাইড' হিসাবে কাজ করবেন জেলা আধিকারিকেরা।

রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রবিবার বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: রবিবার, ১৪ ডিসেম্বর সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত দ্বিতীয় হুগলি সেতুর দু'টি লেন সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। সেতুর স্টে কেবল ও বেয়ারিং-সহ গুরুত্বপূর্ণ অংশের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতি চলবে, তাই এ সময়ে কোনও যানবাহন চলাচল করতে পারবে না। কলকাতা পুলিশ ও হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্স যৌথভাবে এই কাজ করছে। পুলিশের নির্দেশিকা অনুযায়ী, পশ্চিমমুখী যানবাহন এজিসি বোস রোড বা কেপি রোড থেকে হেস্টিংস ক্রসিং, সেন্ট জর্জেস রোড ও স্ট্যান্ড রোড হয়ে হাওড়া ব্রিজ ব্যবহার করবে। পূর্বমুখী গাড়ি সিজিআর রোড বা বিবেকানন্দ সেতুর পথ ধরে আসলেও হাওড়া ব্রিজে উঠবে। প্রয়োজনে অন্যান্য আর্টেরিয়াল রোড থেকেও যানবাহন ঘুরিয়ে নেওয়া হবে। শহরবাসীকে ট্রাফিক জ্যামে পড়া এড়িয়ে চলার জন্য জরুরি প্রয়োজনে পথে বের হলে অতিরিক্ত ৩০ মিনিট সময় রাখতে বলা হয়েছে। অ্যাপ ক্যাব, বাস ও মালবাহী গাড়ির চালকদের বিশেষভাবে এই নির্দেশিকা মানতে হবে।

এবার রাজারহাটে খুলল হাওড়ার সালকিয়ার শতাব্দীপ্রাচীন মিষ্টির দোকান ব্রজনাথ'স

নিজস্ব প্রতিবেদন, রাজারহাট: হাওড়ার ঐতিহ্য এবার রাজারহাটে। রাজারহাটে পথ চলা শুরু হল হাওড়ার সালকিয়ার শতাব্দী প্রাচীন মিষ্টির দোকান ব্রজনাথস এর। বাংলার মিষ্টিকে বিশ্বজনীন করেছে ব্রজনাথ গ্র্যান্ড সন্স। ভাইফোঁটা হোক বা রাখি, জামাইষষ্ঠী হোক বা বিজয়া বাঙালির কাছে মিষ্টির সেরা ডেস্টিনেশন ব্রজনাথস। এবার থেকে রাজারহাটবাসীকে ব্রজনাথস এর মিষ্টি খেতে হাওড়ার সালকিয়া বা লর্ডসের মোড়ে যেতে হবে না, হাতের কাছেই পেয়ে যাবেন মন মাতানো মিষ্টি। রাজারহাটের দোকানে ব্রজনাথের বিখ্যাত রাবড়ি-দইবড়া তো মিলবেই সঙ্গে পাওয়া যাবে স্পেশ্যাল কেকও। ট্রাডিশনাল থেকে ফিউশন মিষ্টি তো আছেই। সঙ্গে থাকছে তাদের বিখ্যাত রসগোল্লা। বাংলার যে ক'টা মিষ্টি প্রস্তুতকারী সংস্থা রসগোল্লায় জিআই ট্যাগ পেয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম হাওড়ার সালকিয়ার প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার ব্রজনাথ গ্র্যান্ড সন্স। ভূতের রাজার বর পাওয়া না গেলেও, ব্রজনাথের মিষ্টি ঠিকই পাওয়া যাবে।

স্বাধীনতার অনেক আগে প্রতিষ্ঠা। বংশ পরম্পরায় চলছে এই ব্যবসা। ক্রেতাদের সুবিধের কথা মাথায় রেখেই দক্ষিণ কলকাতায় লর্ডসের মোড়েও আউটলেট খুলেছে ব্রজনাথস এবার পথ চলা শুরু রাজারহাটে। ট্রাডিশনাল মিষ্টির সঙ্গেই আধুনিকতার মিশেলে ফিউশন মিষ্টি, কী নেই ব্রজনাথের মিষ্টির ভাণ্ডারে! জিআই পাওয়া রসগোল্লার মতোই বিখ্যাত হাওড়ার সালকিয়ার এই দোকানের রাবড়ি। ব্রজনাথের রাবড়ি খায়নি, এমন মিষ্টিপ্রেমী খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। মেশিনের যুগেও এখনও হাতে গড়া রাবড়িই তৈরি হয় ব্রজনাথের দোকানে। সংস্থার কর্ণধার অভিজিৎ দাস বলেন, রসমালাই কেক, গোলাপজামুন চিজ কেক সবই পাওয়া যায়। শরীর সচেতন মানুষের জন্যেই এবারের জিরো ক্যালোরি মিষ্টি তৈরি করে তাকে লাগিয়ে দিয়েছে সালকিয়ার মিষ্টি প্রস্তুত সংস্থা।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ২৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ শনিবার

পার্ক সার্কাস ময়দানে সার্কাসের আয়োজনে মামলা দায়ের আদালতে

মামলাকারীকে হলফনামা জমা করার নির্দেশ ডিভিশন বেঞ্চের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পার্ক সার্কাস: এক দশকেরও বেশি সময় পর পার্ক সার্কাস ময়দানে আয়োজিত হতে চলেছে সার্কাস। সম্প্রতি ময়দানে এই শো আয়োজনের জন্য অনুমোদন দেয় কলকাতা পুরসভা। এরপরই এই অনুমোদন নিয়ে জল গড়াল হাইকোর্টে। আদালত সূত্রে খবর, দূষণের যুক্তিকে সামনে রেখে পার্ক সার্কাস ময়দানে সার্কাস আয়োজনের বিরোধিতায় দায়ের হয়েছে জনস্বার্থ মামলা। শুক্রবার সেই মামলাই ওঠে কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চে। প্রসঙ্গত, গত পয়লা ডিসেম্বর পার্ক সার্কাস ময়দানের একদিকে সার্কাস আয়োজনের অনুমতি দেয় কলকাতা পুরসভা। শেষবার পার্ক সার্কাসে সার্কাস আয়োজন হয়েছিল ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে। তারপর মা এবং এজেসি বোস উড়ালপুলের সংযোগের কাজে জেরে অনুমতি দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। অবশেষে এক দশক পর সার্কাস ফেরার সম্ভাবনা দেখা

দিতেই মামলা দায়ের আদালতে।

মামলাকারীর যুক্তি, এর আগে কলকাতা বইমেলা ময়দান থেকে দূষণের কারণে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে পার্ক সার্কাস ময়দানে করার পরিকল্পনা হয়েছিল। কিন্তু সেখানেও দূষণের যুক্তিতে মামলা হয় হাইকোর্টে। ২০০৮ সালে এই মামলার রায়ে হাইকোর্ট দূষণের যুক্তিতে মান্যতা দেওয়ায় বইমেলা সরে যায়। আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল, দূষণ পর্ষদের বিধি না মেনেই পুরসভা অনুমতি দিয়েছিল। এবার সেই মাঠেই কেন সার্কাস তা নিয়েই উঠল প্রশ্ন।

এদিন এজলাসে পার্ক সার্কাস ময়দানে সার্কাসের জন্য অনুমোদন দেওয়ার কথা স্বীকার করেছে কলকাতা পুরসভা। তবে সেই অনুমোদন দূষণবিধি না মেনে কিনা তা এখনও জানা যায়নি। অন্যদিকে, পুরসভার স্বীকারোক্তি শুনে মামলাকারীর পক্ষের আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়কে এই মর্মে একটি হলফনামা জমা দিতে বলেছে হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। মামলাকারী ঠিক কী কী চান, সেটাই জানতে চেয়েছে হাইকোর্ট। আগামী বুধবারের মধ্যেই জমা দিতে হবে এই হলফনামা।

রাজ্যকে অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে সরকার: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উত্তর কলকাতার মানিকতলা বিধানসভায় দলীয় কার্যালয়ের উদ্বোধনে শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তোপ দাগলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বক্তব্য, রাজ্যের সরকার উন্নয়ন নয়, একের পর এক বদল আর বর্জ্য তৈরি করছে। মানুষের জীবনযাত্রাকে এমন জায়গায় নামিয়ে এনেছে, যেখানে স্বাভাবিক রাজনৈতিক পরিবেশও বিপন্ন। শুভেন্দুর দাবি, বাংলার গৌরবযাত্রা থমকে দাঁড়িয়েছে সরকারের 'স্বেচ্ছাচারিতায়'। তিনি বলেন, একদিন বাংলার শিল্প থেকে সংস্কৃতি; সব ক্ষেত্রেই প্রথম হওয়ার গর্ব আমরা বহন করতাম। আজ পনেরো বছরের অপশাসনে সেই ঐতিহ্যকে নির্মমভাবে ধ্বংস করা হয়েছে। ভোটের প্রাক্কালে কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রয়োজনীয়তাও স্পষ্ট করেছেন তিনি। তাঁর কথায়, যখনই তৃণমূলের স্বার্থে আঘাত লাগে, তখনই প্রশাসনের নির্লজ্জ পক্ষপাত সামনে আসে। মানুষ যাতে ভোট দিতে পারে, তার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনী অপরিহার্য। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কলকাতার ওয়ার্ডভিত্তিক ফলাফলের প্রসঙ্গ তুলে শুভেন্দু বলেন, বহু ওয়ার্ডে

ভোট লুঠ করেও শাসকদল সামান্য ব্যবধানে এগোতে পেরেছে। মানিকতলা ও আশপাশের ওয়ার্ডের ফলাফল নিয়ে তিনি কটাক্ষ করেন; হাজার হাজার ভোটের কথা বলা হলেও বাস্তবে ব্যবধান কয়েক হাজারেই আটকে রয়েছে। ভোটের পরিবেশ যদি স্বচ্ছ হত, সত্যিটা আরও পরিষ্কার হয়ে যেত। চিকেন প্যাটিস বিতর্কে অভিযুক্তদের পাশে থাকার দাবি করেও শাসকদলকে কটাক্ষ করেন শুভেন্দু। তাঁর বক্তব্য, আমি শুধু ক্যামেরার সামনে দাঁড়াই না। সকাল থেকে রাত; আইনি সাহায্য থেকে জামিন, সব ব্যবস্থা করেছি। মতুয়া, সংখ্যালঘু ও সীমান্তবর্তী এলাকার রাজনৈতিক সমীকরণ নিয়েও শাসকদলকে কঠোর আক্রমণ শানান তিনি। নিজেদের গড় অঞ্চলে পর্যন্ত জেতার ক্ষমতা নেই, বলে বিরোধী দলনেতার অভিযোগ। শেষে শুভেন্দুর হুঁশিয়ারি, মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছে ক্ষোভ। এবার আর ভয় দেখিয়ে, প্রশাসন দিয়ে, গায়ের জোরে কিছুই আটকানো যাবে না। বাংলার মানুষ নিজেরাই বদলের জবাব লিখতে প্রস্তুত।

সুকান্তর তীব্র আক্রমণ

■ তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক কর্মসূচি মানেই দুর্নীতির জমায়েত, এই অভিযোগ ফের তুলে রাজনৈতিক পরিস্থিতি তপ্ত করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। শুক্রবার এক্স-এ পোস্ট করা ১ মিনিট ৩৭ সেকেন্ডের একটি ভিডিও শেয়ার করে তিনি লিখলেন, তৃণমূলের সভা-সম্মেলন আর চোর, বাটপারদের মহাসম্মেলন আজ কার্যত একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুকান্তের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক জনসভায় উপস্থিত এক মহিলার গলার সোনার হার মুহূর্তে উধাও হয়ে যায়। পোস্টে তিনি ব্যঙ্গ ছুড়ে লিখেছেন; সভাস্থলে থাকা 'দক্ষ' কোনও চোর নিখুঁত কায়দায় হার তুলে নিয়েছে, অথবা সোজাসুজি ছিনতাইও হতে পারে। আর তার ফলেই অসহায় সেই মহিলার কাছে রয়ে গিয়েছে শুধু কান্না। এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে আরও কড়া সুরে তিনি লেখেন, ভোট লোকসান থেকে চাকরি চুরি, রেশন দুর্নীতি থেকে যুবসমাজের ভবিষ্যৎ লুঠ, সব ক্ষেত্রেই তৃণমূলের নেতারা দিনের আলোয় অপরাধকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। আর সেই সংস্কৃতির মূল উৎস, মুখ্যমন্ত্রীর আশ্রয়-প্রশ্রয়ই। সুকান্তের কথায়, এই হার চুরি তুচ্ছ ঘটনা। কারণ, বাংলার বৃহত্তর ক্ষতি প্রতিদিন হচ্ছে; চুরি, দুর্নীতি, ভয় দেখানো আর দুষ্কৃতী রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামোই এখন তৃণমূল সরকারের পরিচয়পত্র।

ভবানীপুরে রেকর্ড নাম বাদ!

■ পশ্চিমবঙ্গে এনুমারেশন পর্ব শেষ হতেই সামনে এল বিস্ফোরক পরিসংখ্যান। বৃহস্পতিবার কমিশন জানায়, চলতি বিশেষ সংশোধন পর্ব শেষে রাজ্যের খসড়া ভোটার তালিকা থেকে মোট ৫৮ লক্ষ ৭৭ হাজার ৮৫১ জনের নাম বাদ পড়তে চলেছে; যা মোট তালিকার ৭.৫৯ শতাংশ। বিশেষ নজর কাড়ছে ১৫৯ ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্র। এলাকার মোট ২,০৬,২৯৫ ভোটারের মধ্যে মাত্র ১,৬১,৫০৯ জনের (৭৮.২৯ শতাংশ) ফর্ম ডিজিটাইজ হয়েছে। খসড়া তালিকা থেকে শুধুমাত্র ভবানীপুরেই বাদ যাচ্ছে ৪৪,৭৮৭ জন; যা ২১.৭১ শতাংশ, রাজ্যের গড়ের প্রায় তিনগুণ। কারা বাদ পড়ছেন সবচেয়ে বেশি? কমিশনের বিশদ তালিকা বলছে, মৃত ভোটার ১০,৮৯৭ (৫.২৮ শতাংশ), নিখোঁজ ১৯,৪৭১ (৯.৪৪ শতাংশ), স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত ১২,৫৪৭ (৬.০৮ শতাংশ), ডুপ্লিকেট ১,০৯৭, অন্যান্য কারণ ৭৭৫। তালিকায় অনিয়ম, ডুপ্লিকেশন ও ত্রুটির পরিমাণ এবার বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছে কমিশন। ফলে বাদ পড়ার সংখ্যাও নজিরবিহীন। রাজ্যজুড়ে যাচাইকৃত তথ্যের ভিত্তিতে ১৬ ডিসেম্বর প্রকাশিত হবে খসড়া ভোটার তালিকা।

মুখ্যমন্ত্রীকে খোঁচা শমীকের

■ কোভিড টিকা থেকে প্রশাসনিক সংস্কার; সব ক্ষেত্রেই উদ্ভাবনমূলক সংস্থাগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে সেই প্রসঙ্গ টেনে শমীক ভট্টাচার্য তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন। তাঁর অভিযোগ, এসআইআর এক সাংবিধানিক প্রক্রিয়া, যেখানে দেশজুড়ে রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও সহযোগিতা চলছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে শাসকদল নাকি ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা সৃষ্টি করছে। শমীকের কথায়, জাতীয় স্বার্থ, নিরাপত্তা আর মৌলবাদ রুখতে প্রশাসনিক পরিশুদ্ধির কাজ চলছে। পশ্চিমের বহু দেশ কাঠোর নীতি নিচ্ছে। আর এখানে মুখ্যমন্ত্রী এমন সব সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, যা সাধারণ মানুষের সমর্থন পাবে না, ক্ষোভ শমীকের। তিনি দাবি করেন, ভোটের অঙ্ক মাথায় রেখে তৃণমূল সরকার সীমান্ত-সুরক্ষা থেকে শুরু করে বিদেশি অনুপ্রবেশ; সব ক্ষেত্রেই আপস করছে। হাকিমপুর থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্থানে কয়েক হাজারের রিপোর্ট মিললেও, প্রকৃত সংখ্যা নাকি তার বহু গুণ বেশি; এমন ইঙ্গিতও দেন তিনি। রাজ্য জুড়ে বহু মৌলবাদী সংগঠন সক্রিয়।

বিএলওদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে রাজ্যকে তিন দফা প্রস্তাব রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিএলওদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে রাজ্যকে তিন দফা প্রস্তাব রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের। সম্প্রতি বিএলও নিরাপত্তা নিয়ে কমিশনকে পদক্ষেপ করতে বলেছিল সুপ্রিম কোর্ট। এই বিষয়ে কেন্দ্রের দায়বদ্ধতা রয়েছে বলেই পর্যবেক্ষণ শীর্ষ আদালতের। এবার সেই একই ইস্যুতে সরব হতে দেখা গেল রাজ্যপালকেও। এর পাশাপাশি বিএলওদের নিয়ে উদ্বেগও প্রকাশ করেন তিনি।

এই প্রসঙ্গে শুক্রবার লোকভবন তরফে একটি বিবৃতি জারি করে বিএলওদের নিরাপত্তার খাতিরে রাজ্যকে তিন দফা প্রস্তাব দিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে, যেহেতু বিএলও-রা গ্রাম থেকে শহর, সব স্তরে বুথ ভিত্তিক কাজ করেন, তাই জেলা প্রশাসনকে প্রতিটি বুথে উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। সঙ্গে এও বলা হয়েছে যে, এনুমারেশন ফর্ম বিতরণ পর্বে রাজ্য পুলিশকে প্রতিটি বুথে অন্তত বিএলওদের স্বার্থে যথাযথ পুলিশ কর্মী মোতায়েন করতে হত। একইসঙ্গে রাজ্যকে এটাও মনে করিয়ে দেন, বিএলওরা দিবারাত্র কাজ করেছেন। সেজন্য তাঁদের প্রয়োজনীয় সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদানে দায়িত্ব রাজ্যেরই।

এদিকে এসআইআর নিয়ে শেষ শুনানি পর্বে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, বিএলও-রা নিরাপত্তাজনিত কোনও অস্বস্তিতে পড়লে, তারা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এবং জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে অভিযোগ জানাতে পারে। বিএলওদের নিরাপত্তায় কমিশনকে অবশ্যই পদক্ষেপ করতে হবে। না হলে অরাজকতা তৈরি হতে পারে।

শুধু তা-ই নয়, বিএলও নিরাপত্তায় ৪ ডিসেম্বর রাজ্যগুলিকেও একাধিক নির্দেশ দিয়েছিল প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ। সুপ্রিম কোর্টে বিএলও প্রসঙ্গ উঠেছিল তামিল অভিনেতা বিজয়ের দল টিভিকের আবেদনে। তাঁদের দাবি ছিল, তামিলনাড়ুতে ৩০ থেকে ৪০ জন বিএলও-র মৃত্যু হয়েছে। আর এই মৃত্যুর জন্য দায়ী অতিরিক্ত কাজের চাপ। অবশ্য, সেই অভিযোগ মানতে চায়নি কমিশন। সেদিন শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল, এসআইআর-এর কাজের জন্য যদি ১০ হাজার বিএলও নিয়োগ করা যেতে পারে, তা হলে ৩০ হাজার বিএলও নিয়োগ করাও সম্ভব। তাতে চাপ কমবে।

বিএলও অ্যাপে শেষ মুহূর্তে নতুন ট্যাব, বিএলওদের মধ্যে অস্বস্তি!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: খসড়া তালিকা প্রস্তুতির ঠিক আগে বিএলও অ্যাপে যুক্ত হল নতুন 'রিভেরিফাই লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' ট্যাব। নির্বাচনী কর্মসূচির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধাপ শেষ হওয়ার সময়ে এই হঠাৎ আপডেটে বিস্মিত হয়ে পড়েছেন বহু মাঠকর্মী। তাঁদের অভিযোগ, নিয়মিত বাড়ি-বাড়ি যাচাই, ডেটা আপলোড, নেটওয়ার্ক সমস্যা; সব সামলাতে গিয়ে যখন সময়ের চাপে কাজ চলছে, তখন অতিরিক্ত এই ধাপ যুক্ত হওয়ায় চাপ আরও বেড়ে গেল। কমিশনের বক্তব্য, নতুন ট্যাবটির উদ্দেশ্য ডেটার নির্ভুলতা বাড়ানো; ভোটার তথ্য মিলতে না চাইলে বা সন্দেহ থাকলে তা আবার যাচাই করার সুযোগ তৈরি করা। তবে বিএলওদের একাংশ মনে করছেন, শেষ মুহূর্তে 'একাদশতম পরিবর্তন' আনার ফলে মাঠপর্যায়ের কাজের গতি ব্যাহত হচ্ছে।

মেসি জ্বরে কাবু মহানগর, নিউ মার্কেটে বিক্রি মেসির জার্সি-পোস্টার-ছবি। *ছবি: অদিতি সাহা*

ভস্মীভূত রামগড় বাজারের প্রায় ৫০টি দোকান, ক্ষতি কয়েক লক্ষ টাকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণ কলকাতার বাঘাযতীনের রামগড় বাজারে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মুহূর্তের মধ্যে ছাই হয়ে গেল প্রায় ৫০টি দোকান। স্থানীয় সূত্রে খবর, রাত দেড়টার সময় আগুন লাগে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করে গোটা রামগড় বাজার।

আগুনের লেলিহান শিখা নজরে আসতেই স্থানীয়রা সঙ্গে সঙ্গে খবর দেন দমকলে। একের পর এক ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা শুরু করে। তবে বাজারের ঘিঞ্জি পরিবেশ এবং কাঠের কাঠামো থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টার চেষ্টার পর শুক্রবার ভোরের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। যদিও তখনও কিছু জায়গায় পকেট ফায়ার

থাকায় দমকল কর্মীরা কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন।

প্রাথমিক অনুমান অনুযায়ী, একটি দশকর্মার দোকানে শট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত। রাতারাতি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ায় কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ব্যবসায়ীদের মধ্যে হতাশা নেমে এসেছে।

ঘটনাস্থলে পৌঁছন স্থানীয় কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত ও বিধায়ক দেবব্রত মজুমদার। মেয়র ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গেও তাঁদের কথা হয়েছে। কাউন্সিলর জানান, প্রায় চল্লিশ বছরের পুরনো এই বাজারে ৪০,৫০টি দোকান রয়েছে। কোনও ব্যবসায়ীর বিমা না থাকায় ক্ষতিপূরণ ও পুনর্নির্মাণের জন্য সরকারের কাছে আর্জি জানানো হবে। বিধায়কও একই আশ্বাস দিয়েছেন।

সরকারি খাসজমির উপর তৈরি এই বাজারে বহু বছর ধরে ব্যবসা চালিয়ে আসছেন দোকানিরা। অগ্নিদগ্ধ বাজার চত্বর আপাতত ঘিরে রাখা হয়েছে। কেনাবেচা বন্ধ থাকায় স্থানীয়রাও বিপাকে। তবে প্রশাসনের আশ্বাস, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়াতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ইকো পার্কের নয়া আকর্ষণ, পর্যটকদের জন্য থাকবে ভিস্তাডোম ট্রেনের সফর

নিজস্ব প্রতিবেদন, নিউটাউন: নিউটাউনের ইকো পার্কে বেড়াতে আসা দর্শনার্থীদের জন্য যুক্ত হল নতুন আকর্ষণ। এবার থেকে তাঁরা উপভোগ করতে পারবেন ভিস্তাডোম কোচে চড়ে ঘোরার অভিজ্ঞতা। শীতের কুয়াশা ভেদ করে রোদ মেখে বেড়ানোকে আরও আনন্দদায়ক করতে পার্কের ভেতরে তৈরি হয়েছে দার্জিলিংয়ের ঘুম স্টেশনের রেপ্লিকা। সেখান থেকেই ছাড়ছে ভিস্তাডোম কোচ-সহ টয় ট্রেন।

বন্দে ভারত ট্রেনের মতো ৩৬০ ডিগ্রি ঘোরানো যায় এমন সিটে বসে যাত্রীরা কাচের জানলার বাইরে প্রকৃতির রূপ উপভোগ করতে পারবেন। শুধু প্রকৃতি নয়, ইকো পার্কের ভেতরে ছড়িয়ে থাকা বিশ্বের 'সেভেন ওয়ান্ডার্স'-এর রেপ্লিকাও দেখা যাবে এই সফরে।

ইকো পার্ক বরাবরই বড়দিন ও বর্ষবরণে ভিড়ে উপচে পড়ে। পরিবার নিয়ে ঘুরে দেখার জন্য এখানে রয়েছে নানা বিনোদনের ব্যবস্থা। বহুদিন ধরেই টয় ট্রেন চালু থাকলেও সেটি পাহাড়ি পথে চলা আসল টয় ট্রেন নয়, বরং রবার চাকা-ওয়ালা গাড়ির মতো রাস্তা দিয়ে চলে। আগে এসি ও নন-এসি; দু'ধরনের টয় ট্রেন চালু ছিল। এবার হিডকোর উদ্যোগে যুক্ত হল ভিস্তাডোম কোচের বিশেষ পরিষেবা।

৩ নম্বর গেটের ভিতরে তৈরি ঘুম স্টেশন থেকে ছাড়ছে এই ভিস্তাডোম ট্রেন। এর জন্য আলাদা টিকিট কাউন্টারও খোলা হয়েছে। একজনের ভাড়া নির্ধারিত হয়েছে ৩০০ টাকা। ৩ নম্বর গেট থেকে রওনা হয়ে ২ নম্বর গেট, তারপর ১ নম্বর গেট ঘুরে আবার ৩ নম্বর গেটেই শেষ হবে যাত্রা। পুরো সফরে সময় লাগবে ৪০-৪৫ মিনিট।

সিআইডি অফিসারের স্ত্রীকে অশালীন মন্তব্য, ধৃত অ্যাপ বাইকচালক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সিআইডি অফিসারের স্ত্রীকে অশালীন মন্তব্য, গালিগালাজ করার অভিযোগ উঠল অ্যাপ বাইক চালকের বিরুদ্ধে। সঙ্গে এও অভিযোগ, ওই অ্যাপ বাইক চালক মাঝ রাস্তায় তাঁকে নামিয়ে দেয়। এরপর এই ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হতে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ আটক করেছে অভিযুক্ত বাইকচালককে। এদিকে ওই সিআইডি আধিকারিকের স্ত্রীর অভিযোগ, তিনি প্রতিদিনের মতো শুক্রবারও অ্যাপের মাধ্যমে একটি বাইক বুক করেন। সেই বাইকে করেই তিনি সল্টলেকে কাজের উদ্দেশ্যে আসছিলেন। পাশাপাশি তিনি এও জানান, চিংড়িঘাটা এলাকার কাছে লোহাপুল পেরিয়ে নিজের কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন তিনি। অভিযোগ ওই বাইক চালক সেটা না করে অন্য জায়গায় নিয়ে যায়, সেখানে ওই মহিলাকে বাইক থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে তাঁকে গালিগালাজ, অশালীন মন্তব্য এবং হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এরপরেই ওই মহিলা পাশেই কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশকে জানান। খবর যায় বিধাননগর দক্ষিণ থানায়, বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ তড়িঘড়ি ওই যুবককে আটক করে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ। এই ঘটনায় অ্যাপ বাইক চালকদের কাছে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে হার মানিয়েছে, নৈহাটিতে যুবক পেটানোর ঘটনায় প্রতিক্রিয়া অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বৃহস্পতিবার দুপুরে নৈহাটির গৌরীপুরে তৃণমূলের কার্যালয়ে প্রিন্স যাদব নামে এক যুবককে বেদম প্রহার করার অভিযোগ উঠেছে একদল স্থানীয় যুবকের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার পর কয়েকমাস আগের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। সেই ভিডিওতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে প্রকাশ্যে এক যুবককে রাস্তায় ফেলে অনবরত বাঁশ দিয়ে পেটাচ্ছে কয়েকজন যুবক। আর সেই দৃশ্য লোকজন ভিড় করে উপভোগ করছেন। যদিও এই ভাইরাল ভিডিও-র সত্যতা যাচাই করেনি 'একদিন'। এপ্রসঙ্গে শুক্রবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, নৈহাটিতে রোজই মারপিট হচ্ছে। কিন্তু বৃহস্পতিবার যা ঘটেছে, তা মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে হার মানিয়েছে। তাঁর অভিযোগ, জমিটা কে বেচবে, সাংসদের লোক বেচবে, নাকি চেয়ারম্যানের লোক কিংবা বিধায়কের লোক বেচবে। এই জমি-জায়গা বিক্রি নিয়েই নৈহাটিতে মারপিট হচ্ছে। ব্যারাকপুরের বর্তমান সাংসদকে নিশানা করে পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতা অর্জুন সিং বলেন, পার্থ ভৌমিক একজন নাটকবাজ। নৈহাটির মানুষকে উনি বোকা বানিয়েছেন এবং ভুল বুঝিয়েছেন। এখন সেটা নৈহাটির মানুষও বুঝতে পারছেন। তাঁর সংযোজন, পার্থ ভৌমিক গুন্ডারাজ খতম করার কথা বলেছিলেন। অথচ উনি গুন্ডাদের নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তিনি আরও বলেন, পুরসভায় সাংসদ থেকে শুরু করে পুরপ্রধান ও বিধায়কের অফিস আছে। সেখানে কোনও ভদ্রলোককে এঁদের সঙ্গে দেখা করতে যায় না। প্রাক্তন সাংসদের কথায়, পুরসভার উল্টোদিকে রয়েছে তৃণমূলের পার্টি অফিস। সেখানে পুরপ্রধান অশোক চ্যাটার্জি বসেন। রাত ন'টার পর ওই অফিসে কেউ দেখাই করতে যায় না। তাঁর দাবি, পুরপ্রধানকে সরাতে চাইছেন পার্থ ভৌমিক। আর পুরপ্রধান অভিষেকের কাছে টাকা পৌঁছে পদ আকড়ে রাখছেন। বড়মার মন্দির কার দখলে থাকবে, তা নিয়েও রেষারেষি চলছে। উল্লেখ্য, নৈহাটির গৌরীপুর চৌমাথায় তৃণমূলের কার্যালয়ে ঢুকিয়ে এক যুবককে এলোপাথাড়ি পেটানোর অভিযোগ উঠেছে একদল যুবকের বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে ঘিরে রীতিমতো শাসকদলের

গোষ্ঠী কোন্দল প্রকাশ্যে এসেছে। হাজিনগরের বাসিন্দা প্রিন্স যাদব নামে ওই যুবককে পেটানোর ঘটনায় পুলিশ মাত্র দু'জনকে পাকড়াও করেছে। যদিও বাকিরা এখনও অধরা। ধৃতদের নাম রাজু যাদব ও অনুপ যাদব। নৈহাটিতে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য নিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, নৈহাটিতে দুষ্কৃতীরা কার দিকে থাকবে। তা নিয়েই প্রতিযোগিতা চলছে। সাংসদের সঙ্গে কারা থাকবে। পুরপ্রধান এবং বিধায়কের সঙ্গে কারা থাকবে। আর দুষ্কৃতীরা দু'তিনদিকে পা রেখে মজা নিচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, দলীয় কার্যালয়ে ঢুকে কাউন্সিলরকে পেটাচ্ছেন বিধায়কের স্ত্রী। পুরসভার স্বাস্থ্য দপ্তরের ভাগাভাগি নিয়ে ওখানে মারপিট চলছে। প্রসঙ্গত, সাহিত্য সম্রাটের শহর এই নৈহাটি। শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা সময় এই নৈহাটির যথেষ্ট কদর ছিল। এখন সেই নৈহাটিতে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য ক্রমশ বাড়ছে বলে অভিযোগ। ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং অবশ্য দাবি করেছেন, বর্তমানে নৈহাটি কোনও অংকেই শান্তিপ্রিয় নয়। ওখানে গণপিটুনিতে লোক মরছে। ঠাকুরপাড়ায় তোলাবাজি নিয়ে খুনোখুনি হচ্ছে। গৌরীপুর জুটমিলের জমি নিয়ে গন্ডগোল হচ্ছে। নৈহাটি গ্রামীণ অঞ্চলে লুটপাট নিয়ে প্রধান ও উপ-প্রধানদের মধ্যে লড়াই চলছে। তাঁর দাবি, নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্র দুষ্কৃতীদের হাব। রাত ন'টার পর পুরসভার উল্টোদিকে তৃণমূলের কার্যালয়ে ভিড় জমায় বাংলাদেশি ও পাকিস্তানি দুষ্কৃতীরা। এমনকী বড়মার মন্দির ঘিরে ওখানে লুঠপাট চলছে। তাঁর কথায়, সাহিত্য সম্রাটের বসতভিটে নৈহাটি। অথচ সেই জায়গাটাকে এঁরা নষ্ট করে দিয়েছে।

সম্পাদকীয়

খসড়ায় বাদ পড়তে চলেছে ৫৮ লক্ষের বেশি নাম, কিন্তু কোথায় অভিযোগ

বৃহস্পতিবার রাত বারোটায় পশ্চিমবঙ্গে শেষ হল ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়া বা এসআইআরের প্রথম পর্ব। কমিশন জানিয়ে দিয়েছে রাত বারোটার পর বিএলও অ্যাপে আর কোনও ফর্ম আপলোড করা, বা সংশোধন করা বা কোনও পরিবর্তন করা যাবে না। গত ৪ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া এন্যুমারেশন ফর্ম বিতরণ, সংগ্রহ ও ডিজিটাইজেশনের দীর্ঘ প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। ১৬ ডিসেম্বর প্রকাশিত হবে খসড়া ভোটার তালিকা। শুক্রবার থেকে জমা পড়া ফর্মগুলির ক্রস চেকিং বা খতিয়ে দেখার কাজ চলবে খসড়া তালিকা তৈরি হওয়া পর্যন্ত। এই পরিস্থিতিতে সবার চোখই এখন কমিশনের তথ্যের দিকে। কমিশন থেকে পাওয়া সর্বশেষ পরিসংখ্যান বলছে, এ রাজ্যের খসড়া তালিকায় আটান্ন লক্ষেরও বেশি নাম বাদ পড়তে চলেছে। এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলেই জানা গিয়েছে। কমিশনের মতে বাদ পড়া এই সংখ্যার মধ্যে রয়েছে মৃত, অনুপস্থিত, স্থানান্তরিত, ডুপ্লিকেট বা একাধিক জায়গায় তালিকাভুক্ত ভোটাররা। যে নামগুলি তালিকায় রয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপরও সেগুলি তালিকায় রয়ে গিয়েছিল। এবার ছাঁকনিতে করে বাদ দেওয়া হল। এসআইআর হল সেই ছাঁকনি। কিন্তু মজার কথা। কমিশনের এই তথ্য সামনে আসার পরও এখনও পর্যন্ত কোথাও কোনও অভিযোগ উঠেছে বলে শোনা যায়নি। কোনও বৈধ ভোটার ফর্ম পাননি, বা তাঁর নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, এমন অভিযোগ করেছেন, শোনা যায়নি। রাজ্যের যে শাসক দলের নেতারা কর্মীদের বিএলওকে ম্যান মার্কিংয়ের নির্দেশ দিয়েছিল তারাও এখনও পর্যন্ত নীরব। তাদের বুথ লেভেলের কোনও কর্মী বা বিএলএ-২ রা কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ করেছেন। খবর নেই। কোনও বিএলও সম্পর্কেও শাসক দলের কোনও অভিযোগ নেই। তাহলে ধরে নিতে হবে, যে আটান্ন লক্ষের নাম বাদ পড়তে চলেছে তা এতদিন অবৈধ ভাবেই রয়ে গিয়েছিল তালিকায়। যা সরানোর প্রয়োজন ছিল। আর কমিশন সেই কাজটাই করেছে। তাহলে কেন এত হইচই? এনআরসি হবে, ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেবে রব তুলে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখানো হল? পুরোটাই কি তাহলে রাজনৈতিক কৌশল? নাকি আটান্ন লক্ষ নাম বাদ পড়ার জ্বালা? কারণ, কেনা জানে ভোটার তালিকার এই ভুতুড়ে নামগুলি ভোটের সময় কাদের কী কাজে লাগে!

শব্দছক ১২

রবি দাস

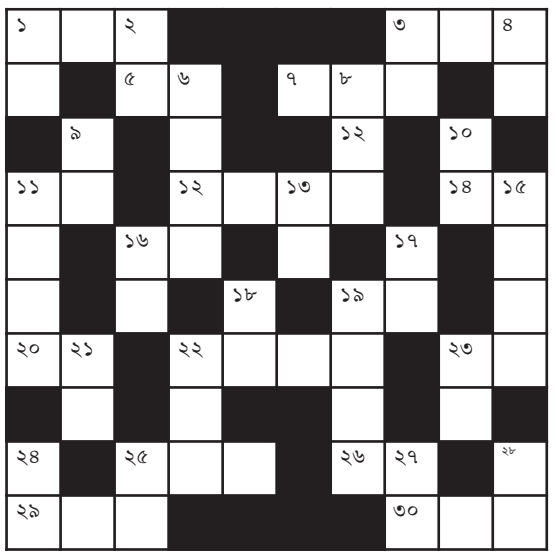

পাশাপাশি: ১. তার বিহীন ৩. জলে জাত ৫. মায়ের বোন ৭. সাবাস ১১. কদলী ১২. মধুর ধ্বনি ১৪. আগ্নেগিরি থেকে নির্গত ১৬. হস্ত ১৯. নদীর পুরুষ শব্দ ২০. কাহিল ২২. নতুন ২৩. কপট ২৫. আনুগত্য ২৬. নৌকা ২৯. জন্ম থেকে অন্ধ ৩০. অন্ধকার

ওপর-নিচ: ১. বদ্রীফল ২. লক্ষ্মীদেবী ৩. কালীঠাকুরের পুজ্য ফুল ৪. শিবের কেশবিন্যাস ৬. চন্দ্র ৮. হোম ৯. সাকরেদ ১০. প্রস্তর ১১. চোখের তারা ১৩. লক্ষ্য ১৫. ভাগ করে প্রাপ্তি ১৬. শাঁখ ১৭. হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ ১৮. গরু ১৯. ননি ২১. বৃদ্ধা ২২. দৃশ্যমান নয় ২৩. অনাবৃষ্টি ২৪. শিকারী পক্ষী ২৫. স্থগিত ২৭. চল ২৮. মহাদেব

সমাধান ১১ — পাশাপাশি: ২. অভিনয় ৬. আতর ৮. তরু ৯. কমল ১১. নবাব ১৩. পালক ১৫. হার ১৬. হাস্য ১৭. তুলা ১৯. পক্ষ ২০ চাকা ২২. পাচক ২৪. করদ ২৬. প্রচার ২৮. লতা ৩০ লহমা ৩২. বনতল

ওপর-নিচ : ১. মত ৩. ভিত ৪. নরুন ৫. যম ৭. রসিক ৯. কবর ১০. লজ্জা ১২. বাহাদুর ১৩. পাদপ ১৪. শস্য ১৬. হাহাকার ১৮. লাজুক ২০. ভর্তি ২১. চাকর ২২. পাগল ২৩. বিপ্র ২৫. দলন ২৭. চাষি ২৯. তাত ৩১. হরি

আজকের দিন

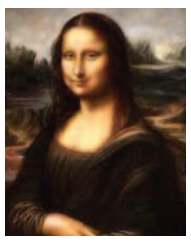

- **১৯১১** — কলকাতার বদলে দিল্লি ভারতের রাজধানী হয়।
- **১৯১৩** — ফ্লোরেন্সে চুরি যাওয়া মোনালিসা উদ্ধার করা হয়।
- **২০০০** — বুশ বনাম গোর মামলায় মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের রায়ে জর্জ বুশ রাষ্ট্রপতি হন।
- **২০১৫** — জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্যারিস চুক্তি ১৯৬টি দেশ দ্বারা গৃহীত হয়।

জন্মদিন

- **১৯৫৫** *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মনোহর পারিক্কারের জন্মদিন।*
- **১৯৭৪** *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সম্বিত পাত্রের জন্মদিন।*
- **১৯৮০** *চলচ্চিত্রাভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

যুবরাজ সিং

দ্য ভেজিটেরিয়ান, আমিষ-নিরামিষের চিরকালীন দ্বন্দ্ব

গৌতম সরকার

কথায় বলে, আপ রুচি খানা। হ্যাঁ, কেউ কী খাবার খাবে সেটা তার নিজস্ব পছন্দ। কিন্তু সেই খাবার নিয়েই যুগে যুগে দেশে দেশে বিতর্ক উঠে এসেছে, বিশেষ করে আমিষ বনাম নিরামিষ খাদ্যাভ্যাস নিয়ে। আমাদের দেশও তার ব্যতিক্রম নয়। কিছুদিন আগে খবরের কাগজে চোখে পড়ল, স্বামীজীকে নিশানা করে এক হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী ধর্মগুরু বিবৃতি দিয়েছেন, 'যে সিদ্ধপুরুষ, সে কখনও মাছ খায়?' সম্প্রতি একটি সংস্থার রান্নার তেলের বিজ্ঞাপনের মাছভাজার ছবি দেখানো হলে সারা দেশ জুড়ে নিরামিষাশীরা তুমুল আপত্তি তোলে, যার ফলে সংস্থাটি ওই বিজ্ঞাপন তুলে নিয়ে বাধ্য হয়। আবার একটি খাবার বিখ্যাত সরবরাহকারী সংস্থা আমিষ-নিরামিষ খাবারের ডেলিভারির জন্য আলাদা আলাদা পোশাকবিধি প্রায় চালু করে ফেলেছিল। অর্থাৎ মোদ্দাকথা হল, বিভাজনটা এতটাই নির্লজ্জকর ভাবে স্পষ্ট যে, কর্পোরেট সংস্থাগুলোও এই ন্যারেটিভ বিভাজনকে গুরুত্ব দিতে বাধ্য হচ্ছে।

এই আক্রমণ যেমন উজানে আমিশাষী মানবকুলের ওপর নেমে এসেছে তেমনি ভাটির টানে উল্টোটা ঘটেনি সেটা ভাবার কোনও কারণ নেই। অন্তত এবছরের সাহিত্যে নোবেল প্রাপক লেখক 'হান কাং'-এর বিখ্যাত উপন্যাস 'দ্য ভেজিটেরিয়ান' সেরকমই এক গল্প শোনায়। তবে এখানে যে তথ্যটি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল, দক্ষিণ কোরিয়ায় ৯৭ শতাংশ শতাংশ মানুষ আমিষাশী, তাই গল্পটা উল্টো স্রোতে বইবে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

প্রায় তিরিশ বছর আগে 'দ্য ফ্রুট অফ মাই উওম্যান' নামক একটি ছোট গল্প লিখেছিলেন হান কাং। ২০০৭ সালে এই গল্পটিরই পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত রূপদান করেন 'দ্য ভেজিটেরিয়ান' উপন্যাসে। ২০১৫ সালে এই উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ বেরোনোর পর বিশ্বের সাহিত্যিক মহলে হান কাং-এর পরিচিতি ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর গভীর কাব্যময় গদ্যের স্টাইল সাহিত্য বোদ্ধা ও পাঠকমহলকে চমৎকৃত করে। ২০২৪ সালে হান কাং সাহিত্যে নোবেল পেলেন।

'দ্য ভেজিটেরিয়ান' হল এক কোরীয় রমণী ইয়ং হাইয়ের রূপান্তরণের গল্প। গল্পের শুরু ইয়াং হাইয়ের মাংস খেতে অস্বীকার করার সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে। এই সিদ্ধান্তের পিছনে আছে একটি স্বপ্ন। যে দুঃস্বপ্ন রাতের পর রাত তাকে তাড়া করে ফেরে। একটা অন্ধকার কসাইখানা, সারি সারি মাংসপিন্ড ঝোলানো রয়েছে, সেই কাঁচা মাংস থেকে টপ টপ করে রক্ত ঝরছে, আর সেই রক্ত ইয়ং হাইয়ের হাত, পা, মুখ, মুখগহ্বরে মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে। কাঁচা রক্তের তাজা গন্ধে ইয়ং হাইয়ের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। সেই প্রায়ান্ধকার কসাইখানায় শুধু সে আর রাশি রাশি কাটা মাংস, আর কোনও জনপ্রাণী নেই। ভীষণ আতঙ্কে ইয়ং হাই কসাইখানা থেকে বেরোনোর রাস্তা খুঁজে বেড়াচ্ছে , কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে না।

লেখিকা সমগ্র উপন্যাসকে তিনটি সুবিন্যস্ত পর্যায়ে ভাগ করেছেন।

প্রথম পর্ব দ্য ভেজিটেরিয়ান

ইয়ং হাইয়ের রাতারাতি নিরামিষাশী হয়ে ওঠায় সবচেয়ে বেশি অসুবিধায় পড়েন তার স্বামী। লেখিকা স্বামীকে একজন স্বার্থপর, আত্মসর্বস্ব, হৃদয়হীন মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। স্ত্রীর এই সিদ্ধান্তে তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে নিজের কথা চিন্তা করে গেছেন। স্ত্রীর এই সিদ্ধান্তে সমাজে তাঁর সম্মান কতটা ক্ষুণ্ণ হবে, বাড়িতে মাংস রান্না বন্ধ হয়ে গেলে তিনি কি খেয়ে বেঁচে থাকবেন ইত্যাদি ভাবনাগুলো তাঁকে পাগল করে তুললো। এর সাথে আরেকটি ব্যাপার ঘটল, ওই ঘটনার পর ইয়ং হাই ব্রা পরা ছেড়ে দিল, এটি তার স্বামীর কাছে নতুন করে মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াল। সামাজিক এবং পারিবারিক জমায়েতে স্বামীর একমাত্র চিন্তা জামার ওপর দিয়ে তার স্ত্রীর স্তনবৃন্ত দেখা যাচ্ছে কিনা। অন্যদিকে ইয়ং হাইয়ের বাবা মা মেয়ের নিরামিষাশী হয়ে ওঠার সিদ্ধান্তে যারপরনাই বিরক্ত হলেন। এক পারিবারিক জমায়েতে ইয়ং হাই মাংস খেতে অস্বীকার করায় তার মা চিৎকার করে বলে উঠলেন, এই জগতে হয় তুমি মাংস খাবে নয়তো এই জগৎ তোমাকে খেয়ে ফেলবে। মেয়ের জেদ সহ্য করতে না পেরে একবগ্গা কর্তৃত্ববাদী বাবা জোরপূর্বক মেয়ের মুখে একটুকরো মাংস ঢুকিয়ে দেয়। এই জবরদস্তিতে ইয়ং হাই পাগলের মত আচরণ শুরু করে, একটা ব্লেড দিয়ে হাতের শিরা কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা পর্যন্ত করে। ইয়ং হাইয়ের গল্প মাংস খাওয়া বর্জন থেকে শুরু হলেও উপন্যাস যত এগোবে আস্তে আস্তে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ত্যাগের পথে এগোতে থাকবে।

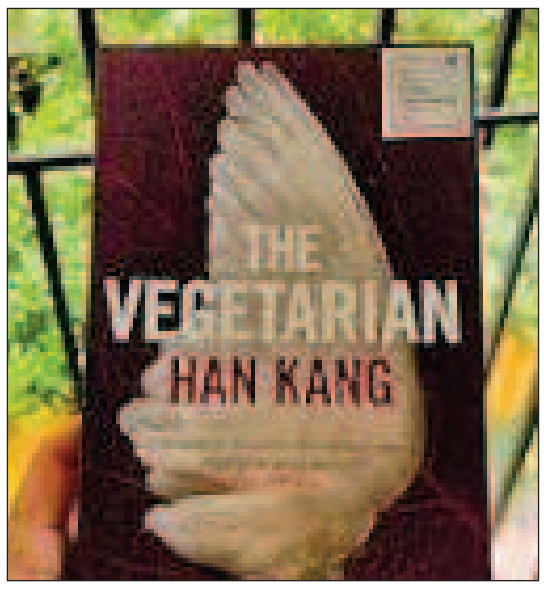

দ্বিতীয় পর্ব মঙ্গোলিয়ান মার্ক

দ্বিতীয় পর্বে আমরা দেখতে পাই ইয়ং হাইয়ের আমিষ গ্রহণে অনীহা থেকে বেঁচে থাকার অনীহায় রূপান্তরণ। তাঁর জামাইবাবু তার মধ্যে সাধ্বীর প্রশান্ত রূপ আবিষ্কার করেন যেটা ইয়ং হাই বিশ্বাস করতে শুরু করে এবং ত্যাগ এবং তিতিক্ষার মার্গে আরও বেশি এগিয়ে যায়। কেউ কেউ এই পর্বে ইয়ং হাইয়ের মধ্যে বৌদ্ধিক প্রশান্তি খুঁজে পান। বৌদ্ধধর্মে কষ্ট বা যন্ত্রণার মূল কারণ হিসেবে পার্থিব কামনা বাসনাকে চিহ্নিত করা এই কাহিনীতে যেহেতু ইয়ং হাই নিজেকে পার্থিব কামনা বাসনার উর্ধ্বে নিয়ে যেতে পেরেছিল, তাই একজন পাঠক এই কাহিনীকে তার বোধিসত্ত্বে উন্নীত হওয়ার গল্প হিসেবে দেখতে পারেন। তবে এখানেও ইয়ং হাইয়ের নিস্তার ঘটেনা, তার মানসিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে নিজে জামাইবাবু তার সাথে যৌনখেলায় মেতে ওঠে।

জামাইবাবু ইয়ং হাইয়ের বিবর্তিত মানসিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাঁর নগ্ন শরীরে ছবি আঁকতে এবং সমগ্র বিষয়টি ভিডিও রেকর্ডিং করতে রাজি করান। একসময় নিজের শরীরও একইরকম চিত্রবিচিত্রে রাঙিয়ে লাইভ ক্যামেরার সামনে দুজনে যৌনমিলনে রত হন। এই ঘটনা ইয়ং হাইয়ের মনে চূড়ান্ত আঘাত আনে সেখান থেকেই সে মেটামরফসিস--এর দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় স্তরে পৌঁছে যায়।

তৃতীয় পর্ব ফ্লেমিং ট্রিস

সারা শরীর ফুলের ছবিতে রঞ্জিত হওয়ার পর ইয়ং হাই কসাইখানার ভয়ানক স্বপ্ন থেকে মুক্তি পায় এবং বিশ্বাস করতে শুরু করে নিরামিষাশী হয়ে ওঠার কারণেই এসব ঘটেছে। সারা শরীর জুড়ে লতাপাতা ফুলফল নিয়ে ইয়ং হাই তাঁর কল্প পৃথিবীতে আস্তে আস্তে একটা গাছে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তাদের 'পেন্টেড সেক্স' ভিডিও জনসমক্ষে এলে মানসিক অসুস্থ মহিলার সাথে যৌনমিলনের কারণে ভদ্রলোকের হাজতবাস হয় এবং ইয়ং হাইকে মানসিক হাসপাতালের আবাসিক বিভাগে ভর্তি করা হয়। সেই হাসপাতাল থেকে একদিন সে হারিয়ে যায়। বহু খোঁজাখুঁজির পর এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে তাকে পাওয়া যায় অবিরাম বৃষ্টিধারা তার সারা শরীর জুড়ে বয়ে চলেছে, আর সেই গম্ভীর নৈঃশব্দের মধ্যে আর একটি বৃক্ষের মত নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে।

হাসপাতালে ভর্তিকালীন খাওয়া একদম বন্ধ করে দিল। তার বোনকে একদিন ফিসফিস করে বলে, 'আমার আর খাবার লাগবেনা, শুধু একটু জল আর সূর্যের আলো পেলেই হবে'। উপন্যাসের শেষে লেখিকা তার দিদি ইন হাইয়ের যন্ত্রণা ও ত্যাগের ছবিটিও বিশ্বাসযোগ্য ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। স্বামীর সাথে বোনের যৌনমিলনের ভিডিও দেখার পরও তাঁর মনে বোনের জন্য সহানুভূতি ফিরে এসেছিল। শেষ সময়ে ইয়ং হাইয়ের পাশে ছিলেন হয়তো সে ইয়ং হাইয়ের মত প্রত্যাহার ও ত্যাগের পথে বোধিসত্ত্বের চূড়ায় পৌঁছতে পারেনি, কারণ তাকে বাস্তবের মাটিতে পা রেখে নিজের সন্তান ও অসুস্থ বোনের দেখভাল করতে হয়েছে। সমস্ত লজ্জা, অপমান ও যন্ত্রণা ভুলে সেই দায়িত্বভার কাঁধে তুলে বোনকে দেখতে বারবার হাসপাতালে ছুটে যাওয়া মোক্ষলাভের আরেক রূপ, সেটি লেখিকা ছোট পরিসরে ইন হাই চরিত্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয়েছেন। এখানে পাঠকের অজান্তে কখন যেন দুই বোন সমান্তরাল হয়ে ওঠে।

কোরীয় সমাজে স্বাভাবিকতা ও ভারসাম্য ধরে রাখতে যে নিরলস এবং আপোসহীন শোষণ চলে আসছে এই উপন্যাস তার বিরুদ্ধে এক নির্ভীক সমালোচনা। এই অচলায়তনের ঢক্কানিনাদ সমস্ত সমাজে কমবেশি শোনা গেলেও কোরীয় সমাজে এর উপস্থিতি খুব বেশি প্রখর। কোরীয়ানরা সামাজিক রীতিনীতির অন্ধ আনুগত্যে বিশ্বাসী, নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতির কাছে বিশ্বাসযোগ্য থাকাটাই তাদের শিক্ষা, সে রীতি যতই অমানবিক বা দমনমূলক হোকনা কেন। এই বিশ্বাস বা অনুসরণের অন্যথা ঘটলেই সমাজের কাঠামোগত সহিংসতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং প্রয়োজনে নিষ্ঠুরতার চূড়ান্তে পৌঁছে বিদ্রোহী চিন্তাভাবনাকে দমন করতে সচেষ্ট হয়। সেই সহিংসতা জানতে অজান্তে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক ভাঙতে থাকে। এখানে ইয়ং হাইয়ের প্রতিবাদ ছিল একক, দুর্বল ও ক্ষীণ, তাই সেটা কোনওভাবেই সমাজের শাশ্বত কাঠামোকে নাড়া দিতে পারেনি, সেই প্রতিবাদের আগুন নেভানোর কাজ তার পরিবারে লোকজনই করে দিয়েছিল, তাই গল্পটা ইয়ং হাইয়ের গল্প হয়েই রইল, সমাজ বা জাতির বা দেশের গল্প হয়ে উঠতে পারলো না।

ভারত ভূমিতে উইলিয়াম কেরি

ডাঃ শামসুল হক

জন্ম তাঁর বিলেতে। সেখানেই তাঁর বেড়ে ওঠা এবং শিক্ষাদীক্ষা থেকে শুরু করে কর্মজীবনে প্রবেশ , সবকিছুও সেই দেশেই। তারপর একসময় নিজের খেয়ালেই তিনি চলে আসেন কলকাতায়। আর সেখানেই শুরু হয় তাঁর নতুন জীবন। স্বদেশের মায়া ত্যাগ করে বিদেশের মাটিতেই তখন তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতেও শুরু করেন। তারপর একসময় কলকাতা ছেড়ে চলে আসেন কাছাকাছি শ্রীরামপুর শহরে। সেখানেই কেটে যায় তাঁর জীবনের পরবর্তী সময়টাও।

তিনি উইলিয়াম কেরি। ১৭৬১ সালের ১৭ ই আগস্ট জন্ম তাঁর ইংল্যান্ডের নাদার্ণটনশায়ারে । বাবা মায়ের জ্যৈষ্ঠ সন্তান তিনি। ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন চঞ্চল প্রকৃতির। ছিলেন প্রকৃতি প্রেমিকও। বিভিন্নভাবেই জানান দিতেন নিজস্ব মেধার পরিচয়ও। শিক্ষা জগতের প্রতিটি সিঁড়িও তিনি অতিক্রম করছিলেন একেবারে সাবলীলভাবেই। তাইতো পরিবারের সকলেই তাঁর কাছে প্রত্যাশাও করেছিলেন অনেক কিছুই।

শিক্ষা জীবন শেষ করে উইলিয়াম প্রবেশ করেন তাঁর নিজস্ব কর্মজগতে । শিক্ষকতা দিয়েই শুরু হয় সেই জীবন। ১৭৮৫ সালে মৌল্টন স্কুলের সাধারণ এক শিক্ষক হিসেবেই কাজে যোগ দেন তিনি। সঙ্গে স্কুল কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে বিভিন্ন গীর্জায় ঘুরে ঘুরে ধর্মোপদেশ দেওয়ার কাজেও নিজেকে যুক্ত রাখেন । মাঝে আবার নেমেছিলেন জুতোর ব্যবসাতেও। আর সব ধরণের কাজেই পেয়েছিলেন প্রচুর সাফল্য ও । শুধু একটু চঞ্চল এবং খামখেয়ালী মানসিকতার মানুষ ছিলেন বলেই কোন পেশায় তিনি নিজেকে ঠিকমতো মানিয়ে নিতে পারেননি। তার উপর তাঁর আবার ছিল ব ই পড়ার প্রবল আগ্রহ এবং সেইসঙ্গে লেখালেখির নেশাও। অতএব কখন কিভাবে যে তাঁর সময় কেটে যেত সেটা তিনি নিজেও ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারতেন না।

সেই বছরের শুরুতেই তিনি আবারও ঘাঁটি গাড়েন তাঁর পুরাতন শহরেই। সেখানে কিছুদিন থাকার পর আবার চলে যান শ্রীরামপুরে। থাকতে শুরু করেন সেখানকার ড্যানিশ কলোনীতে। সেখানে কয়েকজন শুভানুধ্যায়ীদের সহায়তায় গঠন করেন ব্যাপিষ্ট মিশনও। তৈরি করেন একটা ছাপাখানাও। বাড়িয়ে দেন লেখালেখির গতিও। আর একসময় তাঁর নিজস্ব প্রেস থেকেই তিনি প্রকাশ করেন বাংলা বাইবেলের নতুন নিয়ম নামক গ্রন্থও।

ইতিমধ্যে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ামে যে নতুন কলেজ স্থাপিত হয় কেরি সাহেব সেই কলেজের ই বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে নিয়োজিত হন। সেই কলেজে থাকাকালীনই কয়েকজন ভারতীয় পণ্ডিতদের সহযোগিতায় শ্রেণী ভিত্তিক বেশ কয়েকটা পাঠ্যপুস্তকও প্রকাশ করেন তিনি। শুধু তাই নয়, বলরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং তাঁর প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হয় বাংলা ব্যাকরণের উপর প্রয়োজনীয় একটা গ্রন্থও। তারপর ১৮০৯ সালে বাইবেলের সম্পূর্ণ বাংলা গ্রন্থও অনুবাদ করে চারিদিকে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টিও করেন তিনি।

১৮২২ সালে হঠাৎ হঠাৎ ই আগুন লেগে যায় তাঁর শ্রীরামপুরের প্রেসে। ক্ষয়ক্ষতিও হয় প্রচুর। ফলে মানসিকভাবে ভেঙেও পড়েন তিনি। তবে কলকাতা এবং ইংল্যান্ডের বিভিন্ন জায়গা থেকে পাঠানো কিছু আর্থিক সহায়তা একসময় তাঁকে আবার চাঙ্গাও করে তোলে।

তারপর সবকিছুকেই আবার নতুনভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে তোলার চেষ্টাও করেন কেরি সাহেব এবং তাঁর সহযোগীরা। ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তখন পাঠ্য পুস্তকের অভাব ও যে ছিল সেটা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করাও সম্ভব হয়েছিল তাঁর পক্ষে। তাই সেই অভাব মেটানোর জন্য ই ১৮১৭ সালে তিনি স্থাপন করেন কলকাতা বুক সোসাইটির। সেখানে বেশ কয়েকজন ইউরোপীয়ান সহ কয়েকজনয় বাঙালি হিন্দু এবং মৌলভী সহ একটা পরিচালন সমিতিও গঠন করেন। আর সকলে মিলে ১৮১৮ সালে দিকদর্শক নামক একটা মাসিক, সমাচার দর্পণ নামক একটা সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। সেখানেই কিন্তু শেষ নয় , ১৮২১ সালে friends of India নামক একটা ইংরেজি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়।

শ্রীরামপুর শহরের অতি প্রসিদ্ধ সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শ্রীরামপুর কলেজ স্থাপিত হয় তাঁর ই অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অতি অবশ্যই সততারই ফসল হিসেবে। ১৮১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সেই কলেজ। আজ ও উইলিয়াম কেরির সেই অমর সৃষ্টি মাথা উঁচু করেই দাঁড়িয়ে আছে সেখানে।

১৯৪৫ সালে উইলিয়াম কেরির জীবনীকে কেন্দ্র করে সাহিত্যিক প্রথমনাথ বিশি লিখেছিলেন একটা জীবনী গ্রন্থও। কেরি সাহেবের মুন্সী নামক সেই পুস্তকে বর্ণিত আছে বলরাম বসুর কথাও। ১৯৬০ সাল সেই গ্রন্থখানা আবার পায় রবীন্দ্র পুরস্কারও। পেয়েছে চলচ্চিত্রের রূপও। ১৮৩৪ সালের ৯ই জুন সত্তর বছর বয়সে এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চির বিদায় নেন শিক্ষানুরাগী সেই মানুষটি। শ্রীরামপুর ব্যাপিষ্ট মিশনারীদের সমাধি ক্ষেত্রে সমাহিত করা হয় তাঁকে।

চর্চাবাসর ১৮

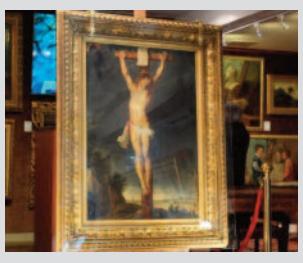

৪০০ বছরের ওপর নিখোঁজ ছিল 'ব্যারোক মাস্টার' পিটার পল রুবেনসের আঁকা যিশুখ্রিষ্টের ক্রুশবিদ্ধ ছবিটি। ফ্রান্সের ভার্সাইলে সেটি নিলামে বিক্রি হল। দাম উঠল ২.৩ মিলিয়ন ইউরো, মানে ২.৭ মিলিয়ন মার্কিন

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

দুই শিশুকন্যাকে যৌন নির্যাতন, এক বৃদ্ধকে ২০ বছরের সাজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দুই শিশু কন্যাকে যৌন নির্যাতন চালানোর ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত করে এক বৃদ্ধকে ২০ বছরের সাজা শোনালো মালদা আদালত। শুক্রবার মালদা আদালতের দ্বিতীয় স্পেশ্যাল কোর্টের বিচারক রাজীব সাহা এই সাজা ঘোষণা করেছেন। ওই বৃদ্ধ ২০ বছরের কারাদণ্ডের পাশাপাশি ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে অতিরিক্ত দুই বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। এদিন সরকারি পক্ষের আইনজীবী স্বার্থক দাস জানিয়েছেন, ২০২১ সালে ৩ মে ইংরেজবাজার থানা এলাকার একটি গ্রামে চার এবং ৫ বছরের দুই শিশু কন্যাকে চকলেট দেওয়ার নাম করে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতন চালায় ৬০ বছরের বৃদ্ধ মাসিউদ্দিন সবজি। এরপর বিষয়টি জানাজানি হতে সংশ্লিষ্ট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রেপ্তার করা হয় ওই বৃদ্ধকে। পুরো ঘটনা তদন্তকারী অফিসার ছিলেন মহিলা সাব ইন্সপেক্টর সোনালি সাহা। পাঁচ বছর ধরে মামলা চলছিল। ১৩ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। এরপর ওই অভিযুক্তকে দোষী প্রমাণিত করেই এদিন মালদা এডিজে সেকেণ্ড কোর্ট স্পেশ্যাল কোর্টের বিচারক রাজীব সাহা এই সাজা ঘোষণা করেছেন।

পুলিশকে চ্যালাকাঠ দিয়ে পেটানোর নিদান বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: ফের 'পুলিশকে চ্যালাকাঠ দিয়ে পেটানোর নিদান' বিজেপি বিধায়কের। পাল্টা 'সমাজবিরোধী' বলে আক্রমণ তৃণমূলের। বিজেপির পরিবর্তন সভা থেকে পুলিশ পেটানোর নিদান দিলেন বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার। পাশাপাশি তৃণমূলকে আক্রমণ করে বদলের হুঙ্কার দিলেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উত্তর ২৪ পরগণা গাইঘাটা থানার চাঁদপাড়া বাজারে বিজেপির পক্ষ থেকে পরিবর্তন সভা নামে একটি পথসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই পথসভা থেকে সাধারণ মানুষদের উদ্দেশ্যে স্বপন মজুমদার বলেন, 'পুলিশ যেখানে তৃণমূলের কথা শুনে অন্যায় করতে যাবে, সাধারণ গরিব মানুষের ওপরে চড়াও হবে, আপনারা জোটবদ্ধ হন। চ্যালাকাঠ ধরে পেটাবেন।' একইসঙ্গে বলেন, 'সামনে পরিবর্তন হবে। যেসব পুলিশ গুলি, দালালি করছে তাঁদের টেনে নিয়ে আসবো আমরা।' তৃণমূলের উদ্দেশ্যে বলেন, 'তৃণমূলের যে গুন্ডারা ভাবছে, পুলিশ বাবা বাঁচাবে, পুলিশ বাঁচাতে পারবে না। আগামী দিনে বদলা হবে। আর যারা অনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত আছে, তাদের বদলা হবে।' স্বপন মজুমদারের পুলিশকে আক্রমণ প্রসঙ্গে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস, তাঁকে 'সমাজবিরোধী' বলে আক্রমণ করেন। তাঁর বক্তব্য, 'এই পুলিশের কারণেই উনি সমাজবিরোধী কাজগুলি আগের মতো করতে পারছে না। সেই কারণে এই ধরনের মন্তব্য করছে। ওদের কথা মানুষ শোনে না।'

পুত্রহারা ভোলানাথ ঘোষের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ বিধায়ক সুকুমার মাহাতোর

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: 'এই সময় রাজনৈতিক অঙ্ক কষে লাভ নেই। মানুষের বিপদে, দুর্দিনে তাদের পাশে থেকে সাহায্য করাই তৃণমূল কংগ্রেসের সৈনিকদের কাজ। যারা মানুষের পাশে থাকে না, তারাই রাজনৈতিক অঙ্ক কসবে।' সন্দেশখালির গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে এমনই মন্তব্য করলেন সন্দেশখালির বিধায়ক। ভোলানাথ ঘোষের ছোট ছেলে ও তাঁর গাড়ি চালকের মৃতদেহ বৃহস্পতিবার রাতে বাড়ি ফেরে। তারপরেই শোকের পরিবেশ তৈরি হয় এলাকায়। স্থানীয় বিধায়ক সুকুমার মাহাতো ও দলীয় নেতৃত্বরা গিয়ে পরিবারের পাশে দাঁড়ায়। দলের তরফ থেকে আর্থিক সাহায্যও করা হয়েছে বলে জানান বিধায়ক। পাশাপাশি তিনি প্রতিশ্রুতি দেন আগামী দিনে যাতে দুই পরিবার বিশেষ করে গাড়ি চালকের পরিবার সরকারি সাহায্য পায় তা নিশ্চিত করা হবে। পাশাপাশি এই গাড়ি দুর্ঘটনা নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। ভোলানাথ ঘোষ ইতিমধ্যেই এই দুর্ঘটনাকে পরিকল্পিত খুন বলে দাবি করে ঘাতক গাড়ি চালক। শেখ শাহাজাহান, মোসলেম শেখ-সহ ৮ জনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। সেই পরিপেক্ষিতে বিধায়ক বলেন, 'এটা তদন্তের বিষয়, পুলিশ প্রশাসন তদন্ত করেছে। ফলে এই প্রসঙ্গে এখনই কোনও মন্তব্য করা উচিত হবে না। আমরা পরিবারের পাশে আছি এটাই বলতে পারি।' তবে মোসলেম শেখ এই ঘটনায় নিজেকে নিরপরাধী বলে দাবি করেছেন। তিনি জানান, জেল যাওয়ার পর থেকে শেখ শাহাজাহানের সঙ্গে তার কোনও যোগাযোগ নেই। গাড়ি দুর্ঘটনাটি যদি পরিকল্পিত খুন হয়, তার তদন্ত করে সঠিক অপরাধীদের বের করুক পুলিশ প্রশাসন। তাদের কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। এর পাশাপাশি তিনি জানান, দলের একাংশ তার নামে কালিমালিপ্ত করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। ফলে সন্দেশখালিতে বিজেপির শক্তি বাড়বে। এমন অপপ্রচার চালানো হলে তৃণমূলের ক্ষতি হবে। পরক্ষে তিনি সন্দেশখালিতে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের বিষয়টিকেই সামনে এনেছেন বলেই রাজনৈতিক মহলের দাবি।

মাটির নীচ থেকে উদ্ধার রহস্যময় পাথরের মূর্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: মাটির নিচ থেকে উদ্ধার রহস্যময় পাথরের মূর্তি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন ব্লকের ৮ নং গুড়াইল গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ভাইওর ঘণ্টেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণ এলাকার ঘটনা।

জানা গিয়েছে, এলাকার এক ব্যক্তি ও তাঁর স্ত্রী এদিন সকালে মন্দির চত্বরে মাটি আনতে গিয়েছিলেন গৃহ নির্মাণের জন্য। কোদাল দিয়ে মাটি খননের একসময় কোদালের কোপ পাথরে গিয়ে লাগে। এরফলে তাঁদের সন্দেহ হয়। এরপরই তাঁরা বিষয়টি স্থানীয় কয়েকজনকে জানায়। সকলে একসঙ্গে খনন কার্য শুরু করেন। যদিও বৃহৎ আকার মূর্তিটি মাটির অনেক নীচে থাকার ফলে সেটি খনন করে বের করা সম্ভব হচ্ছিল না স্থানীয়দের পক্ষে। পরবর্তীতে জেসিবি মেশিন লাগিয়ে মাটির নিচ থেকে সেই পাথরের মূর্তিটি উদ্ধার করেন স্থানীয়রা। উদ্ধার হওয়া সেই পাথরের মূর্তিটি কোনও সাধারণ মূর্তি নয়! প্রায় ৪ ফুট উচ্চতার কালো পাথরের চারিদিকে বিভিন্ন কারুকার্য করা মূর্তি রয়েছে। ইতিহাস অনুসন্ধানীদের মতে মূর্তিটি কাল ভৈরবের মূর্তি হতে পারে। মূর্তি উদ্ধার হওয়ার খবর চাউড় হতেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমান উৎসুক জনতা। অন্যদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে তপন থানার পুলিশ মূর্তিটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। এবিষয়ে স্থানীয় এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, 'মাটিতে কোদাল চালাতেই মনে হয় যেন পাথরে লাগল। এরপরেই বুঝতে পারি কিছু রয়েছে মাটির নীচে। কয়েক ফুট মাটি খনন করলে মূর্তিটি দেখতে পাই।'

শুক্রবার হরিপালে পঞ্চায়েত সমিতিতে স্বয়ং সম্পূর্ণ ভ্রাম্যমাণ যান-এর সূচনা হল। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না। উপস্থিত ছিলেন হরিপালের বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না, বিডিও পারমিতা ঘোষ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুচন্দ্রা ধোলে অধিকারী-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ।

ছবি: বনস্পতি দে

দেখা নেই জেলা নেতৃত্বের, বিধায়ককে নিয়েই শহিদ দিবস পালন ব্লক কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: শুক্রবার ১২ ডিসেম্বর কাঁকসার বাসুদেবপুরে তৃণমূলের শহিদ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এদিন শহিদ দিবস উপলক্ষে এলাকাবাসীর আবেদনে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কাঁকসার বিদবিহার অঞ্চলে বসানো চার শহিদ শঙ্কর ঘোষ, অমর গোস্বামী নবগোপাল ডোম এবং লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে তাদের শ্রদ্ধা জানান তৃণমূল কর্মীরা।

উপস্থিত ছিলেন গলসির বিধায়ক নেপাল ঘড়ুই, জেলা পরিষদের সদস্য সমীর বিশ্বাস, কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি নব কুমার সামন্ত,তৃণমূল নেতা দেবদাস বক্সী, যুব সভাপতি কুলদীপ সরকার, তৃণমূল নেতা জয়জিত মণ্ডল-সহ কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের কর্মী সমর্থকরা। এদিন মূর্তিতে মাল্যদান করার পাশাপাশি দলীয় পতাকা অর্ধ নিমজ্জিত করেন বিধায়ক ও ব্লক সভাপতি। কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের কর্মীরা জানিয়েছেন, ১৯৯৮ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে একাধিক তৃণমূল কর্মী খুন হয়েছেন কাঁকসায় সিপিএম আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হাতে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ১৯৯৮ সালে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল এই বাসুদেবপুর গ্রাম। ওই বছর আশিস গোস্বামী নামের এক বাম নেতা কয়লা মাফিয়াদের হাতে খুন হন। কিন্তু তার দোষ গিয়ে পড়ে তৃণমূলের উপর। বাসুদেবপুর গ্রামের সক্রিয় তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত ছিলেন শঙ্কর ঘোষ। শঙ্কর ঘোষকে সিপিএম আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ১২ ডিসেম্বর খুন করে। গোটা বাসুদেবপুরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। বহু ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সেই আগুনে বহু গবাদি পশুর মৃত্যু হয়। ঘটনার ১১ দিন পর অজয় নদের বালির চর থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। এরপর একের পর এক আরো তিন জন কর্মী খুন হন। সেই বছর ডিসেম্বর মাসের শেষে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাসুদেবপুর গ্রামে সভা করে ১২ ডিসেম্বর কাঁকসা ব্লকের শহিদ দিবস হিসেবে ঘোষণা করে দিয়ে যান। সেইমতো প্রতিবছর এই শহিদ দিবস পালিত হয়। তবে এই শহিদ দিবসে এবছর জেলার কোনও নেতৃত্বকে দেখা যায়নি বলে আক্ষেপ গ্রামের বাসিন্দাদের। এছাড়াও এদিন এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারকেও দেখা যায়নি। যদিও তাঁর দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি বিশেষ জরুরি কাজে কলকাতায় গিয়েছিলেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনের উদ্দেশ্য অবহিত করা হচ্ছে যে রানাঘাট পৌরসভার ব্যবস্থাপনায় রানাঘাট প্রসুতি সদন ও শিশু মঙ্গল সমিতি নামাঙ্কিত প্রসূতি সদনটি ৩০ বছের জন্য যৌথ-ব্যবস্থাপনার জন্য দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। অভিজ্ঞ ও আগ্রহী সংস্থা বা কোনো ব্যক্তি আগামী ৩১.১২.২০২৫ এর মধ্যে আবেদন করতে পারেন। বিষদ বিবরনের জন্য রানাঘাট পৌরসভার অফিস কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

স্বাক্ষর/- **পৌরপ্রধান**
রানাঘাট পৌরসভা

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনের উদ্দেশ্য অবহিত করা হচ্ছে যে রানাঘাট পৌরসভার নাসড়া কলোনীস্থিত সৃজার নিকট ৫ নং লেনের নবনির্মিত আটিটি দোকান ঘর মাসিক ২০০.০০ (দুইশত টাকা) হারে ও অফেরোতযোগ্য এককালিন পাঁচ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ৯৯ বছরের জন্য লিজ প্রদান করা হবে। এই শর্তে নিতে আগ্রহী ইচ্ছুক ব্যক্তিরা সাদা কাগজে নিজের ভোটার, প্যান ও আধার কার্ড সহ আগামী ২০.১২.২০২৫ বেলা তিনটের মধ্যে জমা দিন। আবেদনকারীর ক্রমঅনুযায়ী এই স্টলগুলি প্রদান করা হবে। প্রার্থিরা আবদনের ক্রম অনুযায়ী (first in first serve) ভিত্তিতে উপরিল্লিখিত শর্তে প্রথম ৮ (আট) জনকে বিবিচনা করা হবে। ক্রমতালিকাভুক্ত প্রথম ৮ জনের মধ্যে কোন প্রার্থী স্টল গ্রহনে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে তালিকার নবম ও তপরিবর্তিত স্থানে থাকা প্রার্থীকে ক্রম অনুযায়ী বিবেচনা করা হবে।

স্বাক্ষর/- **পৌরপ্রধান**
রানাঘাট পৌরসভা

BELDANGA MUNICIPALITY
MURSHIDABAD
Walk-in-Interview

Eligible and qualified candidates are invited to appear for an Walk-in-Interview to the post of Health Officer under C.B.P.H.C.S of Beldanga Municipality on purely contractual basis for a period of 1 (One) year with the monthly consolidated remuneration of Rs. 62,000.00 (Sixty two thousand) only, renewable thereafter as per requirement on **23.12.2025, Tuesday from 02:00 P.M. to 04:00 P.M.** at the Conference Hall of Beldanga Municipality, Station Road, Ward No. 05, P.O. & P.S. – Beldanga, Dist. Murshidabad, Pin-742133 with C.V. and all other necessary documents & testimonials. For details, visit- **https://municipalitybeldanga.org**

Sd/- **Chairperson,**
Beldanga Municipality

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা — বজ বজ এম. জি. রোড শাখা

৫২৫, মহাত্মা গান্ধি রোড, বজ বজ,
কলকাতা - ৭০০ ১৩৭ ফোন নং : (০৩৩) ২৪৭০-৫১০৮/১৫৬৬
ইমেল : dbbudg@bankofbaroda.co.in

পরিশিষ্ট ৪ রুল [৮(১)] **দখল নোটিশ** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব বরোদা, বজবজ এমজি রোড শাখা,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৬.০৫.২০২৫** তারিখে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স টাইগার প্লাস্টিক এবং মেসার্স গায়ত্রী প্লাস্টিক, স্বত্বা - শ্রী সঞ্জয় বাগ এবং জামিনদাতা - শ্রী অপূর্ব বাগ ৪৩/ই ডি এন ঘোষ রোড, বজবজ, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১৩৭** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৯,০৩,৩০৬.৮৮ টাকা (নয় লাখ তিন হাজার তিনশ ছয় টাকা এবং অষ্টআশি পয়সা) ০৭.০৫.২০২৫ অনুযায়ী** অধার্য সুদ এবং চার্জ সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **১১ ডিসেম্বর ২০২৫** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব বরোদা, বজবজ এমজি রোড শাখার নিকট বকেয়া ৯,০৩,৩০৬.৮৮ টাকা (নয় লাখ তিন হাজার তিনশ ছয় টাকা এবং অষ্টআশি পয়সা) ০৭.০৫.২০২৫ অনুযায়ী** আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি উল্লেখ্য মূল দলিল নং ১-১৯ -২০০৪, সম্পত্তি **শ্রী সঞ্জয় বাগ, শ্রী অপূর্ব বাগ এবং শ্রী সুজয় বাগ,**-এর অনুকূলে, থানা : বজবজ, তৌদি নং ৩৫৩, জেএল নং ৮, আরএস নং ৩৩, ওয়ার্ড নং ১১, মৌজা : গড়ভুক্তা নন্দনপুর, খতিয়ান নং ৩৯১, প্লট নং ১৭১৩, বজ বজ পুরসভা অধীন, থানা : বজ বজ, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : দাশ রথী বাগ এর জমি; **দক্ষিণে :** সাধারণ চলার পথ/ মলিনা বাগ; **পূর্বে :** কালীপদ বাগ এর জমি; **পশ্চিমে :** কালীপদ বাগ এর জমি এবং ভবন।

তারিখ : ১১.১২.২০২৫ | **স্থান : বজ বজ** — **অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা**

চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড

Chola — Enter a better life

কর্পোরেট অফিস : চোলা ক্রেস্ট, সুপার বি, সি৫৪ এবং সি৫৫,৪, থিরু ৬ কেএ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, গুন্ডি, চেন্নাই - ৬০০ ০৩২

পরিশিষ্ট - ৪ [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী মেসার্স চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেডের অনুমোদিত কর্মকর্তা, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, উক্ত আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে নিম্নে উল্লিখিত তারিখে দাবি নোটিশ জারি করেছেন, যাতে ঋণগ্রহীতা হিসেবে আপনাকে (নিচে উল্লিখিত নাম এবং ঠিকানা) উক্ত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ এবং তার উপর সুদ নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। নিচে উল্লেখিত ঋণগ্রহীতারা টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এখানে উল্লেখিত ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণ জনসাধারণকে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীনে আমাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। বিশেষ করে উপরে উল্লেখিত ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণ জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা উক্ত সম্পত্তির সাথে লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য মেসার্স চোলামন্ডলাম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেডের উপর এখানে উল্লেখিত পরিমাণ এবং তার উপর সুদের চার্জ প্রযোজ্য হবে। ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, উপলব্ধ সময়ের সাথে সাথে, সুরক্ষিত সম্পদ উদ্ধার করার জন্য।

ক্রম নং	লোন এ/সি নং এবং ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	দাবি নোটিশের তারিখ	বকেয়া পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	দখলের তারিখ
১	লোন এ/সি নং LAP4CNT000062436 শ্রী/শ্রীমতি বিশ্বজিৎ মেটিয়া, শ্রী/শ্রীমতি সুপর্ণা মেটিয়া, **উভয়ের নিবাস :** পো : পুলগেড়িয়া, গ্রাম আসানবাণী, পশ্চিম মেদিনীপুর, প্রাইমারি স্কুল, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ,৭২১৪৩৭। **আরও ঠিকানা :** পোস্ট-গ্রাম : আসনাবনি, পশ্চিম মেদিনীপুর, এলপি স্কুল পূর্ব মেদিনীপুর ৭২১৪৩৭	১৫.০৯.২০২৫	৪০৭৭৯৬১ টাকা (চল্লিশ লাখ সাতাত্তর হাজার নশো একষট্টি টাকা) ১০.০৯.২০২৫ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ	মৌজা : কাঁত্রাখালি, জেএল নং ২৩০, খতিয়ান নং -১৩৫, প্লট নং ২২, এলআর খতিয়ান নং (পর্চা) - ১৩৪, প্লটনং (পর্চা)-১৯ এবং ২২, থানা : নারায়ণগড়, পো : ফুলগেড়িয়া, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন -৭২১৪৩৭, মকরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পশ্চিমবঙ্গ। চৌহদ্দি : নথি অনুযায়ী : উত্তরে : সম্পত্তি প্লট নং ১৯ (অশ্বিনী মন্ডল) এবং পরে পাকা রোড। দক্ষিণে : মোরাম রোড। পূর্বে : পাকা রোড। পশ্চিমে : অশোক সিংহ এর সম্পত্তি। সাইট এবং প্রকৃত মতে : উত্তরে : অশ্বিনী কুমার মন্ডলের নির্মীয়মান ভবন, দক্ষিণে : কাঁচা রোড (৮ ফুট চওড়া)। পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রোড। পশ্চিমে : রাম পদ সিং এর খালি জমি।	দখলের তারিখ - ০৯.১২.২০২৫

তারিখ : ০৯.১২.২০২৫ | স্থান - পশ্চিম মেদিনীপুর — অনুমোদিত অফিসার, চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড

এসবিআই আরএসিপিসি ব্যারাকপুর (৬৪০৭৬)

৬৬, ব্যারাক রোড, পো - ব্যারাকপুর, জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর), কলকাতা - ৭০০১২০
ইমেল আইডি : sbi.64076@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - IV [রুল-৮(১)] **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি ব্যারাকপুর** অনুমোদিত কর্মকর্তা, আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪) এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ৩ নং বিধির সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, নিম্নে উল্লিখিত তারিখে একটি দাবি নোটিশ জারি করেছেন এবং ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ কে অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে এবং সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের ৮ নং বিধির সাথে পঠিত আইনের ধারা ১৩ ধারার উপধারা (৪) এর অধীনে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষ করে এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তির সাথে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য **স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি ব্যারাকপুর** উক্ত পরিমাণ এবং তার উপর সুদের চার্জ দিতে হবে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, যদি সময় থাকে, তাহলে সুরক্ষিত সম্পত্তি উদ্ধার করা সম্ভব হবে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা এবং এ/সি নং	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী হারু গায়েন,** পিতা শ্রী নিশিকান্ত গায়েন, ঠিকানা : সাউথ চাকাপাড়া, মিলনী, পো এবং থানা -লিলুয়া, জেলা -হাওড়া, পিন - ৭১১২০৪। **অন্যান্য ঠিকানা :** সাপুইপাড়া, নেতাজি নগর, বালি গ্রাম পঞ্চায়েত,থানা নিশ্চিন্দা, জেলা হাওড়া, পিন ৭১১২২৭। **এ/সি নং ৪২৬৫৬২৩২৬৪৮ (এইচবিএল), ৪২৬৫৬২০৯২৭৭ (এসবিআই-সুরক্ষা)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ এরিয়া আনুমানিক **১ কাঠা ৭ ছটাক** কমবেশি এবং তদস্থিত দোতলা পাকা ভবন পরিমাপ আনুমানিক **১২০০ বর্গফুট** ঢাকা এরিয়া (একতলা পরিমাপ ৬৩৯ বর্গফুট, দুই বেড রুম, এক কিচেন, এক বারান্দা, এক বাথ তথা প্রিভি এবং দোতলায় **৫৬১ বর্গফুট,** দুই বেড রুম, এক কিচেন, এক বারান্দা) কমবেশি অবস্থিত মৌজা : বালি, সিএস দাগ নং ৬৪৫৩ (অংশ), এলআর দাগ নং ২৩০০৯, জেএল নং ১৪, এলওপি নং ৯৪, এলআর খতিয়ান নং ৪০১২৯, স্থানীয় বালি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, হোল্ডিং নং ৯৪, নেতাজি নগর, সাপুইপাড়া, সাব রেজিস্ট্রার অফিস হাওড়া, থানা পূর্বতন বালি বর্তমানে নিশ্চিন্দা, জেলা হাওড়া, পিন ৭১১২২৭, দলিল নং ১৯০৩০০৭১৪ - ২০২৪ সালের নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১৯০৩-২০২৪, পৃষ্ঠা ২৯০২১ থেকে ২৯০৫০। **সম্পত্তি শ্রী হারু গায়েন পিতা শ্রী নিশিকান্ত গায়েন এর নামে। ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে :** এলওপি নং ৮৩, **দক্ষিণে :** সি রোড। **পূর্বে :** এলওপি ৯৩। **পশ্চিমে :** এলওপি নং ৯৫।	১) ০৭.১০.২০২৫ ২) ১১.১২.২০২৫ ৩) ২২,৬৬,৫৬৫.০০ টাকা (বাইশ লাখ ছেষট্টি হাজার পাঁচশ পঁয়ষট্টি টাকা) টাকা ০৪.১০.২০২৫ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ
২.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি অনামিকা দত্ত** স্বামী শ্রী চিন্ময় দত্ত, ঠিকানা : ২/১ নবাব আবদুল লতিফ স্ট্রিট কামারহাটি, বেলঘড়িয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৫৬ এবং **শ্রী চিন্ময় দত্ত** পিতা শ্রী গোরাঙ্গ চন্দ্র দত্ত ১৭বি/এ, প্রিয় নাথ ঘোষ স্ট্রিট, কামারহাটি এম, পো -বেলঘড়িয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭০০০৫৬। **এ/সি নং ৪০৫৩৬২১২৮৪৯ (এইচএল), ৪০৫৩৬২৫৬০৪৭ (এসবিআই-সুরক্ষা), ৪০৫৩৫৯৬৮১৫৭ (টপ আপ লোন)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ মুক্ত বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৯ (পূর্বদিকে) চারতলায়, পরিমাপ আনুমানিক **৮০০ বর্গফুট** সুপার বিল্ট আপ এরিয়া **৮০০ বর্গফুট** কমবেশি, ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং তথা ড্রইং স্পেস, ১ কিচেন, ২ ল্যাটরিন তথা বাথ রুম ১ ব্যালকনি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ ভবনস্থিত জমির আনুমানিক পরিমাপ **৩ কাঠা** কমবেশি বহুতল পাকা ভবন অবস্থিত মৌজা : বেলঘড়িয়া, জেএল নং ৩, আরএস নং ১৭, খতিয়ান নং ২৭২, এবং ২৮০, দাগ নং ৭৫৫ এবং ৭৫৬, ওয়ার্ড নং ২২, সাব রেজিস্ট্রার কাশীপুর দমদম অধিক্ষেত্রে, পুরসভা কামারহাটি অধীন,হোল্ডিং নং ৯৯৮, ৯৮৯, ৯৯০, অবস্থিত ২/১, নবাব আবদুল লতিফ স্ট্রিট, পো এবং থানা : বেলঘড়িয়া, কলকাতা- ৭০০০৫৬, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, দলিল নং ১৯০২০৭১৭১, বুক নং ১, ভলুম নং ১৯০২, পৃষ্ঠা ৫৮৭৬৯ থেকে ৫৮৮১৬ -২০১৫ সালের, এডিএসআরও -কাশীপুর দমদম। **সম্পত্তি শ্রী চিন্ময় দত্ত পিতা শ্রী গৌরাঙ্গ চন্দ্র দত্ত এবং শ্রীমতি অনামিকা দত্ত স্বামী শ্রী চিন্ময় দত্ত এর নামে। ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে :** ভূপেশ দে এর সম্পত্তি। **দক্ষিণে :** নির্মল কান্তি সরকার এবং অন্যান্যর সম্পত্তি। **পূর্বে :** দিঘি। **পশ্চিমে :** ১৬ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক।	১) ০৮.১০.২০২৫ ২) ১১.১২.২০২৫ ৩) ১৮,১৯,৮৮১.০০ টাকা (আঠার লাখ উনিশ হাজার আটশ একাশি টাকা) টাকা ০৭.১০.২০২৫ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ

তারিখ - ১১.১২.২০২৫ | স্থান - বালি, বেলঘরিয়া — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

এসবিআই আলুগ্রাম শাখা (০৮৫৫৮)

গ্রাম - অঙ্গারপুর, পোঃঅঃ- আলুগ্রাম, থানা- ভরতপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২৩০১ (পঃবঃ)
ই-মেল: sbi.08558@sbi.co.in

সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সেখ বাউল, যিনি **এসবিআই আলুগ্রাম শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তিনি সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/ বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) (**১৯.১২.২০২৫**) **বিকেল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, নিলামের দিন, অর্থাৎ (**২০.১২.২০২৫**) বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : সেখ বাউল

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	২০.১২.২০২৫	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ২৯.৩০০ নিট ওজন ২৯.২০০	১টি হার

তারিখ: ১৩.১২.২০২৫ | **স্থান: আলুগ্রাম, মুর্শিদাবাদ** — **অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক — এজেসি বোস রোড শাখা

১১৯, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) এবং ধারা ১৩(৪) অধীনে দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক,** ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৫.০৯.২০২৫** তারিখে **১. মেসার্স লালতা প্রসাদ শাউ এবং কোং (ঋণগ্রহীতা)** ঠিকানা - ১১/১ এ, নাথের বাগান স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৫২ এবং আরও ঠিকানা - ৬পি/১, সৎচাষি পাড়া রোড, থানা - কাশীপুর, ওয়ার্ড নং ১, কলকাতা - ৭০০০০২ **২. শ্রী জয় কিশোর গুপ্তা, পিতা প্রয়াত লালতা প্রসাদ গুপ্তা, (স্বত্বাধিকারী এবং জামিনদাতা, বন্ধকদাতা)** ঠিকানা - ১১/১ এ, নাথের বাগান স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৫২ এবং আরও ঠিকানা - ৬পি/১, সৎচাষি পাড়া রোড, থানা - কাশীপুর, ওয়ার্ড নং ১, কলকাতা - ৭০০০০২ **৩. শ্রীমতী আশা গুপ্তা পিতা হুইটলাল গুপ্তা এবং স্বামী শ্রী জয় কিশোর গুপ্তা (জামিনদাতা)** ঠিকানা - ১১/১ এ, নাথের বাগান স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৫২ এবং আরও ঠিকানা - ৬পি/১, সৎচাষি পাড়া রোড, থানা - কাশীপুর, ওয়ার্ড নং ১, কলকাতা - ৭০০০০২ প্রাপ্ত ঋণ এজেসি বোস রোড শাখা নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৭,৭১,৪৮,১৩১.৮১ টাকা (সাত কোটি একাত্তর লাখ আটচল্লিশ হাজার একশ একত্রিশ টাকা এবং একাশি পয়সা) ৩০.০৬.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয় সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত, নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** নিকট বকেয়া **৭,৭১,৪৮,১৩১.৮১ টাকা (সাত কোটি একাত্তর লাখ আটচল্লিশ হাজার একশ একত্রিশ টাকা এবং একাশি পয়সা) ৩০.০৬.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ। এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জি-২ তলা বসবাসের ভবন অবস্থিত জমি পরিমাপ আনুমানিক ২ কাঠা ৮ ছটাক ২০ বর্গফুট অবস্থিত ৬পি/১, সৎচাষী পাড়া রোড, থানা : কাশীপুর, ওয়ার্ড নং ১, বরো নং -১, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা কলকাতা, পিন - ৭০০০০২, একতলার মাপ ১২০০ বর্গফুট দুই গ্যারাজ এবং রুম, দোতলা ১২০০ বর্গফুট, তিন বেড রুম, বেং এক ডাইনিং রুম বাথ/প্রিভি এবং বারান্দা এবং তিনতলায় ১২০০ বর্গফুট দুই বেড রুম, এক লিভিং তথা ডাইনিং রুম এবং বাথ /প্রিভি এবং বারান্দা, মোট এলাকা ৩৬০০ বর্গফুট এবং দরজা, জানালা, দেওয়াল, বিম এবং অন্যান্য সকল আসবাব সংযুক্ত এবং পথ, চলার পথ এবং সকল সুবিধা জয় কিশোর গুপ্তা , পিতা প্রয়াত লালতা প্রসাদ গুপ্তা ওরফে শাউ, সকলের ব্যবহারের চলার পথ সহ; **চৌহদ্দি : উত্তরে :** প্রেমিসেস নং ৬/এম/১, সৎচাষী পাড়া রোড; **দক্ষিণে :** প্রেমিসেস নং ৬/৩, সৎচাষী পাড়া রোড; **পূর্বে :** খালি জমি এব আর টি শেড প্রেমিসেস নং ৭এ, সৎচাষী পাড়া রোড; **পশ্চিমে :** ২০ ফুট চওড়া সৎচাষী পাড়া রোড।
****পূর্বের দখল নোটিশ যা ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৪) অধীনে ইস্যু করা হয়েছিল তা প্রত্যাহৃত বাতিল হল।**

তারিখ : ১১.১২.২০২৫ | **স্থান : কলকাতা** — স্বা/- **অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

AXIS BANK
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি., এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১

(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেনে অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষে।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
১. শ্রী প্রণব কুমার সিনহা ২) শ্রীমতি চন্দনা রানি সিনহা ৩) শ্রীমতি ঝর্ণা সিনহা	ক) **১৯,৯৭,৯৯৯.৯৮ টাকা** (উনিশ লাখ সাতানব্বই হাজার নশো নিরানব্বই টাকা এবং আটানব্বই পয়সা) লোন এ/সি নং ৯২১০৩০০২৭৯২৩৫৯৪, ২৯.০১.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.০৫.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং **৩৭,৯৯৮.৩১ টাকা** (সাঁয়ত্রিশ হাজার নশো আটানব্বই টাকা এবং একত্রিশ পয়সা) লোন এ/সি নং ৯২১০৩০০২৭৯২৩৬৩৩, ২৯.০১.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.০৫.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া খ) ২৯.০১.২০২৫ গ) ১১.১২.২০২৫

বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া ৯ ডেসিমেল কমবেশি প্লট নং ৭১১, খতিয়ান নং ১৮০১, জেএল নং ১৫৪, মৌজা : পানদেপুর, থানা : করণদিঘি, এডিএসআরও -ডালখোলা,জেলা : উত্তর দিনাজপুর,পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৩৩২১৫, এবং তদস্থিত সমুদয় ভবন নির্মাণ ফিক্সচার, ফিটিংস এবং সমুদয় প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সংযুক্ত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** ভীম শর্মা, রীনা মহান্ত এবং মানিক সরকারের সম্পত্তি; **দক্ষিণে :** উমাপদ দাসের সম্পত্তি; **পূর্বে :** ১২ ফুট চওড়া সড়ক; **পশ্চিমে :** শ্যামল কিসকু এর সম্পত্তি।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
১. শ্রী দিলীপ মহালদার ২. শ্রী নারায়ণ মহালদার	ক) **৫,৯৫,৮৬৬.৯৩ টাকা** (পাঁচ লাখ পঁচানব্বই হাজার আটশ ছেষট্টি টাকা এবং তিরানব্বই পয়সা) লোন এ/সি নং ৯১৯০৩০০৫০৪৬৪৪১২, ১৮.০৫.২০২২ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.০৫.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং **২৬,৩১১.৩৯ টাকা** (ছাব্বিশ হাজার তিনশ এগার টাকা এবং উনচল্লিশ পয়সা) লোন এ/সি নং ৯১৯০৩০০৫০৪৬৪৪৩৮, ১৮.০৫.২০২২ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.০৫.২০২১ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া খ) ১৮.০৫.২০২২ গ) ১১.১২.২০২৫

বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ ০.০৮ (আনুমানিক) একর বাস্তু জমি, অবস্থিত মৌজা : পঞ্চতাইয়া, জেএল নং ২২, এলআর খতিয়ান নং ৪৯১, এলআর প্লট নং ৪৯, এবং ৫২, থানা : রায়গঞ্জ, জেলা -উত্তর দিনাজপুর এবং তদস্থিত সমুদয় ভবন এবং নির্মাণ।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
১. শ্রী হিরন্ময় সমাজদার ২. শ্রীমতি অঞ্জু সমাজদার	ক) **২,৯৭,৯১১.৭১ টাকা** লোন এ/সি নং LPR000505601751, ১৮.০৭.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ১৮.০৭.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং **২,৪৪,৮৬৭.০০ টাকা** লোন এ/সি নং LTR000507896526, ১৮.০৭.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ১৮.০৭.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া খ) ১৮.০৭.২০২৫ গ) ১১.১২.২০২৫

বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১সি, ফ্ল্যাট এর পরিমাপ ৫০৪ বর্গফুট- ৬৭২ বর্গফুট থেকে ঢাকা এরিয়া ৬৩০ বর্গফুট - ৮৪০ বর্গফুট থেকে সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ফ্ল্যাটের অবস্থিত ২য়তলে, দুই বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, এক ডব্লুসি, এক বাথ রুম, এক কিচেন, এক বারান্দা উক্ত ভবনে নাম জগৎবন্ধু অ্যাপার্টমেন্ট, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ সকল ফিটিংস ফিক্সচার ইত্যাদি মৌজা : বারুইপুর, জেএল নং ৩১, আরএস নং ৭১, তৌজি নং ২৫০, আরএস দাগ নং ২১১৭, সিএস দাগ নং ২৯১৭, খতিয়ান নং ২১২২, অবস্থিত হোল্ডিং নং ১১৮ এবং ১১৮/এ, কে এম রায়চৌধুরী রোড,বারুইপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ৫ অধীন, থানা : বারুইপুর, কলকাতা - ৭০০১৪৪, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, (টাইলসের মেঝে ফ্ল্যাটের)। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** খোলা জায়গা; **দক্ষিণে :** সিঁড়ি এবং করিডর; **পূর্বে :** খোলা জায়গা; **পশ্চিমে :** করিডর।

তারিখ : ১৩.১২.২০২৫ | স্থান : পশ্চিমবঙ্গ — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ

সন্দেশখালিতে ফের সিবিআই অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: সন্দেশখালির ভাঙিপাড়া এলাকায় শুক্রবার আবার সিবিআই আধিকারিকরা। সেখানকার নলকোড়া বেসিক প্রাইমারি স্কুলে আসেন তাঁরা। গ্রামবাসীদের ডেকে সেখানেই তাঁদের কাছে ২০১৯ সালের ৮ জুনের ঘটনা শোনেন। ওইদিন ৩ বিজেপি কর্মী নৃশংসভাবে খুন হয়েছিল এখানে।

২০১৯ সালের ৮ জুন তিন বিজেপি কর্মী প্রদীপ মণ্ডল, দেবদাস মণ্ডল ও সুকান্ত মণ্ডলকে গুলি করে ও কুপিয়ে খুন করা হয়েছিল। সেই ঘটনায় সিআইডি তদন্তে নামে, পরবর্তী সময়ে চার্জশিট থেকে শেখ শাহজাহান-সহ ২৮ জনের নাম বাদ পড়ে। এরপর নিহত প্রদীপ মণ্ডল সুকান্ত মণ্ডল ও দেবদাস মণ্ডলের পরিবারের পক্ষ থেকে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করে সিবিআই তদন্তের। আদালত সিবিআই তদন্তে্র নির্দেশ দিয়েছিল। তারপর থেকে সেই ঘটনার তদন্ত শুরু করে সিবিআই। বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবার আবার সিবিআই আধিকারিকরা কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে করে ভাঙিপাড়ায় আসেন এবং সেখানকার নলকোড়া বেসিক প্রাইমারি স্কুলে বসে গ্রামবাসীদের কাছে সেই দিনকার ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণী শোনেন এবং তা রেকর্ড করেন।

নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপনে দেরি নিয়ে লোকসভায় সরব ঝাড়গ্রামের সাংসদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: শিক্ষার বিস্তারে কেন্দ্র, রাজ্যের সমন্বয় অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য মানসম্মত আবাসিক শিক্ষা ব্যবস্থা আজকের দিনে অপরিহার্য। সেই পরিপ্রেক্ষিতে জওহর নবোদয় বিদ্যালয় দেশে শিক্ষার মান উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। কিন্তু অনুমোদন থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে নতুন নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপন প্রক্রিয়া শুরু না-হওয়ায় উঠছে প্রশ্ন। গত বছর কেন্দ্র সরকার সারাদেশে মোট ২৮টি নতুন জওহর নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন দেয়। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছে দুটি একটি পূর্ব বর্ধমান জেলায় এবং অন্যটি ঝাড়গ্রামে। কিন্তু বিদ্যালয় স্থাপনা বা জমি চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত অগ্রগতি এখনও স্পষ্ট নয়। এই বিষয়টিকেই সামনে এনে ঝাড়গ্রাম লোকসভার সাংসদ কালীপদ সরেন শুক্রবার লোকসভার শীতকালীন অধিবেশনে তীব্র সুরে দাবি তোলেন। তিনি জানান, পশ্চিমবঙ্গকে শিক্ষা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বঞ্চনা করছে কেন্দ্র সরকার এবং ঝাড়গ্রামের নবোদয় বিদ্যালয়ের বিলম্ব সে বঞ্চনারই উদাহরণ। সাংসদ কালীপদ সরেন আরোও বলেন, 'ঝাড়গ্রাম জেলার বহু মেধাবী ছাত্রছাত্রী মানসম্মত আবাসিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। নবোদয় বিদ্যালয় দ্রুত চালু হলে জেলার শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাবে ও বহু পরিবারের দীর্ঘদিনের অপেক্ষা শেষ হবে।' এদিন তিনি লোকসভায় আরও একাধিক উন্নয়ন, সংক্রান্ত দাবি তোলেন এবং কেন্দ্রের উদাসীনতার বিরুদ্ধে সরব হন।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ভোট যত এগিয়ে আসবে ততই প্রতিশ্রুতির বন্যা বইবে। বাস্তবে কতটা কাজ হবে তা জনগণ ভোটের পর উপলব্ধি করতে পারবে। রাস্তা সংস্কারের আবেদন বহবার জানিয়েও লাভ না হওয়ায় এবার পথে নেমে আন্দোলন করলেন গ্রামের মানুষ। খানাকুলের রামনগর থেকে কয়েতডাঙা পর্যন্ত রাস্তা বেহাল। খানাখন্দে ভরে গেছে। পুরো রাস্তাটিরই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এলাকার মানুষ বহুদিন ধরে রাস্তা সংস্কারের জন্য প্রশাসনের কাছে দাবি জানান। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। শুক্রবার বাধ্য হয়ে গ্রামের মানুষ ওই রাস্তা সংস্কারের জন্য পথঅবরোধ করেন। রাস্তা খারাপের কারণে খানাকুলের সুলট এলাকায় প্রায় এক ঘণ্টার বেশি সময় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা। তাঁদের দাবি, রাজ্য সরকার এত উন্নয়নমূলক কাজ করছে বলে প্রচার করছে। কিন্তু আরামবাগ ও খানাকুলের মধ্যে যোগাযোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার সংস্কার হচ্ছে না কেন? এই রাস্তা দিয়ে কয়েক হাজার চাষি চাষের কাজ করতে যায়। কয়েকশো স্কুল ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন স্কুল কলেজে যায়। কয়েক হাজার মানুষ প্রশাসনিক কাজে খানাকুল ও আরামবাগে যাতায়াত করে। তা সত্ত্বেও এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেই প্রশাসনের। আর এই নিয়েই সুর চড়িয়েছে বিজেপি। এই বিষয়ে খানাকুল বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ জানান,'এই ব্লকে তৃণমূল পঞ্চায়েত সমিতি ও স্থানীয় পঞ্চায়েত চালাচ্ছে। কিন্তু উন্নয়নের কাজ হচ্ছে কই? রামনগর থেকে কয়েতডাঙা পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও রাস্তাটি সংস্কারের বিষয়ে উদাসীন প্রশাসন। পথশ্রী নামে জনগণকে ভাঁওতা দেওয়া হচ্ছে। সব কাটমানিতে টাকা চলে যাচ্ছে তৃণমূল নেতাদের পকেটে।' অন্যদিকে খানাকুল এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি মিন্টু পাল বলেন, 'এই রাস্তার টেন্ডার হয়ে গেছে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ হবে।' সবমিলিয়ে এদিন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছায় খানাকুল থানার পুলিশ। পুলিশের আশ্বাসে ওঠে অবরোধ।

পঞ্চায়েতে শংসাপত্র নিয়ে হয়রানির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েতে শংসাপত্র নিয়ে হয়রানির অভিযোগ তুললো সংশ্লিষ্ট এলাকার স্কুল ও কলেজ পড়ুয়ারা। তাঁদের অভিযোগ, কন্যাশ্রী প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য অবিবাহিত হওয়ার শংসাপত্র পঞ্চায়েতের তরফ থেকে স্কুলে জমা দিতে হয়। পাশাপাশি স্কলারশাপ পাওয়ার ক্ষেত্রেও একইভাবে পঞ্চায়েতের একটি শংসাপত্র প্রয়োজন হয়। অনলাইনে আবেদন করার পরেও মথুরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ পড়ুয়াদের সেই শংসাপত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনরকম আগ্রহ দেখাচ্ছে না। অবশেষে শুক্রবার মথুরাপুর এলাকার একটি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের অসংখ্য ছাত্রী এবং মানাকচক কলেজের একদল পড়ুয়ারা পঞ্চায়েত অফিসের প্রধান ও সচিবকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালো। প্রায় এক ঘণ্টা বিক্ষোভের জেরে চরম অস্বস্তিতে পড়ে যায় মানিকচক ব্লকের বিজেপি পরিচালিত মথুরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। পরে অবশ্য পঞ্চায়েত প্রধানের আশ্বাসে পড়ুয়ারা বিক্ষোভ তুলে নেয়।

মানিকচক ব্লকের অন্তর্গত বিজেপি পরিচালিত মথুরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। মথুরাপুর এলাকার স্কুলছাত্রী থেকে শুরু করে কলেজ পড়ুয়ারা এদিন পঞ্চায়েত ভবনে জড়ো হয়। তাদের অভিযোগ, ছাত্রীদের কন্যাশ্রীর ফরম পূরণের জন্য অবিবাহিত শংসাপত্র প্রয়োজন পঞ্চায়েতের। অন্যদিকে ছাত্রদের অভিযোগ, স্কলারশিপের ফর্ম পূরণের জন্য পরিবারের ইনকাম সার্টিফিকেট প্রয়োজন। দিন কয়েক আগেই তাঁরা অনলাইনের মাধ্যমে যেভাবে আবেদন করা দরকার সমস্তটাই করেছেন। কিন্তু তাঁদের সেই আবেদন মঞ্জুর দিয়ে শংসাপত্র দেওয়ায় হচ্ছে না। দিনের পর দিন পঞ্চায়েত ভবনে এসে হয়রানের সম্মুখীন হতে হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের বলে অভিযোগ। কখনও পঞ্চায়েতের সচিব অনুপস্থিত থাকছেন, তো আবার কখনও ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে দিন তাঁরা বাধ্য হয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।

এদিন মথুরাপুর তিলক সুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়ের অসংখ্য ছাত্রীরা পঞ্চায়েত অফিসে এসে শংসাপত্র পাওয়ার জন্য বিক্ষোভ দেখান। সংশ্লিষ্ট স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্রী মধুমিতা মণ্ডল বলেন, '১৮ বছর বয়সে কন্যাশ্রী প্রকল্পের এককালীন ২৫ হাজার টাকা দিয়ে থাকে রাজ্য সরকার। সেই টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা যে অবিবাহিত রয়েছি, তার শংসাপত্র সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত দেয়। এজন্য প্রায় একমাস আগে অনলাইনে আবেদন করেছি। কিন্তু প্রতিবারই পঞ্চায়েতে এসে ঘুরে যাচ্ছি। আমাদের শংসাপত্র দেওয়া হচ্ছে না।' মানিকচক কলেজের কলা বিভাগের প্রথম বর্ষের পড়ুয়া বিপ্লব মণ্ডল বলেন, 'স্কলারশিপ পাওয়ার ক্ষেত্রে মূলত কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন পত্র নিজেদের পরিবারের রোজগারের পরিমাণ জানাতে হয়। তার জন্য পঞ্চায়েতের একটি শংসাপত্র দিতে হয়। এজন্য অনলাইনে আবেদন করেছি। কিন্তু একমাস পেরিয়ে গেলেও পঞ্চায়েত থেকে সেই শংসাপত্রের মিলছে না।' এদিকে এই ঘটনার পর মথুরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব সুদীপ্ত দাস কোনরকম মন্তব্য করেননি। মথুরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি দলের প্রধান মৌসুমি মণ্ডল বলেন, 'পড়ুয়াদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, কিছু সমস্যার কারণে শংসাপত্র আটকে ছিল। তবে দ্রুত সেগুলি ছেড়ে দেওয়া হবে।'

রি-ভেরিফিকেশন নিয়ে বিএলও বিক্ষোভ কালনায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রি-ভেরিফিকেশন নিয়ে শুক্রবার কালনা ১ বিডিও দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখায় বিএলও-রা। পরে তাঁরা ৪ দফা দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করেন ব্লকের ইলেকশন অফিসারকে। বিএলওদের দাবি, প্রতিটি বিএলওকে প্রায় ৩০০ ভোটারের বাড়ি বাড়ি গিয়ে রি-ভেরিফিকেশন করার সময় দিয়েছে মাত্র দু-দিন। এই কাজের সময়সীমা অতিঅবশ্যই বাড়াতে হবে। উত্তর প্রদেশ-সহ বিভিন্ন বিজেপি পরিচালিত রাজ্যগুলিতে এসআইআর-এর সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিন্তু বাংলায় সময়সীমা বৃদ্ধি না করে বৈমাত্রিক সুলভ আচরণ করা হচ্ছে। এসব বন্ধ করতে হবে। অ্যাপের মধ্যে বানানে ভুল থাকায় ভোটারদের রি-ভেরিফিকেশন করতে বাধ্য হতে হচ্ছে। এই দোষ বিএলওদের উপর না চাপিয়ে নির্বাচন কমিশনকে দায় নিতে হবে।

বিপুল আলুর খেত নষ্ট করল হাতির দল

মাথায় হাত চাষিদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দলমায় ফেরার পথে বিঘের পর বিঘে আলুর জমি মাড়িয়ে দিল হাতির দল। গতকাল রাতে সোনামুখীর জঙ্গল পেরিয়ে ২৩ থেকে ২৫টি হাতি ঢুকে পড়ে রাধানগর রেঞ্জের প্রকাশ ও উলিয়াড়া এলাকায়। আলু তোলার ঠিক আগে হাতির দলের তাণ্ডবে বিঘের পর বিঘে জমির আলু এভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় মাথায় হাত পড়েছে এলাকার চাষিদের। প্রতি বছরের মতো চলতি বছরও অগস্ট মাসে খাবারের খোঁজে পশ্চিম মেদিনীপুরের সীমানা পেরিয়ে দফায় দফায় বাঁকুড়ায় প্রবেশ করে হাতির দল। ওই মাসেই প্রায় ৬৩টি হাতি ঢুকে পড়ে বাঁকুড়ায়। বিষ্ণুপুর, সোনামুখী ও বেলিয়াতোড়ের জঙ্গল পেরিয়ে হাতির দল সটান হাজির হয় বড়জোড়ার পাবয়ার জঙ্গলে। সেখানে প্রায় ৪ মাস কাটিয়ে দিন দুই আগে হাতির দল ফের ফিরতে শুরু করে পশ্চিম মেদিনীপুরের দিকে। ফেরার পথে গতকাল রাতে ২৩ থেকে ২৫টি হাতির দল সোনামুখীর জঙ্গল পেরিয়ে ঢুকে পড়ে রাধানগর রেঞ্জের প্রকাশ ও উলিয়াড়া গ্রাম লাগোয়া বিস্তীর্ণ আলুর জমিতে। বিঘের পর বিঘে আলুর জমিতে রাতভর তাণ্ডব চালায় হাতির দলটি। আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই

পোখরাজ আলু জমি থেকে তুলতেন এলাকার চাষিরা। ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের দাবি, বিঘে প্রতি আলু চাষে খরচ হয়েছে ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা। সমবায় ও স্থানীয় মহাজনদের কাছে ঋণ নিয়ে সেই টাকা জোগাড় করেছিলেন চাষিরা। পোখরাজ আলুর ফলনও হয়েছিল ভালো। কিন্তু ফসল তোলার ঠিক আগে এভাবে হাতির দলের তান্ডবে বিঘের পর বিঘে আলু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় কীভাবে এখন সেই ঋণ শোধ করবেন তা নিয়ে প্রবল দুশ্চিন্তায় পড়েছেন চাষিরা।

পশ্চিম মেদিনীপুরে বাদ ২ লক্ষ ভোটার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: এসআইআর প্রক্রিয়ায় পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় দু'লক্ষের বেশি ভোটারের নাম বাদ পড়তে চলেছে। জেলায় রয়েছে মোট ৪০ লক্ষ ১৫ হাজার ভোটার। এদের মধ্যে ৮৮ হাজার মৃত, প্রায় ৪৫ হাজার নিখোঁজ ও ৬৮ হাজার স্থানান্তরিত ভোটার। এনুমারেশন ফর্ম সংগৃহীত হয়েছে ৩৮ লক্ষ ১১ হাজার। দু'লক্ষেরও বেশি ফর্ম জমা পড়েনি। জেলার মুখ্য নির্বাচনে আধিকারিক তথা জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণ জানিয়েছেন, 'শুনানির জন্য সবরকম প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। যে দু'লক্ষেরও বেশি ফর্ম জমা পড়েনি শুনানিতে। তাঁদের ডাকার সম্ভাবনাও নেই বলে এক নির্বাচন আধিকারিক জানিয়েছেন।

দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পোলবা: মা'কে ট্রেকারে তুলেও দিয়ে এসেছিল নাবালক ছেলে। কিন্তু তারপর থেকেই আর খোঁজ মিলছিল না মহিলার। বোনের বাড়ি যাবেন বলে বৃহস্পতিবার বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। অবশেষে শুক্রবার সকালে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। হুগলির পোলবা থানা এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম রিনা সাঁতরা (৪২)। তাঁর বাড়ি হুগলির পোলবা থানার সুগন্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের চকগোটু গ্রামে। কয়েক বছর আগে জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছিল স্বামীর। মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু পারিবারিক অশান্তির জেরে আত্মঘাতী হয়েছেন মেয়ে। তারপর থেকে বছর পনেরোর ছেলেকে নিয়েই থাকতেন রিনা। বৃহস্পতিবার হারিট গ্রামে বোনের বাড়িতে যাওয়ার জন্য ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলেন রিনা। মা'কে ট্রেকারে তুলে দিয়ে বাড়ি ফিরে আসে ছেলে। ঘণ্টাখানেক পরে মাসির বাড়িতে ফোন করে সে জানতে পারে, মা সেখানে যায়নি। এরপরেই শুরু হয় খোঁজ। পুলিশে অভিযোগও দায়ের করা হয়। অবশেষে শুক্রবার সকালে তাঁদের পুরোনো বাড়ি থেকে রিনার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। আত্মহত্যা, নাকি নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

বামপন্থীরা ধর্ম নয়, পেটের খিদে মেটানোর উপায়, বললেন মীনাক্ষী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: 'ধর্ম হোক, জাত হোক, শেষ কথা বলে পেটের খিদে। বামপন্থীরা পেটের খিদের কারণ, পেটের খিদে না মেটা আর পেটের খিদে কিভাবে মিটবে তার কথা বলছে, ধর্ম নিয়ে কোনও কথা তারা বলছে না।' পূর্বস্থলীতে দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে এমনই বললেন বাম নেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জী।

পাশাপাশি হুমায়ুন কবীর তাদের দলে যোগদান প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে তিনি এই প্রশ্নের কোনও মন্তব্য করতে চাননি। '১০০ দিনের কাজ ২০০ দিনের হবে কিনা জিনিসপত্রের দাম কমবে কিনা' এটাই তাদের মূল বক্তব্য বলে জানান। সিপিএমের বাংলা বাঁচাও কর্মসূচিতে নিমতলা বাজারে এদিন যোগ দেন ভারতের

গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক মীনাক্ষী মুখার্জী। সিপিএমের তরফে বাংলা বাঁচাও যাত্রা রাজ্যের প্রতিটি কোনায় পৌঁছাচ্ছে। সেই মত এদিন হেমাতপুর মোড় থেকে কুসুমগ্রাম পর্যন্ত বাইক র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। তার মাঝে নিমতলা বাজার এলাকায় পথসভায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন মীনাক্ষী।

SBI
শাখা - স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা (০৫১৭১)
শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/অংশীদার/ জামিনদাতা এবং আইনি উত্তরাধিকারীর নাম এবং ঠিকানা	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	মোট বকেয়া (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
১	**শ্রী সম্পদ ঘোষ,** **ঠিকানা :** ৩১, স্নাফ মিল স্ট্রিট, বেলঘড়িয়া, কামারহাটি, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৫৬, আরও ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং বিএ৩, উত্তর পূর্ব দিকে, ৩য়তলে, হোল্ডিং নং ২৯৬, ওয়ার্ড নং ৪, রবীন্দ্র সরণি, পো এবং থানা : দমদম, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ -৭০০০৬৫। **শাখার নাম : আরএসিপিসি বারাকপুর।**	**অংশ -১** জমি এবং ভবন **অংশ -২** **বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ** উপরোক্ত দ্বিতীয় তপশিল উল্লেখ্য **(এতদ্বারা জ্ঞাত করা হবে)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং বিএ-৩, উত্তর পূবঠ দিকে তিনতলায় পরিমাপ আনুমানিক ৭৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি, দুই বেড রুম, এক ডাইনিং রুম, এক কিচেন, এক টয়লেট অবস্থিত ভবনে অবস্থিত প্লট জমি পরিমাপ আনুমানিক ২ কাঠা ৫ ছটাক ৮ বর্গফুট কমবেশি মৌজা : গারনি, আরএস দাগ নং ৫৮৭, এলআর দাগ নং ৯৪১, আরএস খতিয়ান নং ৫২, এলআর খতিয়ান নং ৭, জেএল নং ১৬, আরএস নং ২১, তৌজি নং ১৬৪, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার দম দম সমীপে এবং হোল্ডিং নং ২৯৬, রবীন্দ্র সরণি, থানা : দম দম, কলকাতা -৭০০০৬৫, ওয়ার্ড নং ৪, দক্ষিণ দম দম পুরসভা অধীন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় চুক্তি **শ্রী সম্পদ ঘোষ এর নামে, উল্লেখ্য দলিল নং ১-৯২৮/২৫,** বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯০৩-২০২৫, পৃষ্ঠা ৩৩৬৬১ থেকে ৩৩৬৮৩, **দলিল নং ১৯০৩০০৯২৮ - ২০২৫ সালের তারিখ ০১.০২.২০২৫। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে** : খাল। **দক্ষিণে :** ৬ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক। **পূর্বে :** দেবাশিস চন্দ্র এর সম্পত্তি। **পশ্চিমে :** রাজা বারুই এর সম্পত্তি।	২৭.১১.২০২৫	১৮.০৩.২০২৫	**২৪,৬৭,৮৫৫.০০ টাকা** (চব্বিশ লাখ সাতষট্টি হাজার আটশ পঞ্চান্ন টাকা) **২৫.১১.২০২৫** অনুযায়ী। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
দ্রষ্টব্য : এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ১৩.১২.২০২৫
স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট লার্জ (SAML)
কলকাতা শাখা, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ২য় তল
ইন্ডিয়ান ব্যাংক বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ইমেল : samlkolkata@indianbank.co.in
ফোন নং : (০৩৩) ২২৩১ ১৪৭১

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) এবং ৬(২) (প্রযোজ্য মতে)]
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) এবং ৬(২) (প্রযোজ্য মতে) সংস্থান অধীনে বিক্রয় নোটিশ
এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক দেওয়া/চার্জ করা নীচে বর্ণিত স্থাবর/স্থাবর সম্পত্তি, যার ভৌত দখল **ইন্ডিয়ান ব্যাংক, এসএএমএল কলকাতা শাখার** (সুরক্ষিত পাওনাদার) অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে"** ভিত্তিতে **৩০.১২.২০২৫** তারিখে বিক্রি করা হবে, যাতে **ইন্ডিয়ান ব্যাংক, এসএএমএল কলকাতা শাখার** (সুরক্ষিত পাওনাদার) প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে নীচে উল্লিখিত পরিমাণ ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের কাছ থেকে আদায় করা যায়।
ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে তালিকাভুক্ত করা হল :

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা/ বন্ধকদাতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	**ক) ১. মেসার্স বায়োমেড ডায়াগনস্টিকস (ঋণগ্রহীতা)** তানিশি প্লাজা, ইটিনদিয়া রোড, নতুন বাজার, বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩ ৪১১, পশ্চিমবঙ্গ। **আরও ঠিকানা :** ১৫৫এ, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৩১, পশ্চিমবঙ্গ। **২. শ্রী অনিল কুমার সামন্ত (স্বত্বাধিকারী/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা)** পিতা বংশী বদন সামন্ত ৩এফ, ৪র্থ তল, দীপ্তাবানী অ্যাপার্টমেন্ট, ১৮, তেলিপাড়া লেন, কপিবাগান আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার ট্যাঙ্ক, ঢাকুরিয়া, কলকাতা - ৭০০ ০৩১, পশ্চিমবঙ্গ। **৩. শ্রীমতী সঞ্চিতা সামন্ত (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা)** স্বামী শ্রী অনিল কুমার সামন্ত ৩এফ, ৪র্থ তল, দীপ্তাবানী অ্যাপার্টমেন্ট, ১৮, তেলিপাড়া লেন, কপিবাগান আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার ট্যাঙ্ক, ঢাকুরিয়া, কলকাতা - ৭০০ ০৩১, পশ্চিমবঙ্গ। **খ) স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট লার্জ কলকাতা শাখা**	মেশিনারিজ : কোনিকা মিনলটা সিআর সিস্টেম এবং মেডিলাস ৩০০ ম্যাক্সরে মেশিন বাকি টেবল সহ, সিমেন্স অ্যাডভিয়া সেন্টুর এক্সপি ইমুউনোস্যাসি সিস্টেম, সিমেন্স ক্লিনিটেক অ্যাডভান্টুস ইউরিন কেমিস্ট্রি অ্যানালাইজার, কুশ সেমি-অটোমেটিক ভার্সেটাইল ক্লিনিক্যাল বাইয়োকেমিস্ট্রি অ্যানালাইজার, বাইয়োম্যাক্স আকিরা এনএস ১ মাইক্রোস্কোপ বাইনোকুলার, ভোল্টাস এসি ১.৫ টন, এলজি এসি ১.৫ টন, প্লাস্টিক চেয়ার, অফিস টেবল এবং ল্যাব টেবল, ফায়ার এক্সটিংগুইসার, সিসিটিভি ক্যামেরা, রেকর্ডার সহ, অটোমেটিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট অ্যাটেডেন্স মেশিন, ফোর্বসভ্যাকুয়াম ক্লিনার, স্টিল আলমিরা, ক্ষতিগ্রস্ত ইনকিউবেটর মেশিন, ২৮০ লি হিতাচি রেফ্রিজারেটর, এলসিডি মনিটর, সিপিইউ ক্যাবিনেট, এইচপি লেজার জেট প্রো ৪০০ প্রিন্টার, মাইক্রোটেক ইউপিএস, টেয়ার পেটিট ব্যালেন্স, প্লার পেডেস্টাল ফ্যান, মিনি স্ট্যান্ড ফ্যান, সার্ভার রুম ইনস্ট্রুমেন্টস, অটোমেটিক সেন্সর স্লাইডিং ডোর, স্টার বারকোড প্রিন্টার মেশিন, টিএসসি টিটিপি ২৪৪ প্রো বারকোড প্রিন্টার, স্যামসোনিক অ্যাম্প্লিফায়ার।	**১,৪৪,৬২,১৪৩.৩৬ টাকা** (এক কোটি চুয়াল্লিশ লাখ বাষট্টি হাজার একশ তেতাল্লিশ টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা) **২৯.০৮.২০১৯ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ ৩০.০৮.২০১৯ থেকে **(৫৫,৫০,০০০.০০ টাকা ১২.০৫.২০২৩** তারিখে গৃহীত হয়েছে ই-নিলাম বিক্রয় মাধ্যমে একটি বন্ধকদত্ত সম্পত্তি থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যতীত)	ক) **১৯,৪৪,০০০.০০ টাকা (*)** (উনিশ লাখ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা) খ) **১,৯৪,৪০০.০০ টাকা** (এক লাখ চুরানব্বই হাজার চারশ টাকা) গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB30260190759H** ঙ) **অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞানমতে সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই** চ) **স্বত্ব দখলীকৃত**
১	**ক) ১. মেসার্স বার্নপুর ইলেক্ট্রিক্যালস স্বত্বাধিকারী : শ্রী বিশ্বজিৎ মাজি** মহিমা এনক্লেভ, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের নিকট, আপকার গার্ডেন, থানা - আসানসোল উত্তর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩ ৩০৪ **২. শ্রী বিশ্বজিৎ মাজি** পিতা প্রয়াত হারাধন মাজি প্লট নং ১৭, করুণাময়ী হাউজিং স্টেট, এক্সাইজ কলোনির পিছনে, আসানসোল, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩ ৩০৫। **৩. শ্রীমতী সুনীপা মাজি,** স্বামী শ্রী বিশ্বজিৎ মাজি প্লট নং ১৭, করুণাময়ী হাউজিং স্টেট, এক্সাইজ কলোনির পিছনে, আসানসোল, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩ ৩০৫। **খ) স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লার্জ কলকাতা শাখা**	বিভিন্ন বৈদ্যুতিক দফাসমূহ এবং সরঞ্জাম (ব্যবহৃত এবং অব্যবহৃত)। (আগ্রহী ক্রেতাদের প্রকৃতভাবে যাচাই করতে হবে)	**১,৪৭,৪৮,৪৮৪.০০ টাকা** (এক কোটি সাতচল্লিশ লাখ আটচল্লিশ হাজার চারশ চুরাশি টাকা) **১৭.০৫.২০২২** অনুযায়ী পরবর্তী, সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **১,৩৬,০০০.০০ টাকা (*)** (এক লাখ ছত্রিশ হাজার টাকা) খ) **১৩,৬০০.০০ টাকা** (তেরো হাজার ছশো টাকা) গ) **৫,০০০.০০ টাকা** (পাঁচ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB30116044412H** ঙ) **অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞানমতে সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই** চ) **স্বত্ব দখলীকৃত**

যোগাযোগের ব্যক্তি : মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ সিং (অনুমোদিত অফিসার) মোবাইল : ৮০১৭০ ০৭৬৩২

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৭.১২.২০২৫ থেকে ২৯.১২.২০২৫, সময় : সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ৩০.১২.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ১১.১২.২০২৫
স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪ নং, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার স্বত্ব দখলীকৃত **"যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৯.১২.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিনদত্ত ঋণদাতার নিকট সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে বর্ণিত বকেয়া আদায়ের জন্য। ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ঋণগ্রহীতার নাম অ্যাকাউন্ট নাম্বার এবং শাখা	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরণ খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১. **মেসার্স ইউ এস এন্টারপ্রাইজ** (স্বত্বা : প্রয়াত উমা শঙ্কর মুখার্জি) দাবি নোটিশ। ঠিকানা : ২৫৯, রায় বাহাদুর রোড, কলকাতা -৭০০০৫৩, আরও ঠিকানা : ২২এ/১, রায় বাহাদুর রোড, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৭০০০৫৩। ২. **শ্রীমতি অর্চনা মুখার্জি,** স্বামী প্রয়াত শ্রী উমা শঙ্কর এন্টারপ্রাইজ (জামিনদাতা/প্রয়াত উমা শঙ্কর মুখার্জি - ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা- এর আইনি উত্তরাধিকারী) ঠিকানা : ২২এ/১, রায় বাহাদুর রোড, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৭০০০৫৩। ঠিকানা : ২৫৯, রায় বাহাদুর রোড, কলকাতা -৭০০০৫৩ । ৩. **শ্রী গৌর কিশোর এন্টারপ্রাইজ** (প্রয়াত উমা শঙ্কর মুখার্জি এর আইনি উত্তরাধিকারী) ঠিকানা : ২২এ/১, রায় বাহাদুর রোড, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৭০০০৫৩। ঠিকানা : ২৫৯, রায় বাহাদুর রোড, কলকাতা -৭০০০৫৩ । **অ্যাকাউন্ট নং :** ২০০৮৯৬৬৯৪৬৮ এবং ৭১৩১৭০৫৫৯২। **শাখা :** নিউ আলিপুর।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ রাজস্বদত্ত জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ পরিমাপ আনুমানিক ৩ কাঠা (৩ কাঠা দাগ নং ৩৪৯ এবং ২ কাঠা দাগ নং ৭৬৭ থেকে) কমবেশি পুরানো ভগ্নদশা টিন শেড নির্মাণ পরিমাপ আনুমানিক ২০০ বর্গফুট, অংশ দাগ নং ৩৪৯ এবং ৭৬৭, খতিয়ান নং ৩২৩, মৌজা পাঁজা সাহাপুর, জেএল নং ৯, আরএস নং ১৮০, তৌজি নং ৯৩, পরগনা- মাগুরা, থানা : বেহালা, এডিএসআর অফিস বেহালা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বর্তমানে স্থানীয় কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১১৭, প্রেমিসেস নং ২৫৯ এবং হোল্ডিং নং ৪১/১, রায় বাহাদুর রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৩, এবং সকল সুবিধা স্বত্ব এবং স্বার্থ পরিষেবা ভোগ দখলের, সকলের চলার পথ, সকলের ব্যবহার বাথ এবং প্রিভি, নিকাশি, বৈদ্যুতিক মিটার রুম, ট্যাপ ওয়াটার সিকিউরিটি গার্ড ইত্যাদি সংযুক্ত। সম্পত্তি শ্রীমতি অর্চনা মুখার্জি এর নামে। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ১ কাঠা ৪ ছটাক ১৬ বর্গফুট এবং তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত মৌজা : পাঁজা সাহাপুর, জেএল নং ৫, দাগ নং ৭৬৭, খতিয়ান নং ২৩২, আরএস নং ১৮০, তৌজি নং ৯৩, থানা : বেহালা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ওয়ার্ড নং ১১৭, কেএমসি, প্রেমিসেস নং ২৫৯, হোল্ডিং নং ৪১/১, রায় বাহাদুর রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৩, দলিল নং ১-৪০৩৭-২০০৯, রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর-২, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সম্পত্তি শ্রী উমা শঙ্কর মুখার্জি এর নামে। **উত্তরে :** অংশ দাগ নং ৩৪৯; **দক্ষিণে :** সাধারণ চলার পথ এবং নিকাশি; **পূর্বে :** অংশ দাগ নং ৩৪৯; **পশ্চিমে :** শ্রী উমা শঙ্কর মুখার্জি এবং শ্রীমতি গীতা সরকার এর জমি এবং নির্মাণ। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** শ্রীমতি গীতা সরকার এর জমি এবং নির্মাণ; **দক্ষিণে :** সাধারণ চলার পথ এবং নিকাশি; **পূর্বে :** অর্চনা মুখার্জি এর জমি; **পশ্চিমে :** শান্তি শর্মা এর জমি এবং নির্মাণ।	ক) **স্বত্ব দখলীকৃত** খ) **জানা নেই** গ) **১,২৫,০০,০০০.০০ টাকা** ঘ) **১২,৫০,০০০.০০ টাকা** ঙ) **১০,০০০.০০ টাকা** চ) **IDIB010087088061** ছ) **১,২২,৬৭,০৫৯.০০ টাকা (এক কোটি বাইশ লাখ সাতষট্টি হাজার উনষাট টাকা) ১২.১২.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ**

পর্যবেক্ষণের তারিখ - ১৫.১২.২০২৫ থেকে ২৮.১২.২০২৫ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৯.১২.২০২৫, সময় : সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট **(https://www.baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০ ইমেল আইডি - support.BAANKNET@psballiance.com এবং হেল্প লাইন নম্বর পাওয়া যাবে সার্ভিস প্রোভাইডারের হেল্পডেস্কে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন support.BAANKNET@psballiance.com
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://www.baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৮৩৪০৭৬৩৯৭০

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ১১.১২.২০২৫
স্থান : কলকাতা
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ, শোকপ্রকাশ মোদী-রাহুল-খাড়গের

লাতুর, ১২ ডিসেম্বর: প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা শিবরাজ পাটিল প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। শুক্রবার সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ মহারাষ্ট্রের লাতুরে নিজ বাসভবনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন শিবরাজ পাটিল। দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন শিবরাজ পাটিল এবং বাড়িতেই চিকিৎসা চলছিল। শিবরাজ পাটিলের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছে কংগ্রেস নেতৃত্ব।

’৮০-র দশক থেকে একজন বিশিষ্ট ভারতীয় রাজনীতিবিদ হিসেবে পরিচিত ছিলেন শিবরাজ। তিনি ১৯৮০, ১৯৮৪, ১৯৮৯, ১৯৯১, ১৯৯৬, ১৯৯৮ এবং ১৯৯৯ সালে নিজ সংসদীয় আসন থেকে জয়লাভ করেন এবং ২০০৪ সালে বিজেপির রূপাতাই পাটিল নীলঙ্গেকরের কাছে হেরে যান। তিনি ১৯৭২ এবং ১৯৭৮ সালে লাতুর বিধানসভা আসন থেকেও জয়লাভ করেন।

শিবরাজ পাটিলের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইট করে শোকবার্তায় জানিয়েছেন, ‘শ্রী শিবরাজ পাটিলজির মৃত্যুতে আমি শোকাহত। তিনি একজন অভিজ্ঞ নেতা ছিলেন, দীর্ঘ জনজীবনে তিনি বিধায়ক, সাংসদ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, মহারাষ্ট্র বিধানসভা এবং লোকসভার স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সমাজের কল্যাণে অবদান রাখার জন্য তিনি ছিলেন আগ্রহী। বছরের পর বছর ধরে তাঁর সঙ্গে আমার অনেক আলাপ হয়েছে, সর্বশেষ কয়েক মাস আগে তিনি আমার বাসভবনে এসেছিলেন। এই দুঃখের মুহূর্তে তাঁর পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা। ওম শান্তি।’ রাজনাথ সিং এক্স মাধ্যমে জানান, ‘তিনি একজন অভিজ্ঞ নেতা ছিলেন, যিনি বিভিন্ন পদে থেকে দেশের সেবা করেছেন এবং ভারতের অগ্রগতিতে কার্যকর অবদান রেখেছেন। এই দুঃখের সময়ে আমার সমবেদনা তাঁর পরিবার এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি। ওম শান্তি।’

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা শিবরাজ পাটিলের জীবনাবসানে ব্যথিত কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। শোকপ্রকাশ করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিও। শোকবার্তায় খাড়গে উল্লেখ করেছেন, ‘প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রাক্তন লোকসভার স্পিকার এবং প্রবীণ কংগ্রেস নেতা শিবরাজ পাটিলের মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। তিনি একজন সম্মানিত প্রবীণ সহকর্মী ছিলেন যার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং অনেক স্মৃতি ছিল। একজন অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ রাষ্ট্রনায়ক, শ্রী পাটিল গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক ও সংসদীয় দায়িত্ব পালন করে এবং ভারতের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে দেশের সেবা করেছেন। তাঁর মৃত্যু কংগ্রেস পার্টি এবং তাঁর সততা, ধৈর্য এবং জনসেবার প্রতি অঙ্গীকারের প্রশংসাকারী সকলের জন্য এক গভীর ক্ষতি। তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং অগণিত সমর্থকদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা।’ রাহুল গান্ধি শোকবার্তায় জানিয়েছেন, ‘প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং প্রবীণ কংগ্রেস নেতা শ্রী শিবরাজ পাটিলজির মৃত্যু সংবাদ অত্যন্ত হৃদয়বিদারক এবং দলের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। জনসেবার প্রতি তাঁর নিষ্ঠা এবং দেশের প্রতি তাঁর অবদান সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই শোকের মুহূর্তে, সমগ্র পাটিল পরিবার, তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী এবং অনুরাগীদের প্রতি আমার সমবেদনা।’

এদিন সকালে লোকসভার স্পিকার এবং অন্যান্য সাংসদরা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাটিলের প্রয়াণে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। এছাড়াও ২০০১ সালের ১৩ ডিসেম্বর সংসদ হামলায় শহিদ নিরাপত্তা রক্ষীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয়। উল্লেখ্য, ২০০৮ সালের মুম্বই হামলার সময় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন শিবরাজ। সেই সময় তাঁর ঘনঘন পোশাক বদল ঘিরে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল।

এবার সংসদ ভবনের বাইরে সৌগতর ধূমপানে বিতর্ক

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর: ধূমপান নিয়ে অভিযোগে হইচইয়ের রেশ না কাটতেই শুক্রবার সংসদ ভবনের বাইরে মকর দ্বারের সামনে সৌগত রায়কে ধূমপান করতে দেখা যায়। তাঁকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত ও গিরিরাজ সিং। অভিযোগ, দোষ স্বীকার তো দূরস্থান, তাঁর কৃতকর্মের সপক্ষে সাফাই গেয়েছেন সৌগতবাবু। গিরিরাজ সিং সৌগতবাবুকে বলেন, ‘দাদা, আপনি নিজের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছেন। সঙ্গে জনস্বাস্থ্যও বিপন্ন করছেন।’ এই সঙ্গে রসিকতা করে বলেন, ‘দাদা যা করেন, খোলাখুলিই করেন। তা ধূমপান হোক, বা টাকা নেওয়া!’

এর আগে সংসদের অন্দরে ধূমপান নিয়ে বিতর্ক ওঠে। তার জেরে সাংসদ সৌগত রায়কে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, সংসদের অন্দরে তিনিই ই-সিগারেট সেবন করছিলেন কি না। উত্তরে তিনি স্পষ্ট বলেন, ‘না। কে খেয়েছে আমি বলতে পারব না। তবে স্পিকার যা ব্যবস্থা নেওয়ার নেবে। সংসদের ভিতরে ধূমপান করার অনুমতি নেই ঠিকই, তবে বাইরের চত্বরে রয়েছে।’ দীর্ঘদিনের সাংসদ হয়েও তিনি মানতে চাননি, প্রকাশ্যে (পাবলিক প্লেসে) ধূমপান করা যায় না। ধূমপান করা যায় অনুমোদিত পৃথক চেম্বারে। উলটে, গিরিরাজ সিংয়ের ‘জনস্বাস্থ্য বিপন্ন’-র টিপ্পনির প্রেক্ষিতে সৌগতবাবু রাজনীতি টেনে বলেন, ‘বিজেপি আমলে দিল্লির পরিবেশ সবচেয়ে বেশি দূষিত হয়েছে।’

অন্য দিকে, লোকসভার অন্দরে ই-সিগারেট সেবন নিয়ে কীর্তি আজাদকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে বর্ধমান-দুর্গাপুরের সাংসদ বলেন, ‘কেউ অভিযোগ করলেই সেটা সত্যি হয়ে যায় না। কেউ ধূমপান করেননি। কাউকে যদি ধর্ষক বলা হয়, সেটা প্রমাণ হয়ে যায়? তৃণমূলকে অপমান করতে এসব মিথ্যে অভিযোগ ছড়ানো হচ্ছে।’ প্রসঙ্গত, লোকসভার অন্দরে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদের ই-সিগারেট খাওয়ার অভিযোগ ঘিরে দু’দিন ধরে তুলকালাম হলো। বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর এই অভিযোগ তুলে স্পিকারকে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। শুক্রবার লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছেন অনুরাগ।

জনগণনা ২০২৭: অনুমোদন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে শুক্রবার ২০২৭-এর জনগণনাকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। স্বাধীনতার পর দেশে এটি অষ্টম জনগণনা। এর জন্য খরচ হবে ১১,৭১৮.২৪ কোটি টাকা। বিশ্বের সর্ববৃহৎ প্রশাসনিক ও পরিসংখ্যানগত এই প্রক্রিয়ায় দু’টি পর্যায়ে গণনা হবে। ১) বাড়ি এবং আবাসনগুলিতে গিয়ে ২০২৬-এর এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত গণনা চলবে। ২) জনগণনা বা পপুলেশন এন্যুমারেশন (পিই), ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ (লাদাখ, জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডে প্রবল শীতের কারণে সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ পিই করা হবে)। প্রায় ৩০ লক্ষ কর্মী এই কাজে অংশ নেবেন। পরিসংখ্যানের কাজ নির্ভুল করার লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহের জন্য মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করা হবে। এরপর একটি স্বচ্ছ তালিকা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এই জনগণনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, এই প্রথম দেশে জনগণনার ক্ষেত্রে ডিজিটাল ব্যবস্থাকে কাজে লাগানো হচ্ছে। জনগণনার কাজ তদারকি ও পরিচালনার জন্য সেন্সাস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড মনিটরিং সিস্টেম (সিএমএমএস) পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে।

শুক্রবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ২০২৭ সালের জনগণনার জন্য ১১,৭১৮ কোটি টাকার বাজেট অনুমোদন করেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, ‘২০২৭ সালের জনগণনা হবে প্রথম ডিজিটাল জনগণনা। তথ্য সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে এই জনগণনার ডিজিটাল নকশা তৈরি করা হয়েছে। এটি দু’টি ধাপে পরিচালিত হবে- প্রথম ধাপ বাড়ির তালিকা এবং ২০২৬ সালের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবাসন গণনা। দ্বিতীয় ধাপ ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে জনসংখ্যা গণনা।’

লোকায়ুক্তের দাবিতে আমরণ অনশনে বসার ইঙ্গিত আন্নার

আহমেদনগর, ১২ ডিসেম্বর: লোকায়ুক্তের দাবিতে আমরণ অনশনে বসার ইঙ্গিত দিলেন বিশিষ্ট গান্ধিবাদী নেতা আন্না হাজারে। শুক্রবার আহমেদনগরে এক সাংবাদিক বৈঠকে আন্না হাজারে বলেছেন, ‘লোকায়ুক্ত এমন একটি আইন যা মুখ্যমন্ত্রী, অন্যান্য সকল মন্ত্রী এবং প্রায় সমস্ত প্রবীণ ব্যক্তিকে এর আওতায় আনবে, যা দুর্নীতি রোধে খুবই কার্যকর হবে, কিন্তু আমার এই দাবি অনেক দিন ধরে ঝুলে আছে। তাই যদি মহারাষ্ট্র বিধানসভা এবং মহারাষ্ট্র সরকার এই আইনটি পাস না করে, তাহলে আমি এই দাবিতে আবার আমরণ অনশনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং আমি ৩০ জানুয়ারি থেকে আমরণ অনশন শুরু করব।’

জাপানে ফের ভূমিকম্প, কম্পনের মাত্রা ৬.৭

টোকিও, ১২ ডিসেম্বর: জাপানে ফের ভূমিকম্প। রিখস্টার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৬.৭। শুক্রবার সেখানকার স্থানীয় সময় সকাল ১১টা ৪৪ মিনিটে জাপানের উত্তর আওমোরি প্রিফেকচার এলাকার ২০ কিলোমিটার গভীরে কম্পন ধরা পড়ে। এই খবর জানিয়েছে জাপানের মেটিওরোলজিক্যাল এজেন্সি। এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। তবে শুক্রবারের ভূকম্পনের জেরে জাপান জুড়ে সুনামির সতর্কতা জারি হয়েছে। আওমোরি প্রিফেকচারের উপকূল বরাবর একাধিক এলাকা থেকে এখনও পর্যন্ত ৬ হাজার মানুষকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জাপান প্রশাসন সূত্রে খবর। উল্লেখ্য, গত সোমবারও জাপানের উত্তরে ৭.৫ মাত্রার কম্পন অনুভূত হয়েছিল। যার জেরে জখম হয়েছিলেন ৩৪ জন।

ময়দান

মাত্র ৫৬ বলে শতরান, ছোটদের এশিয়া কাপে বৈভবের বিস্ফোরণ!

দুবাই, ১২ ডিসেম্বর: সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে যেখানে বারবার রান খুঁজে পাচ্ছিলেন না বৈভব সূর্যবংশী, সেখানে ভারতের জার্সি গায়ে নেমে যেন সম্পূর্ণ অন্য রূপে ফুটে উঠলেন তিনি। অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে শুক্রবার ১৪ বছরের এই প্রতিভাবান ব্যাটার তুলে ফেললেন দুর্ধর্ষ সেঞ্চুরি। মাত্র ৫৬ বলেই শতরান পূর্ণ করে বৈভব বুঝিয়ে দিলেন, আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজের বয়স নয়, ব্যাটই তাঁর পরিচয়। বৈভব শেষ পর্যন্ত ১৭১ রানের বিশাল ইনিংস খেলেন। ১৪ বছর বয়সী এই খেলোয়াড় ৯টি চার ও ১৪টি ছয়ের সুবাদে ৯৫ বলে ১৭১ রান করে আউট হন স্পিনার উদ্দীশ সুরির বলে। ২০০২ সালে আম্বাতি রায়ডুর ১৭৭ রানের রেকর্ড থেকে সূর্যবংশী ছয় রান পিছিয়ে পড়েন- যা যুব ওয়ানডেতে ভারতের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ স্কোর। ম্যাচের শুরুতে টস জিতে ফিল্ডিং নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় আমিরশাহির অধিনায়ক ইয়ায়িন কিরণ রাই। ফলে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পায় ভারত। উদ্বোধনী জুটিতে খুব বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রে (১১ বলে ৪), তবে অপর প্রান্তে একেবারে বিপরীত ছবি। চেনা মেজাজে জমিয়ে খেলতে থাকেন বৈভব। ধীরে ধীরে নিজের স্ট্রোক প্লে বাড়িয়ে ম্যাচের ছন্দ নিজের দখলে নিয়ে নেন তিনি। শুরুতে খানিক সাবধানী ছিলেন ঠিকই, কিন্তু একবার থিতু হয়ে গেলে বৈভবের ব্যাটে আগুনের ফুলকি। মাত্র ৫০ ওভারের ম্যাচ, কিন্তু বৈভবের রান তোলার গতি যেন মনে করিয়ে দিচ্ছিল টি-২০ ক্রিকেটকে। লাইন-লেন্থ খুঁজে নিয়ে প্রতিটি খারাপ বলকেই শাস্তি দিয়েছেন তিনি। শক্তি, টাইমিং আর আত্মবিশ্বাস;তিনের দুর্দান্ত সমন্বয়ে গড়া এই সেঞ্চুরি যেন অনূর্ধ্ব-১৯ স্তরের জন্য এক সিনেম্যাটিক প্রদর্শনী। শতরান ছুঁতেই তাঁর আগ্রাসন আরও বেড়ে যায়। স্ট্রাইক রেট তখন ১৮৫-এরও বেশি, যা পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে তাঁর দাপট কতটা প্রবল। ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন তারকার উত্থানের আভাস যেন আরও একবার স্পষ্ট হয়ে উঠল দুবাইয়ের নীল আকাশের নীচে।

অবসর ভাঙছেন ভিনেশ ফোগাট

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর: ভারতীয় কুস্তিগীর ভিনেশ ফোগাট অবসর থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ২০২৪ সালের প্যারিস গেমসে, স্বর্ণপদক ম্যাচের আগে সকালে ওজন নির্ধারণের সময় অনুমোদিত সীমার চেয়ে ১০০ গ্রাম বেশি ওজন নেওয়ার পর ভিনেশকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল। যদিও তিনি ক্রীড়া সালিসি আদালতে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করেছিলেন, তবুও সিদ্ধান্তে কোনও পরিবর্তন হয়নি। সিএএসের রায়ের কিছুক্ষণ পরেই ভিনেশ ৮ অগস্ট, ২০২৪ তারিখে তাঁর অবসর ঘোষণা করেন। এক বছরেরও বেশি সময় পরে শুক্রবার তিনি তা বাতিল করেন। ভিনেশ জানিয়েছেন, ‘মানুষ জিজ্ঞাসা করছিল যে প্যারিসই কি শেষ। অনেক দিন ধরে, আমার কাছে উত্তর ছিল না। আমাকে চাপ থেকে, প্রত্যাশা থেকে, এমনকী, আমার নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে দূরে সরে যেতে হয়েছিল। বছরের পর বছর ধরে প্রথমবারের মতো, আমি ভালোভাবে শ্বাস নিতে পারলাম।’

TENDER NOTICE
NIT NO: WBBIR/SURI-II DEV/ Enit-3/2025-26 dated 09/12/2025
E-Tender is hereby invited by the Block Dev. Officer, Suri-II Dev. Block, Birbhum on behalf of Governor of W.B. from bonafied working contractors for construction of various works under **Suri-II Dev. Block**. Last date for bid submission is **14.01.2026.** Details are available on **www. wbtenders.gov.in**
Sd/-
Block Dev. Officer, Suri-II Dev. Block, Birbhum

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILLORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA
Corrigendum for date Extension 01
Memo. No. 1951/RM, Date - 17.11.2025.
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM-NIT-16e/2025-26/ SL20, SL25 & SL28
Tender ID : 2025_MAD_950695_20, 25 & 28
This is to inform that the Document Download/Sale End Date & Bid submission End Date are extended upto 01/01/2026 at 11:00 a.m. as No Bidder has been found. Bid opening Date : 03/01/2025 at 11:00 a.m. This corrigendum will be a part of the document. All other terms and conditions will remain unchanged. Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website https://www.wbtenders.gov.in
Sd/- Chairman Ranaghat Municipality

TENDER NOTICE
Item-wise rate quotation in a sealed envelope is hereby invited from Bonafide and Prospective bidders for construction of non-furnished G+4 storied residential building on Premises no. 15-0939, Block-AA-IIIG & Plot No.1665, Action Area-III in Newtown, as per rules and regulation framed by/under West Bengal Co-operation Department, HIDCO as well as Newtown Kolkata Development Authority. Area of the aforementioned plot is 400.12 square meter. Sealed quotation must be sent to registered address of AMALTAS CHSL or mailing address at **amaltasnewtown@gmail.com** by the **19th December, 2025**. Bids will be opened on the **22nd December, 2025**
Arabinda Manna (Secretary), AMALTAS Cooperative Housing Society Ltd.

Govt. of West Bengal
Office of the Executive Engineer Asansol Division, Municipal Engineering Directorate
Notice Inviting E-Tender:
WBMAD/05/EE/MRD/ASAN/2025-26 (2nd Call)
E-tenders are invited from the interested Bonafide Bidders/Govt. Contractor for 36 nos. Works of Road & Drain, PRC & Street Light under APAS Scheme within Asansol Municipal Corporation as per details below:-

Sl No.	Name of the work	Tender ID
1 to 36	Construction of Road and Drain PRC & Street Light works under APAS Scheme within Asansol	2025_MAD_5001358_1 to 2025_MAD_5001358_36

Last date of submission : 22.12.25, Interested Bonafide bidders are requested to visit **http://tenders.wb.gov.in**
Sd/- EE, ME Directorate Asansol Division

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.E. ET. No. 132 & 133/PW/Eng/APAS/25 Dt. 12-12-2025
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
2nd Call
N.I.E. ET. No. 79/PW/Eng/ APAS/25 Dt. 04-11-25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

Office of the Block Development Office Sagardighi :: Murshidabad.
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through online bid system under following tender(NIeT) No:-29/EN/SB/2025-2026, (APAS-2025-26) (Sl No 01 to 26) Dated:-11/12/2025. The last date of online submission of tender is 17/12/2025 upto 14:00 hours.
For details please visit website: http://wbtenders.gov.in
SD/-Block Development Officer Sagardighi, Murshidabad

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯৭৯১

MADHUSUDANPUR GRAM PANCHAYAT
Shibkalinagar, Kakdwip, South 24 Parganas
ABRIDGED NIT
On behalf of Madhusudanpur Gram Panchayat under Kakdwip Block of South 24 Parganas Dist, Invites **17 No bid** -Vide **NIT No 225-241/NIT/MGP/2025 - Dated- 12/12/2025** within GP Area.Seperate Bid is invited for every work. Last date of submission of online Bid is **21/12/2025 upto 4 pm.** For details please visit to our GP Office.
Sd/-Pradhan, Madhusudanpur Gram Panchayat

KAUTALA GRAM PANCHAYAT
Vill – Rajuakhaki, P.O Pakurtala, P.S – Raidighi, Dist. – South 24 Parganas
On behalf of Kautala Gram Panchayat under Mathurapur II Block of South 24 Parganas district we invite bids for various kind of work Vide **NIT No. 245/KGP/APAS/2025 (Tubewell),) Dated 13/12/2025** within the GP area. For more details visit to our **GP office Notice Board** or visit **https://tenders.wb.gov.in/**
S/d- Pradhan, Kautala Gram Panchayat

E-Tender
The Under Noted Tender is being invites online for 02(Two) no. of Work by the **Development officer (Handloom), Contai, Purba Medinipur** regarding **Temporary Pandel & Electrification.** Tender Froms & Other details can be obtained from the departmental website **wbtender.gov.in (Direct Site).**
E-NIT No.: DO(H) CONTAI/NIT-01(e)/2025-26.
Tender ID NO: 2025_DOTH_973512_1&2.
Sd/-
DEVELOPMENT OFFICER (HANDLOOM) CONTAI, PURBA MEDINIPUR

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
গ্রীন লাইনে মেট্রো পরিষেবা ১৫.১২.২০২৫ তারিখ (সোমবার) থেকে বৃদ্ধি পাবে

সোমবার থেকে শনিবার

(আপ) অভিমুখে	ট্রেন	সময়	(ডাউন)অভিমুখে	ট্রেন	সময়
হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ	প্রথম ট্রেন	০৬:৪৫ ঘ	সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া	প্রথম ট্রেন	০৬:৩৯ ঘ
হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ	শেষ ট্রেন	২১:৫৫ ঘ	সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া	শেষ ট্রেন	২১:৫৫ ঘ
হাওড়া ময়দান থেকে সেন্ট্রাল পার্ক	শেষ ট্রেন	২২:০৫ ঘ			

রবিবার

(আপ) অভিমুখে	ট্রেন	সময়	(ডাউন)অভিমুখে	ট্রেন	সময়
হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ	প্রথম ট্রেন	০৯:০০ ঘ	সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান	প্রথম ট্রেন	০৯:০২ ঘ
হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ	শেষ ট্রেন	২১:৫৫ ঘ	সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান	শেষ ট্রেন	২১:৫৫ ঘ
হাওড়া ময়দান থেকে সেন্ট্রাল পার্ক	শেষ ট্রেন	২২:০৫ ঘ	**সিটি সেন্টার থেকে হাওড়া ময়দান**	প্রথম ট্রেন	০৯:০০ ঘ

বিশদ মেট্রো রেলওয়ের ওয়েবসাইটে **www.mtp.indianrailways.gov.in** - এ পাওয়া যাবে
প্রিন্সিপাল চিফ অপারেশনস ম্যানেজার
আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

খড়গপুর ডিভিসনে পার্কিং চুক্তিস্বত্বের জন্য ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
ই-অকশন নোটিস নং ঃ কম/জি-৩০/২/পার্কিং/সিপিআরও/২৫/১৭ তারিখ ১২.১২.২০২৫ ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর ডিভিসন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। খড়গপুর (দক্ষিণ) ও মেদিনীপুর (পূর্ব)-এ চার চাকার যানের পার্কিং লট, মৌরীগ্রামে এবং বড়গাছিয়াতে দুই চাকার যানের পার্কিং, বাউড়িয়া (দক্ষিণ), কলাইকুন্ডা এবং মেচেদাতে মিশ্র পার্কিং। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ পার্কিংকেজিপি-২৫-১৭, নিলামের তারিখ ঃ ২৯.১২.২০২৫ তারিখ, নিলাম শুরুর সময় ঃ সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে এবং বন্ধের সময় ঃ দুপুর ১টা,** যা **https://www.ireps.gov.in/**ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। আগ্রহী পক্ষ ও ঠিকাদারদের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে এবং উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত বিশদ ও সম্পর্কিত তথ্য পড়ে নিতে বলা হচ্ছে। কোনো জিজ্ঞাস্য থাকলে/ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন।
(PR-952) সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

e-Tender Notice
e-NIT No.: 14/2025-26/ Sorasori Mukhyamantri vide Memo No.: 66/2025-26/ SSM, dated 09/12/2025 has been published. Details of N.I.e-T: **wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer, Bharatpur-I, Murshidabad

Howrah Municipal Corporation
Borough-I
28, Shree Aurobinda Road-711106
Ph: 033-2655-7187
TENDER NOTICE
NIT.: TN/04/AE/B-I/25-26, Date: 25.11.2025
For details Please refer to Borough-I, Notice Board. And Website (**www.hmc.gov.in**) & **wbtenders.gov.in**. Last Date of Application : **23.12.2025**.
Sd/-
Assistant Engineer Borough-I, H.M.C.

e-Tender Notice
N.I.e-T. No.: 38/2025-26/APAS FUND vide Memo No.: 3328/Bh-I Block, dated 01/12/2025, N.I.e-T. No. 39/ 2025-26/APAS FUND vide Memo No.: 3317/Bh-I Block, dated 28/11/2025, N.I.e-T. No.: 40/2025-26/APAS FUND vide Memo No. 3454/Bh-I Block, dated 04/12/2025 (Details: **http://wbtenders.gov.in**) and N.I.e-T. No.: 41/2025-26/APAS FUND vide Memo No.: 3542/Bh-I Block, dated 10/12/2025 (Details: **https://tenders.wb.gov.in**) has been published.
Sd/- Block Development Officer, Bharatpur-I B.D.O., Murshidabad

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএলএস/এইচডব্লুএইচ/ ১০/৫৬২/ইএমইউ (ওপেন টেন্ডার) ফর ই-টেন্ডারিং ইন ওয়ার্কস কন্ট্র্যাক্ট অফ সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম, তারিখ ১০.১২.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ইএমইউ), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া নিম্নলিখিত কাজে ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করছেন। **কাজের নাম** : এইচডব্লুএইচ ও বিডিসি-র ইএমইউ কারশেডের সম্পূর্ণ শেডে কমপ্রেসড এয়ার পাইপলাইন ছড়ানো। **টেন্ডার মূল্যমান** : ২০,১৯,২৯৮.৬০ টাকা। **বায়নামূল্য (ইএমডি)**: ৪০,৪০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ** : ৯০ দিন। **বন্ধের তারিখ** : ৩১.১২.২০২৫ দুপুর ১২টা। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য দর জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার স্বীকৃত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা সরাসরি বর্জন করা হবে।
(HWH-456/2025-26)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Construction of C.G.I. Shed at Arrani Sanskritik Prasad within Ward No.- 15, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/76(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5001367_1 • Estimated Amount : 9,97,939.00/-
2) Name of the Work: Improvement of Illumination with LED Street Light Fittings at Natun Pally A/2 Block under Ward No.- 14 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/W/114(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5001510_1 • Estimated Amount : 21,856.00/-
3) Name of the Work: Repairing of Bituminous Road and Drain at Benachity Singh Para, Ward No.- 15, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/165(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5001764_1 • Estimated Amount : 2,46,085.00/-
4) Name of the Work: Improvement of Illumination with Steel Tubular Pole & LED Light Fittings at Natun Pally A Extension under Ward No.- 14 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/W/150(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5001739_1 • Estimated Amount : 2,01,908.00/-
5) Name of the Work: Repairing of Road at Bhiringi Badyakar Para near Natun Pally A Extension Maa Sitala Temple, under Ward No.- 14 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/W/150(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5001739_2 • Estimated Amount : 4,00,978.00/-
Last Date : 22nd December 2025, up to 01:00 pm
6) Name of the Work: Laying of PVCC Pipe Line for Street Tap at Bank Basti near Gita Show House, Adibasi Para, Bhuiya Para, AC-277, Booth- 178 W- 33.
e-Tender No. : WBDMC/W/77(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5001766_1 • Estimated Amount : 29,639.00/-
7) Name of the Work: Laying of PVC Pipe Line for Street Tap at Adibasi Basti near Prahat Kr. Besra W- 33.
e-Tender No. : WBDMC/W/77(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5001766_2 • Estimated Amount : 25,487.00/-
8) Name of the Work: Improvement of Illumination with Steel Tubular Pole, LED Light Fittings at Saradapally, W- 13.
e-Tender No. : WBDMC/W/132(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5001797_1 • Estimated Amount : 96,653.00/-
9) Name of the Work: Improvement of Illumination LED Fittings at Baraf Kol under W- 13.
e-Tender No. : WBDMC/W/132(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5001797_2 • Estimated Amount : 1,70,155.00/-
Last Date : 20th December 2025, up to 12:00 pm
10) Name of the Work: Construction of Concrete Road from Street No.- 20 to 24 at Bharati, Booth No.- 123, Ward No.- 04, DMC Area.
e-Tender No. : WBDMC/W/284(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5001661_1 • Estimated Amount : 3,33,076.00/-
11) Name of the Work: Construction of Concrete Road at 15A Street in front of 15 A/2 to 15 B Street joining at Bharati, Booth No.- 123, Ward No.- 04, DMC Area.
e-Tender No. : WBDMC/W/284(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5001661_2 • Estimated Amount : 1,89,975.00/-
12) Name of the Work: Construction of Drain between 15A Street & 13th Street, Bharati Road, under Booth No.- 123, Ward No.- 04, DMC Area.
e-Tender No. : WBDMC/W/284(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5001661_3 • Estimated Amount : 3,24,114.00/-
Last Date : 26th December 2025, up to 09:00 am **Sd/- Executive Engineer**
For details : **https://tenders.wb.gov.in** **Durgapur Municipal Corporation**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

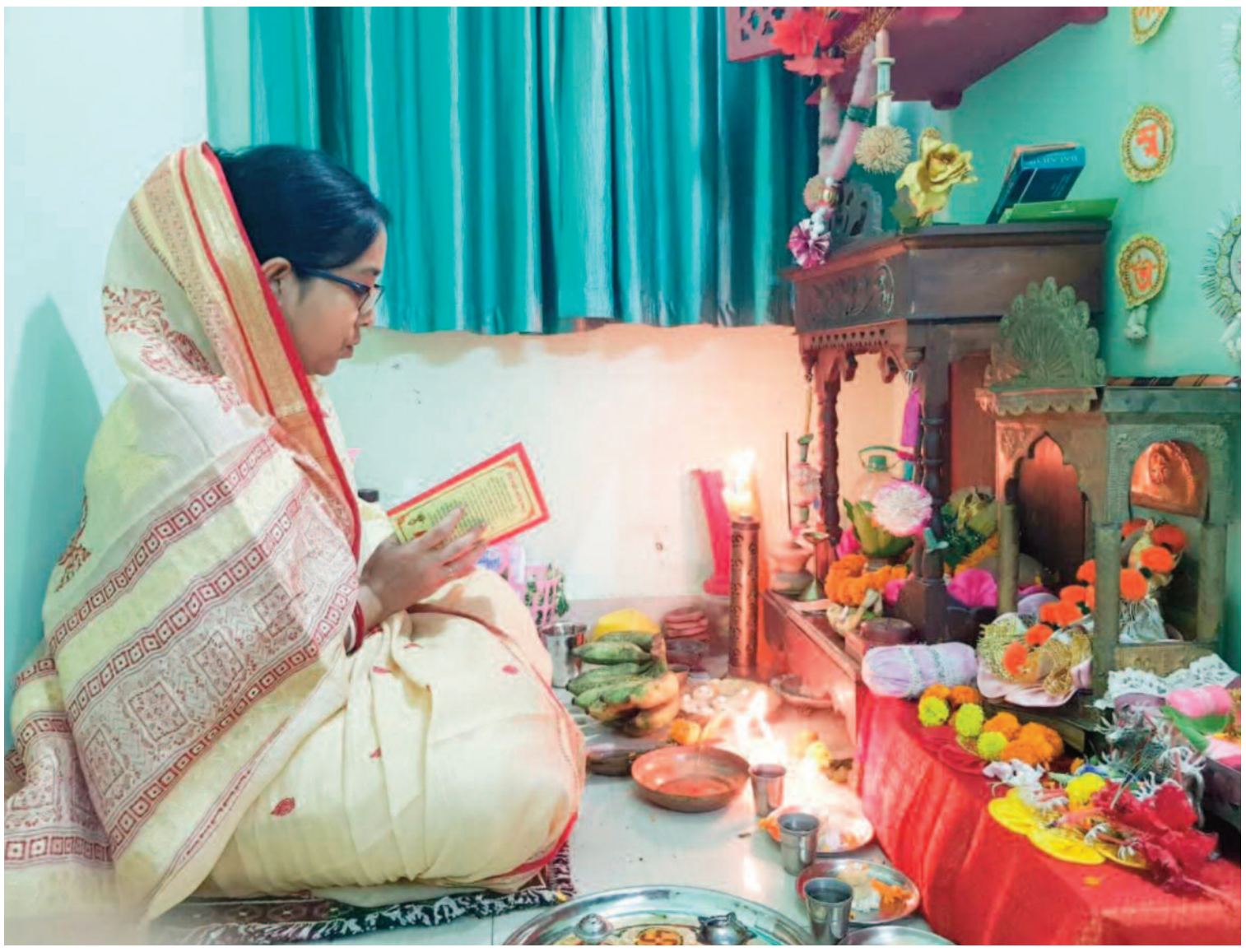

অধ্যাপক দেবযানী ভৌমিক চক্রবর্তী

নারীর পৌরোহিত্যের দিশারী

ডা সতীনাথ ভট্টাচার্য

এবছর কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপুজোয় পৌরোহিত্য করে তিনি একটি অচলায়তন ভেঙে ফেললেন। প্রমাণ করে দিলেন যে, পৌরোহিত্যে শুধুমাত্র পুরুষেরই একচেটিয়া অধিকার নেই। সমাজে প্রচলিত লিঙ্গবৈষম্যের বেড়াজাল ভেঙে বাংলার প্রথম মহিলা পুরোহিত, অধ্যাপক নন্দিনী ভৌমিকের পথে পা বাড়ালেন তিনি। সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষে মহিলা পুরোহিত ও সুরসাধিকা, অধ্যাপক দেবযানী ভৌমিক চক্রবর্তী যেন নারীসমাজের উদ্দেশে নিরুচ্চারে গেয়ে উঠলেন - 'অনেক তো দিন গেলো বৃথাই সংশয়ে / এসো এবার দ্বিধার বাধা পার হয়ে / তোমার আমার সবার স্বপন / মেলাই প্রাণের মোহনায় / কিসের মানা?' এখনকার দিনে মেয়েরা পুজোর জোগাড় করেন, নৈবেদ্য সাজান, ভোগ রাঁধেন, বিভিন্ন নান্দনিক ভাবনা ভাবেন, কিন্তু পুরোহিতের আসনে বসলেই যতো দোষ! আর স্বয়ং দেবী যেখানে নারী, সেখানে নারী কেন তাঁর পুজো নিজের হাতে করতে পারবেন না?

২০২০ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবস (৮ মার্চ)-এর প্রাক্কালে ৬ মার্চ মুক্তি পেলো শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায় প্রযোজিত অরিত্র মুখোপাধ্যায় পরিচালিত বাংলা ছবি 'ব্রহ্মা জানেন গোপন কম্মটি'। ছবিটি পাড়ি দিয়েছিল গোয়া আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। ছবির প্রথম দিকের একটি দৃশ্যে দেখা যায় যে, সরস্বতীপুজোয় বঙ্গমাতা কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা পুজোর সব আয়োজন করে বসে রয়েছে। কিন্তু, পুরোহিতের দেখা নেই। এদিকে পঞ্চমীও আর বেশিক্ষণ নেই। সকলের কপালে চিন্তার ভাঁজ। এমন সময় কলেজে প্রবেশ করলেন সংস্কৃতের অধ্যাপক শবরী গঙ্গোপাধ্যায় (অভিনয়ে ঋতাভরী চক্রবর্তী)। পুরোহিত আসেন নি শুনে তিনিই হাসিমুখে পৌরোহিত্যের গুরুদায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে বাগদেবীর আরাধনা সুসম্পন্ন করলেন। ছাত্র-ছাত্রীদের মুখে হাসি ফুটলো।

২০২৫ সালে দেবীপক্ষে কোজাগরী পূর্ণিমায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের শহরে রিল লাইফ আর রিয়েল লাইফ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলো। এদিন শহরের গোধূলি ভেসে গেলো নারীকণ্ঠের পবিত্র মন্ত্রোচারণে - 'বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে। সর্ব্বত পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মী নমোহস্তুতে।।' এবছর কোজাগরী পূর্ণিমায় নিজের বাসগৃহে নিজেই দেবী মহালক্ষ্মীর পুজো করলেন জিয়াগঞ্জ শ্রীপৎ সিং কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান, গবেষণা নির্দেশক এবং বিশিষ্ট লেখক ও কবি, অধ্যাপক দেবযানী ভৌমিক চক্রবর্তী। রিল লাইফের শবরীর সাথে এক হয়ে গেলেন রিয়েল লাইফের দেবযানী। অত্যন্ত ভক্তি ও নিষ্ঠায় গৃহলক্ষ্মীর আরাধনায় মেতে উঠেছিলেন চক্রবর্তী পরিবারের গৃহলক্ষ্মী দেবযানী। পুজোর যাবতীয় আয়োজন তিনি নিজেই করেছেন। উপবাসী থেকে নিজের হাতে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত পিতলের লক্ষ্মী প্রতিমা ও বাহন পেচকীকে সাজিয়েছেন, ফলমূলাদি ও মিষ্টি দিয়ে নৈবেদ্য করেছেন, দেবীর মহাভোগ রেঁধেছেন। মুখে মাস্ক বেঁধে তিনি রান্না করেছেন। তাঁর কথায়, 'আয়োজনটাই আসল পুজো'। তিনি মনে করেন যে, ভক্তি দিয়ে পুজো করলে, তা সিদ্ধ হবেই। এদিন তিনি একা হাতে সবকিছু জোগাড় করে গোধূলিবেলায় লাল পাড় শাড়ি পরে পুজোয় বসেন। আচমন, বিষ্ণুস্মরণ করে পুজো আরম্ভ করেন। ভোগ নিবেদন করেন। তারপর আরতি ও ব্রতকথা পাঠ করে পুজো শেষ করেন। পুজো সমাপনান্তে নিজের হাতে অতিথিদের ভোগ পরিবেশন করেছেন। খাওয়াশেষে এঁটো পরিষ্কার করেছেন। তারপর অতিথিদের হাতে তুলে দিয়েছেন একটি প্রসাদী গোটা ফল এবং ভোজন দক্ষিণা। এছাড়া, এবছর রাসপূর্ণিমাতেও তিনি নিজেই পুজো করেছেন এবং নিজহাতে প্রসাদ বিতরণ করেছেন।

পেশাগতভাবেও উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছেন সরস্বতীর বরপুত্রী দেবযানী। তাঁর অধীনে এখন চারজন গবেষণা করছেন। ইতিমধ্যেই তাঁর অধীনে গবেষণা করে তিনজন পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। দেবযানীর অধীনে গবেষণা করে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেছেন বিশেষভাবে সক্ষম গবেষক নয়ন সাহা। তাঁর বিষয় ছিল 'উনিশ শতকীয় বাংলা প্রহসন (নির্বাচিত) বৈচিত্রের নিরিখে'। খবরটি শোনামাত্রই মনে পড়ে গেলো শ্রীবিষ্ণুর প্রণামমন্ত্র - 'মূকং করতি বাচালম পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম। / যৎ কৃপা তম অহম বন্দে পরমানন্দ মাধবম।।' শ্রীবিষ্ণুর কৃপায় পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করতে সমর্থ হয়। আর আজ বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মীর আরাধিকা দেবযানীর হাত ধরে নয়নের মাথায় উঠে এসেছে পিএইচডির শিরোপা। তবে, এতো সফলতার মাঝেও অহঙ্কার তাঁকে ছুঁতে পারে নি। তিনি কখনও নিজের সংসারকে অবহেলা করেন না। এখন শাশুড়ি, স্বামী ও কন্যাকে নিয়ে তাঁর ভরপুর সংসার। গৃহলক্ষ্মীরূপে সবসময় নিজের সংসারকে আগলে রাখতে ভালবাসেন দেবযানী। সময় পেলেই ঢুকে পড়েন রান্নাঘরে। নিজের হাতে ঘরদোর পরিষ্কার করেন। তিনি এবছর পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশনের অধ্যক্ষ নিয়োগের পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনে নাথানিয়াল মুর্মু মেমোরিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ পদে মনোনীত হন। কিন্তু, সংসার ফেলে রেখে অতো দূরে গিয়ে কাজে যোগ দিতে নারাজ তিনি। সংসারকে প্রাধান্য দিয়ে তিনি সেখানে অধ্যক্ষ পদে যোগ দেবেন না বলে মনস্থির করে ফেলেছেন। অধ্যাপক দেবযানী ভৌমিক চক্রবর্তী ছোট থেকেই ভক্তিমতী। দেব-দ্বিজের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন বারো ভুঁইয়ার এক ভুঁইয়া। পারিবারিক সূত্রেই তিনি পূজার্চনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। প্রতি বৃহস্পতিবার তিনি নিজেই বাড়িতে গৃহলক্ষ্মীর আরাধনা করেন। কৃষ্ণনগর শঙ্কর মিশনে ভক্তিমতী দেবযানী ছুটে যান সময়-সুযোগ পেলেই। তাঁর কথায়, 'মনখারাপের বিকেল মানেই শঙ্কর মিশন।' মিশনের প্রধান শ্রীমৎ শঙ্কর শুদ্ধ চৈতন্য মহারাজের অত্যন্ত স্নেহধন্যা তিনি। বিগত কয়েকবছর ধরে তিনি মিশনের দুর্গাপুজোয় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছেন এবং মহারাজের নির্দেশে মহাষ্টমী তিথিতে মিশন থেকে প্রকাশিত অরুণোদয় পত্রিকা শারদ সংখ্যা উদ্বোধন করেন।

বিগত বছরগুলিতে দেবযানীর বাড়িতে লক্ষ্মী ও সরস্বতী পুজোয় পৌরোহিত্যের দায়িত্ব সামলেছেন তাঁর জীবনসঙ্গী বিশিষ্ট কবি ঋত্বিক চক্রবর্তী। কিন্তু, এবছর থেকে তিনি নিজেই পুরোহিতের আসনে বসবেন বলে মনস্থির করে ফেলেন। এবছর কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপুজোয় পৌরোহিত্য করে তিনি একটি অচলায়তন ভেঙে ফেললেন। প্রমাণ করে দিলেন যে, পৌরোহিত্যে শুধুমাত্র পুরুষেরই একচেটিয়া অধিকার নেই। সমাজে প্রচলিত লিঙ্গবৈষম্যের বেড়াজাল ভেঙে বাংলার প্রথম মহিলা পুরোহিত, অধ্যাপক নন্দিনী ভৌমিকের পথে পা বাড়ালেন তিনি। সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষে মহিলা পুরোহিত ও সুরসাধিকা, অধ্যাপক দেবযানী ভৌমিক চক্রবর্তী যেন নারীসমাজের উদ্দেশে নিরুচ্চারে গেয়ে উঠলেন - 'অনেক তো দিন গেলো বৃথাই সংশয়ে / এসো এবার দ্বিধার বাধা পার হয়ে / তোমার আমার সবার স্বপন / মেলাই প্রাণের মোহনায় / কিসের মানা?' এখনকার দিনে মেয়েরা পুজোর জোগাড় করেন, নৈবেদ্য সাজান, ভোগ রাঁধেন, বিভিন্ন নান্দনিক ভাবনা ভাবেন, কিন্তু পুরোহিতের আসনে বসলেই যতো দোষ! আর স্বয়ং দেবী যেখানে নারী, সেখানে নারী কেন তাঁর পুজো নিজের হাতে করতে পারবেন না?

শাস্ত্রে কোথাও লেখা নেই যে, নারী পুজো করতে পারবেন না। মনে রাখতে হবে, শাস্ত্র মানে বেদ, উপনিষদ, সংহিতা প্রভৃতি - পুরোহিত দর্পণ নয়। কিন্তু, এখন শাস্ত্রকে অস্বীকার করে প্রচলিত আচার, সংস্কার আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলেছে হিন্দুধর্মকে। পৌরোহিত্য করার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন, মন্ত্রের সঠিক উচ্চারণ করা এবং মন্ত্রের অর্থ অনুধাবন করে উচ্চারণ করা। গৌরী ধর্মপালের কথায়, সঠিক উচ্চারণ করে উচ্চস্বরে মন্ত্রপাঠ করলেই তা ফলপ্রসূ হয়।

আজও অনেকে বলেন, নারী অশুচি। একথা যেমন হাস্যকর,তেমনই অশাস্ত্রীয়। শুচিতা থাকে অন্তরে, শরীরে নয়। ঋতুচক্র মেয়েদের একটি অতি স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। শাস্ত্রমতে, অম্বুবাচীর সময় দেবী বসুন্ধরা রজস্বলা হন। শ্রীশ্রী দেবী অম্বুবাচী যাত্রা করছেন বলে আনন্দে মেতে উঠি আমরা। অসমের কামাখ্যায় দেবীর বিশেষ পুজোর আয়োজন হয়, মেলা বসে। দেবী রজস্বলা হলে পুজো, উৎসব, মেলা আর মানবী রজস্বলা হলে কেমন একটা লুকোছাপা, ঘা ঘিনঘিনে, লজ্জাজনক ব্যাপার, তা নিয়ে জনসমক্ষে আলোচনা করতেও দ্বিধা। তখন তাঁদের কোনও মাঙ্গলিক কাজে হাত দেওয়াও বারণ। কিন্তু, এগুলো সবই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মনগড়া, শাস্ত্রীয় বিধান নয়। রজস্বলা অবস্থায় পুজো করা মোটেও বিধি-বহির্ভূত নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সম্মতিতে শ্রীশ্রীমা সারদা রজস্বলা অবস্থায় পুজো করতেন, ঠাকুরের জন্য ভোগ রান্না করতেন। মেয়েদের প্রথম ঋতুস্রাবকে বলা হয় স্বয়ম্ভু কুসুম। এই বিষয়ে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এখনও উৎসব বা অনুষ্ঠান পালিত হয়। আমাদের বঙ্গদেশেও এই বিষয়ে আগে নানা স্ত্রী-আচার পালন করা হতো। বর্তমানে তা হারিয়ে গেছে। স্বয়ম্ভু কুসুমের প্রমাণ মেলে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের বণিক খণ্ডে - 'খুল্লনার স্বয়ম্ভু কুসুম পরকাশ'। তাছাড়া, যে কোনও পুজোর প্রারম্ভে আচমনের পর বিষ্ণুস্মরণ করতে হয় - অপবিত্র পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোহপি বা। য স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তর শুচি।। তাহলে, পুজোর শুরুতেই যেখানে পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ করলেই সব কিছু শুচি হয়ে যায়, সেখানে মহিলা পুরোহিতের শুচিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলাটাই তো চরম মূর্খামি।

নারীর পৌরোহিত্য নিয়ে তর্ক, বাধা, এমনকি 'লিবারাল' অভিনন্দন - হিন্দু-পরম্পরার নিরিখে কোনওটাই প্রাসঙ্গিক নয়। কেননা, বিবাহের অনেক মন্ত্রেরই প্রণেতা এক নারী - ঋষি সূর্যা। বৈদিক যুগে যজ্ঞোপবীতধারিণী গার্গী, মৈত্রেয়ীরা যজ্ঞ করতেন। স্মৃতিকার যমের সাক্ষ্য - 'পুরাকল্পে কুমারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনম ইষ্যতে / অধ্যাপনং চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা।' তখনকার দিনে বেদপাঠের পাশাপাশি নারীর উপনয়নও হতো। গায়ত্রী মন্ত্র পাঠেও নারীর কোনও বাধা নেই। নরেন্দ্র দেবের পারলৌকিক কাজে নরেন্দ্রকন্যা নবনীতা দেব সেনকে দিয়ে গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করিয়েছেন পুরোহিত ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। আসলে গোড়া থেকেই হিন্দুধর্ম নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকেই সমান চোখে দেখে এসেছে।

স্বামী বিবেকানন্দ মহাশক্তির আধার 'জীবন্ত দুর্গা' শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে আরাধনা করেছেন এবং গুরুভাইদের উদ্দেশে চিঠিতে লিখেছেন - 'মা-ঠাকুরাণী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে ...।' সেই পথ ধরেই কৃষ্ণনগরের মাটিতে পা রেখেছেন বিদুষী দেবযানী। এবছর কোজাগরী পূর্ণিমায় অধ্যাপক দেবযানী ভৌমিক চক্রবর্তীর বাসগৃহে নারীকণ্ঠের শ্রুতিমধুর মন্ত্রোচারণে, ফুলের সুবাস ও ধূপের সুগন্ধমাখা মঙ্গলদীপের আলোকে জ্বলজ্বল করছিলো সিংহাসনে অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীর মুখ। তা দেখামাত্রই মনে গুনগুনিয়ে ওঠে রবীন্দ্রসুর - 'পুষ্পবিকাশের সুরে দেহ মন উঠে পুরে, / কী মাধুরীসুগন্ধ বাতাসে যায় ভাসি।।' মনে পড়ে যায় শ্রীশ্রীচণ্ডীর শ্লোক - 'স্ত্রিয় সমস্তা সকলা জগৎসু' - জগতে যেখানে যতো নারীমূর্তি আছে, তা মহামায়ার জীবন্ত বিগ্রহ। পুরোহিতের আসনে বসা মহামায়ার জীবন্ত বিগ্রহ দেবযানীর হাতে সেদিন পুজো নিলেন স্বয়ং দেবী। তখন বহু যুগের ওপারে চওড়া হয় সূর্যার মুখের হাসি, খুশিতে ডগমগ হয়ে ওঠেন গার্গী, মৈত্রেয়ীরা। চলতে থাকে সময়ের আদানপ্রদান। সরস্বতীর ঢেউ আছড়ে পড়ে জলঙ্গির বুকে। সপ্তসিন্ধুর বাহুবন্ধনে ধরা দেয় কৃষ্ণনগরের নগরালি।

বর্তমান সময়ের উল্লেখযোগ্য মহিলা সাহিত্যিক এষা দে

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

বাংলা ভাষার ছোটগল্পের যারা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক তারা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বনফুল, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু প্রমুখ। এদের সঙ্গে অবশ্যই বাংলা ছোট গল্পের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য স্মরণীয় এশা দে। তিনি ১৪ই এপ্রিল (বাংলায় ১লা বৈশাখ)১৯৩৯ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ছোটগল্পের বৃহত্তম অট্টালিকায় একটি মহলের দাবিদার অবশ্যই এষাদে। এষা দের ছোট গল্প না পড়লে বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের বিকাশ কতখানি হয়েছে সাম্প্রতিককালে তা অপূর্ণ থেকে যাবে।

এষা দে পারিবারিক সূত্রেই বিদ্যচর্চার পরিবেশ পেয়েছিলেন। তার পিতা ছিলেন বিখ্যাত সাংবাদিক এবং ইতিহাসবিদ বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় সাংবাদিক হিসেবে ভারতেতো বটেই, ভারতের বাইরে ও সু পরিচিত ছিলেন। অর্জন করেছিলেন পদ্মভূষণ সম্মান। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় এই ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্য এষা দে কে প্রভাবিত করেছিল তাঁর সাহিত্যিক জীবনকে। এষা দের মাতা ছিলেন গীতা মুখোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন কাজী নজরুল ইসলামের বন্ধু কল্লোল যুগের সাহিত্যানুরাগী। তাঁর লেখা স্মৃতিকথা 'চলমান জীবন' খুবই উল্লেখযোগ্য একটি গ্রন্থ।

তাদের আদি নিবাস ছিল ফরিদপুর জেলার একটি গ্রামে। কিন্তু তাদের পূর্বপুরুষ বিশ শতকের প্রথমেই কলকাতায় চলে আসেন। এষা দে তার পিতাকে স্মরণ করে 'তবু মনে রেখো' নামে একটি জীবনী মূলক গ্রন্থ রচনা করেন। এষা দে প্রথমে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশুনা করেন তারপরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ছাত্রাবাস্থাতেই এষা দের বিবাহ হয়। তার স্বামী ছিলেন আই এ এস অধিকর্তা। উড়িষ্যায় দীর্ঘদিন চাকুরী জীবন কাটিয়েছেন। ফলে এষা দেকেও উড়িষ্যায় দীর্ঘদিন থাকতে হয়। পরবর্তীকালে ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। অধ্যাপনা করেছেন কটক, ভুবনেশ্বর, সম্বলপুর ইত্যাদি কলেজ গুলিতে। পরবর্তীকালে কলকাতায় এসে অতিথি অধ্যাপক হিসেবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপনা করেছেন। তিনি ফরাসি ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে ডিপ্লোমা অর্জন করেছেন। অবাধ বিচরণ তার পাশ্চাত্য সাহিত্যের জগতে। তাঁর 'প্রথম প্রবাস জীবন' লেখা থেকে জানতে পারি '১৯৬৪ সালে আমি কলকাতায় অধ্যাপনার কাজে ইস্তফা দিয়ে আমার স্বামীর ভারত সরকার দ্বারা নির্ধারিত কর্মস্থল উড়িষ্যা রাজ্যে চলে যাই। আমার স্বামী আই.এ.এস হবার আগে আমার আমলাদের সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। দু তিনজনের আই সি এস ছাড়া কোন প্রশাসক দেখিও নি। কাজেই ওড়িশা যে শুধু ভৌগোলিক অর্থে নতুন, তাই নয় সেখানে যে ধরনের মানুষজনের সঙ্গে আমার আদান-প্রদান হতে লাগলো তাদের সমগোত্রীয়দের আমি কলকাতায় এ পর্যন্ত অভিজ্ঞতায় পাইনি। ফলে পুরো পারিপার্শ্বিকের অভিনবত্ব হয়তো আমার অনুভবে একটু বেশি ভাষা ভাব চালচলন বাজার দোকান। যেন এক নতুন দুনিয়া বা অন্য গ্রহ। রাজধানী ভুবনেশ্বরের তখনও সপ্তাহে কটা হাট বসে। অনেক মহকুমা শহরেও বিদ্যুৎ নেই ।জলের জন্য কুয়োই ভরসা। চাকরির প্রশ্ন ওঠেনা কারণ তখন প্রণব (তার স্বামী) আজ বলাঙ্গির, কাল তিতলাগর, তারপর দিন আনন্দপুর ।একের পর এক নতুন অচেনা অজানা জায়গায় বদলি হচ্ছে। যেহেতু লেখালেখি করব না বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ।এতএব মনপ্রাণ সমর্পিত সংসারে'।

এষা দে ছোট গল্প লিখলেও উপন্যাসিক হিসেবেও ২১ শতকের প্রথম থেকেই পাঠক মহলে সমাদৃত হন। তার প্রথম পর্বের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হলো পুতলির কথা। পুতলির কথা উপন্যাসে পুতলির মাও বেশ একটু অন্যরকম নিখুঁতভাবে সংসারের কাজ করে কবিতা পড়ে সেলাই করে। সংসার নিয়েই তিনি বড্ড বেশি ব্যস্ত। প্রতিবেশীদের সাথে সেরকম সম্পর্ক নেই বা আড্ডায় আর কেউ মারেন না। তবে নির্বাচিত দু একজন সঙ্গিনী আছে তার। পুতলির বাবা সাহিত্যিক। সংসারের খুঁটিনাটি দেখার দিকে তার মন নেই। অনেকে মনে করেন পুতলির বাবা বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় কে অবলম্বন করে লেখা। যেমন বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় নিয়মিত মদ্যপান করতেন। অপরদিকে পুতলির বাবাও ছিলেন মদ্যপায়ী ।এই নিয়ে পুতলির মায়ের সাথে তাঁর অশান্তি লেগেই থাকতো। তবে লেখিকার আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস এটা নয় এই উপন্যাসের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র শিল্প রূপ পরিলক্ষিত হয়। সতী বিনোদিনী এবং আমি উপন্যাসটি উড়িষ্যার শিক্ষিত সচ্ছল সমাজের বিশ শতকের শেষ ২ দশকের বাস্তব ছবি। একটি কলেজের অধ্যাপিকা ছিলেন সতী ও বিনোদিনী, আবার আমি উপন্যাসের আমি ব্যক্তিটি পুরোপুরি এষা দেরই প্রতিরূপ। তিনিও একটি কলেজের অধ্যাপিকা ছিলেন। ২০০২ খ্রিস্টাব্দে এষা দে পরবর্তী যে উপন্যাসটি রচনা করেন তার নাম ঠিকানা। এই উপন্যাসটি উড়িষ্যার সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশকে কেন্দ্র করেই রচিত। ২০০৫ সালের রচিত হয় 'একের পর এক' উপন্যাস। আসামের শিক্ষিত সমাজ এবং চা শিল্পের বিভিন্ন দিক ও পরিস্থিতি নিয়ে এই উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। তার অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস হলো 'পিঞ্জর'। এই উপন্যাসে তিনি প্রধানত চিত্রিত করেছেন মেয়েদের সঙ্গীহীন জীবন। বেঁচে থাকার জন্য যেমন খাদ্যের প্রয়োজন হয়, মনন জগতেরও প্রয়োজন হয় মন মত সঙ্গীর। এটা পায় না বলেই মেয়েদের জগত সংকীর্ণ হয়ে যায়। পিঞ্জর উপন্যাসটিতে দেশ বিভাগের নানা ট্রাজেডির চিত্র উল্লেখ আছে।

তিনি কয়েকটি ভ্রমণকাহিনী লিখেছিলেন যেমন মিশরের দেবদেবী, অন্য তুরস্ক, অচেনা স্পেন অজানা পর্তুগাল। অচেনা স্পেন অজানা পর্তুগাল ভ্রমণ কাহিনীতে এষা দে টলেটো শহর, আল হামরা প্রাসাদ কমপ্লেক্স,সেভিল, সিলবন, সিন্ট্রা, পার্ত বার্সেলোনা প্রকৃতির স্থান গুলি বা তাদের অংশবিশেষ ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি এষা দে তার এই ভ্রমণ কাহিনীতে নিপুনভাবে তুলে ধরেছেন। তার এই ভ্রমণ কাহিনী থেকে জানা যায় কলম্বাস হচ্ছে স্পেনের জাতীয় নায়ক। ১২ অক্টোবর কলম্বাসের ওয়েস্ট ইন্ডিজ পদার্পণের তারিখটি স্পেনের জাতীয় দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়। 'মিশরের দেব-দেবী ভ্রমণ' কাহিনীটি তাঁর লেখা একটি উল্লেখযোগ্য ভ্রমণ কাহিনী। ড. সুমিতা চক্রবর্তীর মতে ' এটি একটি অতি সুলিখিত ও সুপাঠ্য রচনা। মিশর সম্পর্কিত তথ্য, সামাজিক রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণ, প্রাচীন ইতিহাস ও আধুনিক সমাজ, সেই সঙ্গে ভ্রমণ অভিজ্ঞতার খুঁটিনাটি সব মিলে রচনাটি উল্লেখযোগ্য'

এষা দের উল্লেখযোগ্য গল্প সংকলন হল শেষ বাঙালি, হায়না, সাদি ডটকম এবং তারপর, ৫০ টি গল্প। এ স্বাদের হয়না গল্প সমগ্র এর মধ্যে মোট ১৫টি গল্প আছে। হায়নাটা শুরু হয়েছে প্রতি কি হয় না ডাক শোনার মধ্য দিয়ে। যা প্রকৃত অর্থই অনুন্নয়ন বা আদিমতার প্রতিনিধিত্ব করে। ঘুমের মধ্যেও কস্তুরীর কানে যায় কে হাসছে আস্তে আস্তে চোখ মেলে হাসিটা চলছে সমানে। আরেকটি গল্প গ্রন্থ ছিল 'শেষ বাঙালি'। এর মধ্যে একটি গল্প হল 'একজন ভালো স্বামীর জীবনে একটি রাত'এই গল্পের নায়ক সঞ্জীব সে ভালো চাকরি করে, তার স্ত্রী সুমিতা ঘরোয়া। সঞ্জীব ক্লাব ও পার্টি ইত্যাদিতে যায়। আসছি একদম ঘরোয়া অর্থাৎ পুরুষতান্ত্রিকতার প্রতীক হচ্ছে এই গল্পটি। তার আরেকটি গল্প হচ্ছে 'লায়লা'। হিন্দু মুসলমানের আবহমান সম্পর্কের বন্ধনে গড়ে উঠেছে এই গল্পটি। লায়লা মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি। তার শিক্ষার রুচি শুধু মুসলিম সমাজে না ভালো খেলে সমগ্র সমাজ ব্যবস্থার ওপর। শাদি ডটকম এবং তারপর গল্পগ্রন্থে প্রথম গল্পটি হচ্ছে 'দেখা হবে চন্দনের বনে'তামিলনাড়ুর প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও সমাজ জীবনে হিংসা কিভাবে দৈনন্দিন অস্তিত্বে ওতপ্রোতভাবে বিজোরিত তার এক রূপরেখা হচ্ছে এই গল্পটি। এই গল্প গ্রন্থটি পাঠককে একটি সুন্দর উপহার প্রদান করেছেন এষা দে। তাঁর কতগুলি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হলো সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, মিশরীয় জীবনের অসামান্য রূপকার নাজিব মাহফুজ, ম্যাক্সিম গোর্কি জীবন ও কীর্তি, সমকালের প্রেক্ষিতে ইসমত চুঘতাই। উজবেক উপস্থাপনায় বাবর ও তার জন্মভূমি, সতীনাথ দেশ ও দশের অনন্য কথাকার, গল্পকার জ্যোতির্মালা এক বিরল প্রতিভা।

তার সম্পাদনায় যে যে পত্রিকা গুলি প্রকাশিত হত তাহলে 'তরবারির চেয়েও শক্তিশালী বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়', শতাব্দীর সৈনিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রবন্ধ সংকলন বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। এছাড়াও তিনি যে গল্পগুলি অনুবাদ করেছিলেন সে গুলি হল আল হামরার লোক কাহিনী, খুদে রাজকুমার, দুই মহাদেশের উপকথা। এবং বঙ্গ ব্যঙ্গ নামে একটি রম্য রচনা তিনি প্রকাশ করেছিলেন।